West Bengal poll

EC must mean business

What eventual impact the Election Commission's directive to West Bengal's chief electoral officer to correct the "glaring irregularities" in the distribution of photo identity cards of voters would have is not clear. This is because similar directives from the EC in the past failed to deliver desired results. In fact things were made worse by two previous chief electoral officers, Basudev Banerjee and Sabyasachi Sen, who instead of doing proper follow-ups, allowed state government employees and government school teachers belonging to the CPI-M controlled unions engaged in the preparation of electoral rolls, to arbitrarily delete and include names in the voters' list. This made a mockery of the state's 2001 assembly and 2004 Lok Sabha elections. For instance it is an open secret that there are at least 30,000 bogus voters in Buddhadeb Bhattacharjee's constituency in Jadavpur. This ensured his victory in the 2001 poll.

It also helped the CPI-M candidate to defeat the sitting Trinamul Congress MP Krishna Bose in 2004. The EC's sudden discovery of "irregularities" in the distribution of PI cards is no news since at least a section of the media had been pointing these out to Nirvachan Sadan since the days when MS Gill was the CEC. For instance, the state polling staff have ensured that PI cards in most of the CPI-M run panchayats are not in the custody of actual voters but are with local Marxist functionaries. The "other irregularities", pointed out to the EC, are more shocking. The same faces with and without beards, moustaches, glasses and wigs have appeared in countless PI cards. In many instances, the faces are easily recognizable as those of local Marxists. Photos of dead persons and those who have gone on transfer also figure.

Complaints have yielded threats from CPI-M strongmen who in Jalpaiguri recently enrolled 47 Bangladeshi nationals as voters on the basis of birth certificates they procured for them against hefty consideration. Marxist and official complicity in such distortions is an established fact. And this has been reinforced by Jyoti Basu's latest admission that "help" received from the state government employees has ensured 29 years of uninterrupted rule.

The "glaring irregularities" detected by the EC, so far, form just the tip of the iceberg. A herculean and conscientious effort and a lot of time are needed to cleanse the electoral roll of such irregularities. If the EC means business it must cleanse the electoral system; a failure to do so will mean the death of democracy.

31 DEC 2005 THE STATESMAN

তৃণমূলের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা কার্যত খারিজই করে দিলেন প্রণব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ও নলহাটি: ৭ জানুয়ারি সি পি এমের মুখে হাসি ফুটবে কি?

তৃণমূলের সঙ্গে জোটের সম্ভাব্যতা নিয়ে ওই দিনই জরুরি সভায় বসছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। তবে এই জোট গড়ার সম্ভাবনা যে কার্যত নেই, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় শুক্রবার বীরভূমের নলহাটিতে এক সমাবেশে তা জানিয়েই দিয়েছেন।

ওই সমাবেশে প্রণববাবুর বক্তৃতার সময় এক কংগ্রেস-সমর্থক একটি পোস্টার তুলে ধরেন। তাতে লেখা ছিল, 'তৃণমূল-কংগ্রেস জোট চাই/সি পি এম-কে হারাতে চাই।' ওই পোস্টার দেখে রীতিমতো চটে ওঠেন প্রণববাবু। তিনি পোস্টার নামাতে বলেন ওই সমর্থককে। তার পরে বলেন, "কার সঙ্গে জোট হবে, তা চিন্তা করতে হবে। জোট হলেই জিতব, না-হলে জিতব না— এটা কোনও অঙ্ক নয়। পাঁচ বছর আগেও জোট হয়েছিল।" তার ফল কী হয়েছিল, তা জানাতে গিয়ে প্রণববাবু তাঁর পাশে দাঁড়ানো মোতাহার হোসেনকে দেখিয়ে বলেন, "উনি তো তৃণমূলে দাঁড়িয়ে গত নির্বাচনে হেরেছিলেন।"

ফলে তৃণমূলের সঙ্গে জোট গঠন নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বের মনোভাব কী, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে প্রণববাবুর মন্তব্যে। প্রদেশ কংগ্রেসের ভিতরের খবর, ৭ জানুয়ারির বৈঠকে প্রণববাবু তৃণমূলের সঙ্গে জোট না-গড়ার বিষয়টিই আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করবেন। তবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সি পি এম-বিরোধী জোট গড়ার জন্য তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে-ডাক দিয়েছেন, তা নিয়ে কংগ্রেসের অনেক নেতাই আগ্রহী। সোমেন মিত্র থেকে শুরু করে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মতো দলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতারা প্রকাশ্যেই জোটের কথা বলছেন। কংগ্রেস বিধায়কদের একটা বড় অংশ জোট চাইছেন। কিন্তু তৃণমূলের সঙ্গে বি জে পি-র গাঁটছড়া এখনও অটুট। কংগ্রেসের সভানেত্রী সনিয়া গাঁধী জানিয়ে দিয়েছেন, বি জে পি-র সঙ্গ ত্যাগ না-করলে মমতার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে জোট গড়া সম্ভব নয়।

এই পরিস্থিতিতে কী করণীয়, সেই আলোচনার জন্যই প্রণববাবু ওই সভা ডাকতে বলেছেন। দলের

৭ই বসছে প্রদেশ কংগ্রেস

কার্যনির্বাহী কমিটির ওই বর্ধিত সভায় জেলা কংগ্রেসের সভাপতি এবং বিধায়কদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতা বলেন, "আমি সম্প্রতি সনিয়াজির সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ১৭ মিনিট কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। সভানেত্রীর কাছ থেকে যে-বার্তা পেয়েছি, তাতে স্পষ্ট, মমতাদের সঙ্গে এখন জোট গড়ার কোনও প্রশ্নই নেই। প্রণববাবু সম্ভবত এটাই ব্যাখ্যা করবেন ওই সভায়।"

আর কংগ্রেস যে একক শক্তিতে লড়তে প্রস্তুত, এ দিন নলহাটির সমাবেশে প্রণববাবু তা বুঝিয়েও দেন। মুর্শিদাবাদের পাশের জেলা বীরভূমেও সি পি এমের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টকে উৎখাত করার কথা বলেন বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরী। প্রণববাবু জানিয়ে দেন, অধীরবাবুকে সামনে রেখেই তাঁরা নির্বাচনে লড়বেন। সমাবেশে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে আসা কংগ্রেসকর্মীদের উপস্থিতিও ছিল লক্ষণীয়।

জোট নিয়ে যখন জল্পনা চলছে, সেই সময় তৃণমূল নেত্রী নির্বাচনী প্রচারের প্রাথমিক সূচি তৈরি করে ফেলেছেন। আগামী ৩ জানুয়ারি তিনি উত্তরবঙ্গ সফরে বেরোচ্ছেন। তাঁর কথায়, "এটা জনসংযোগ যাত্রা।" এর পরেই তৃণমূল যুব কংগ্রেসের 'পরিবর্তন যাত্রা' শুরু হবে ফেব্রুয়ারিতে। মমতা বলেন, "আমাদের তো বসে থাকলে চলবে না। সি পি এম-কে হটানোর জন্য এখন থেকেই মানুষকে জাগাতে হবে।"

তবে 'মহাজোট'-এর সম্ভাব্যতাকে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছেন না সি পি এম নেতৃত্ব। বিষয়টি নিয়ে এ দিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "ওরা এক বার বলছে, জোট করব। আর এক বার বলছে, করব না। এখনও কিছুই ঠিক করতে পারেনি। আর আমাদের সরিয়ে ওরা কী করবে? ওদের কি কোনও কর্মসূচি আছে? এ রাজ্যে বিরোধীদের একটাই কর্মসূচি— বামফ্রন্টের বিরোধিতা করা। আমার বয়স হচ্ছে। নতুন বছরে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার দেখে যেতে চাই।" তমলুকে জেলা কৃষক সভার প্রকাশ্য সমাবেশে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, "তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেস এখানে জোট গড়লেও বামপন্থীরা কেন্দ্রের জোট সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলবেন না।"

ANADABAZAR PATRIKA

Roots of terror

CPI-M must show political will to make amends

Damning evidence of how West Bengal has become happy hunting ground for a terrorist network extending from Pakistan to Bangladesh ought to make the Left Front sit up. It is not as if the arrest of two suspects — one a member of the Bangladesh-based Hartkat-ul-Jihadi Islami and the other a tout smuggling in ISI agents — comes as a stunning revelation. Fears of cross-border terrorism in the northern districts have been expressed not only by the opposition, but by the public at large. Now come details that are truly alarming. The arrested Bangladesh-based terrorist was reported to have been smuggled into India several times in the last six months bringing in RDX and having a hand in the explosion at the Special Task Force office in Hyderabad in October. While politicians are said to be on the hit list, there are reports of traffic from Bangladesh to Pakistan with the specific purpose of training for subversive activities in India. Key public figures and software parks are said to be the main targets but human bombs can be used to cause disaster and panic in crowded localities — as was done recently in Delhi. Repeated denials by Islamabad and Dhaka do not eliminate the evidence.

The West Bengal government has a special obligation to step up vigilance in border districts and to counter the threats posed by jihadi elements in Bangladesh. It is unfortunate that the Marxists are more inclined to proceed with caution - first in dealing with infiltrators and now with jihadi elements. The only time the chief minister expressed concern, he was compelled to retrace his steps. Alimuddin Street pretends to be deeply worried about communal forces being imported from Gujarat and other areas, making that one of its main campaign issues against Trinamul. On the other hand, West Bengal has been witness to a long history of infiltration that has developed into a terrorist network with alarming implications for public safety. Jyoti Basu, when he was chief minister, had brushed aside infiltration as a "non-issue". His younger colleagues in the party and government sense the evil but refrain from public statements for fear of upsetting what they consider an assured vote-bank. Responsible minority leaders and organisations have made it clear that terrorists have no religion. That apparently is not a good enough reason for the ruling party to name the ISI and jihadi elements as the primary threats to the safety of citizens in Bengal, more so when assembly elections are just a few months away. The tactical retreat has cost the state dearly. It can only get worse if the CPI-M doesn't demonstrate the political will to make amends.

28 DEC 2005

THE STATESMAN

তথ্যপ্রযুক্তিতে ইউনিয়নের রাজনীতি চাপানো চলবে না, ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা: কোনও সংস্থার অনিচ্ছুক কর্মীদের উপরে যে বাইরে থেকে ট্রেড ইউনিয়নের রাজনীতি চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, তা বুঝিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সেই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বুদ্ধবাবু জানিয়ে দিলেন, তিনি শ্রমিক সংগঠনের বিপক্ষেও নন। তিনি চান ভারসাম্য। সংশ্লিষ্ট সংস্থার উন্নয়নের সঙ্গে কর্মী-স্বার্থ যেখানে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, সেখানে সংস্থার ট্রেড ইউনিয়নের ইতিবাচক ভূমিকার পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী।

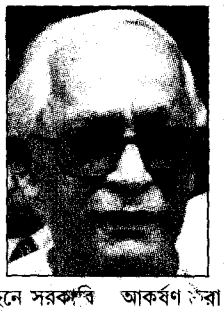

বাম শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা গত ২৯ সেপ্টেম্বরের সাধারণ ধর্মঘটকে ঘিরেই বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করে। সে-দিন তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের কর্মীদের কলকাতার রাস্তায় ধরে ধরে বাধা দেন বামপন্থী ক্যাডারেরা। একটি সংস্থায় ঢুকে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাস্তায় গাড়ি থামানোর জঙ্গিপনার শিকার হন কাজে যোগ দিতে যাওয়া মুখ্যমন্ত্রী-জায়া মীরা ভট্টাচার্যও। খোদ মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থামিয়ে পথে নেমে পড়েন। জোর করে মানুষকে আটকানোর বিরোধিতা করেন তিনি। কার্যত তার পরেই বল গড়াতে শুরু করে। প্রশ্ন ওঠে খোদ সরকারের ভূমিকা নিয়েই। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের কর্তারা সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। তাঁদের ডেকে আশ্বস্ত করতে হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘট, আন্দোলন করতেই পারে। কিন্তু তার পিছনে সরকারি সমর্থন থাকবে কেন, সেই মূল প্রশ্নটি তোলেন ইনফোসিস-প্রধান নারায়ণ মূর্তি।

কিন্তু বুদ্ধবাবু চাইলেই সব কিছু পারেন না, পার্টিকে সঙ্গে নেওয়াটা জরুরি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-অনিল বিশ্বাসেরা এই নিয়ে উদ্যোগী হন। প্রথমে রাজ্য নেতাদের বোঝানো হয়। দ্বিতীয় পর্বে আলাপ-আলোচনা শুরু হয় কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে। প্রকাশ কারাট, সীতারাম ইয়েচুরিদের সমর্থনও পান বুদ্ধবাবু। তবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপরে একতরফা কোনও রকম নিষেধাজ্ঞার পক্ষপাতী নন তাঁরা। দলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়, কোনও সংস্থায় কর্মীরা যদি কোনও আন্দোলনে সামিল হতে না-চান বা কোনও রকম ইউনিয়ন গঠনে আগ্রহী না-হন, তা হলে বাইরে থেকে ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতি জোর করে তাঁদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

কার্যত সেই প্রক্রিয়ার জেরেই শুক্রবার রাজ্যের ন'টি স্বীকৃত শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় সওয়া দু'ঘণ্টার টানা বৈঠকে বুদ্ধবাবু তাঁদের বোঝান, কোনও রকম হঠকারী ভূমিকা রাজ্যের সার্বিক স্বার্থেই ক্ষতিকর। তাতে রাজ্যের ক্ষতির পাশাপাশি ক্ষতি হবে শ্রমিক-কর্মীদেরও। তাতে ট্রেড ইউনিয়নের লাভ কোথায়, সেই প্রশ্নও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকার শ্রম আইন মেনেই চলবে। তবে ট্রেড ইউনিয়নকেও দেখতে হবে, কোথায় আন্দোলন করা যায়, কোথায় যায় না। পুঁজিনির্ভর তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে গোটা পৃথিবীর ছবি তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোথাও কোথাও শ্রমিকেরা বঞ্চিত হচ্ছেন। সেখানে শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়ন করতেই পারেন। তবে ট্রেড ইউনিয়ন কতখানি করা যাবে, তা বিবেচনা করতে হবে সেখানকার শ্রমিকদেরই।

শ্রমিক-স্বার্থে যাতে শ্রমনির্ভর ছোট ও মাঝারি শিল্প বেশি করে গড়ে ওঠে, সেই জন্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে বলে এ দিনের বৈঠকে জানান বুদ্ধবাবু। বেআইনি ছাঁটাই, ন্যূনতম মজুরি না-দেওয়া, পি এফ-গ্র্যাচুইটি থেকে বঞ্চিত করার যে-প্রবণতা তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে দেখা যাচ্ছে, শ্রমিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে তার প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলেই শ্রম দফতর এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ভাঙতে পুলিশ পাঠানো হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিক নেতাদের আশ্বস্ত করেন। তবে এটাও জানিয়ে দেন, আন্দোলন যদি হিংসাত্মক হয়, তা হলে সরকারকে ব্যবস্থা নিতেই হবে।

এ দিনের বৈঠকে সিটুর রাজ্য সম্পাদক কালী ঘোষ, ইনটাকের প্রমথেশ সেন, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের বৈজনাথ রায়, ইউ টি ইউ সি-র মিহির চন্দ, ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণি)-র দিলীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ হাজির ছিলেন। সরকারের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিন, মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব প্রমুখ। পরে শ্রমমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার আইনের মধ্যে থেকেই শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াবে।

● কৃষিজমিতে শিল্পের পক্ষে সরব নিরুপম...পৃঃ ৪

ANADABAZAR PATRIKA

Anti-Left clarion call to Congress

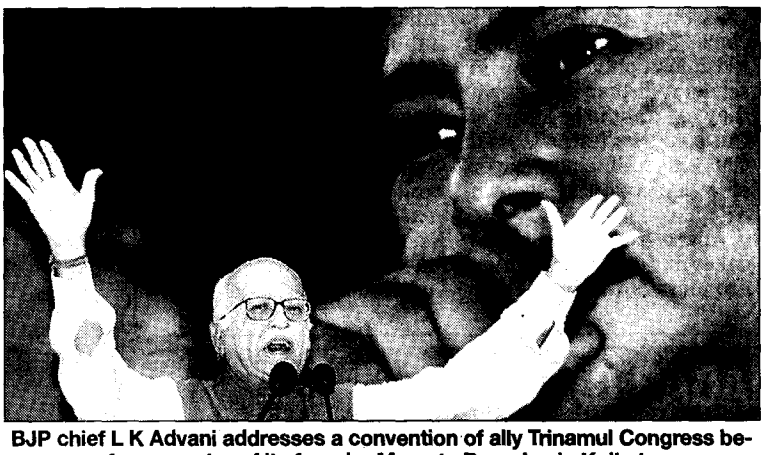

BJP chief L K Advani addresses a convention of ally Trinamul Congress before a poster of its founder Mamata Banerjee in Kolkata

TIMES NEWS NETWORK

Kolkata: Congress leaders stayed away from a public meeting in Kolkata on Sunday addressed jointly by Trinamul Congress chairperson Mamata Banerjee and BJP president LK Advani but the two kept the door open for the party to join the anti-CPM alliance floated by them in West Bengal.

Former Congress chief minister Siddhartha Sankar Ray raised eyebrows with his presence at the Netaji Indoor Stadium but clarified that he had not come as a Congress representative.

"I have not come here as a Congress leader. I am no longer in the party," he said. Organised by Trinamul Youth Congress, Mamata wanted to turn the rally into a show of solidarity of anti-CPM forces before the assembly polls next year. The three main speakers — Mamata, Advani and Ray — expressed disappointment at the absence of Congress, but Mamata did not close the door on it.

"I am still appealing to all anti-CPM forces to come together," Mamata said. "Those who want to come are welcome. Those who don't may stay with CPM, I wouldn't worry about them." Without naming Congress, she said it need not worry that joining hands with the Trinamul-BJP combine would tarnish its secular credentials.

"We will not talk about religion. We will have an issue-based alliance," she said. Mamata thinks such an alliance is possible even with Congress pursuing its own political agenda and Trinamul continuing to be a part of NDA.

In a separate programme, state Congress president Pranab Mukherjee questioned the concept of an anti-CPM grand alliance. "Every party has its own policy, political programmes and plans. How can that be branded as anti-someone or pro-someone," he asked.

20 DEC 2005 THE TIMES OF INDIA

মমতার সম্মেলনে সিদ্ধার্থ! আক্রমণ প্রণবকে

মহাজোটে আগ্রহী নই : আদবানি

আজকালের প্রতিবেদন: সত্যি কথা বলতে কী, আমি মহাজোটে বিশ্বাসী নই। মহাজোটে আমার আগ্রহ নেই। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। মমতার ডাকে যদি কংগ্রেস না-ও আসে তাতে ক্ষতি নেই। এলে স্বাগত। না এলে আমরা এ রাজ্যে সি পি এমের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়ব। বিহারে পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখানেও হবে। রবিবার নেতাজি ইনডোরে মমতা ব্যানার্জির সম্মেলনে এই বক্তব্য পেশ করেন বি জে পি সভাপতি লালকৃষ্ণ আদবানি। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের এই সম্মেলনে এদিন হাজির হন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। তাঁকে মঞ্চে দেখে আবেগে আপ্লুত আদবানি বলেন, কংগ্রেসের কেউ আসেনি, তাতে ক্ষতি কী! সিদ্ধার্থ রায়ের মতো মানুষ মমতার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। গোটা বাংলায় ভাল সঙ্কেত যাবে। সিদ্ধার্থবাবু আসায় আমি খুশি। কংগ্রেস যেটা বুঝেও বুঝে উঠতে পারেনি, সিদ্ধার্থবাবু তা বুঝেছেন। আদবানি বলেন, বিহারে কে সরকার চালাবে তা ঠিক করেছে সাধারণ মানুষ। দিল্লিতে কারা সরকার চালাবে তা ঠিক করে দিয়েছে ভারতবর্ষের মানুষ। এ রাজ্যে কেন সাধারণ মানুষ তা ঠিক করে দেবে না? নেতাজি ইনডোরে আসা কর্মীদের উদ্দেশে আদবানি বলেন, আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে। নির্বাচন কমিশনের প্রশংসা করে তিনি বলেন, বিহারে ওরা ভাল কাজ করেছে। এ রাজ্যে নির্বাচন আসছে। কমিশনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ এই নির্বাচন। সম্মেলনে আচমকাই এসে হাজির হন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। তাঁর আসার কথা একমাত্র আগাম জানতেন মমতা এবং সুব্রত বক্সি। সুব্রতই তাঁকে বেলতলার বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন আদবানি। মোমবাতি জ্বালাবার সময় আদবানির পাশে মমতা ছাড়াও

এরপর ৫ পাতায়

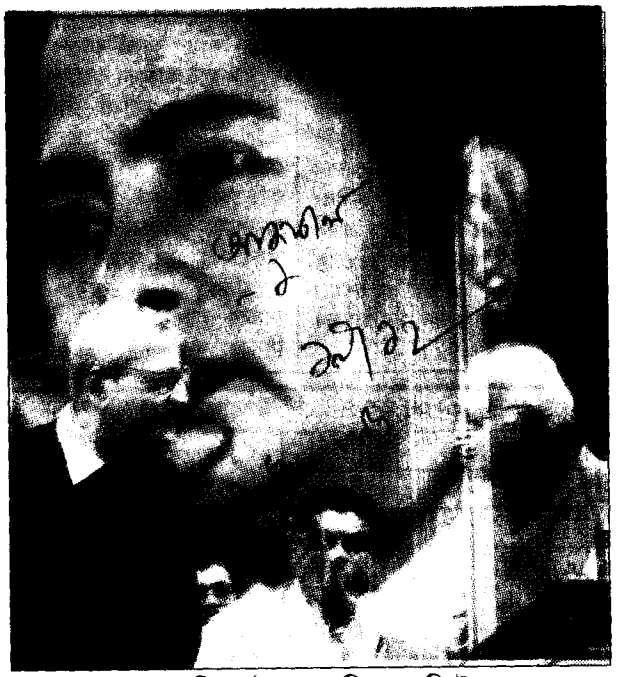

মমতার মঞ্চে সিদ্ধার্থ ও আদবানি। নেতাজি ইনডোরে। রবিবার। ছবি: অমিত ধর

ভোট এল, উনিও এলেন!

দীপঙ্কর নন্দী

বোলপুরে লোকসভা উপনির্বাচনে সোমনাথ চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে প্রার্থী হন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। নিজের ক্ষমতায় দিল্লি থেকে টিকিট নিয়ে আসেন। নির্বাচনে কাজের জন্য কলকাতা থেকে বড় দল নিয়ে গেলেন। গেলেন দক্ষিণ কলকাতার লড়াকু নেতা লক্ষ্মীকান্ত বসু। লক্ষ্মীবাবু এখন বেঁচে নেই। বোলপুরে বিরাট অঙ্কের টাকায় সিদ্ধার্থবাবু একটি বড় বাংলো নিলেন। ভোটের আগে এক বিকেলে বাংলোর লনে বসে তিনি লক্ষ্মীবাবুকে বলেন, লক্ষ্মী, জিতলে বাংলোটা কিনে নেব। এখানেই থাকব। সোমনাথবাবুর কাছে প্রায় ২ লক্ষ ভোটে হারেন তিনি। আর বোলপুরে গিয়েছিলেন তিনি এ কথা কেউ শোনেনি। ৯৬ সালে আবার দিল্লি থেকে টিকিট নিয়ে এলেন। দাঁড়ালেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে। এবারও হার। উত্তর-পশ্চিম থেকে ফের দাঁড়ালেন। এবারও হার। ২০০৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন। প্রায় পাঁচ বছর চুপচাপ কাটিয়ে প্রতিবারই নির্বাচনের আগে দেখা দেন সিদ্ধার্থবাবু। কখনও প্রার্থী হয়ে। কখনও প্রচারে। বয়স এখন ৮৫। কিছুদিন আগে শরীর খারাপ হওয়ায় ছিলেন নার্সিংহোমে। তৃণমূলে তাঁকে নিয়ে ফের আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। রবিবার তিনি যে মমতার

মহাজোটে আগ্রহী নই : আদবানি

১ পাতার পর

দাঁড়িয়েছিলেন সিদ্ধার্থবাবু। মঞ্চে সিদ্ধার্থবাবুকে দেখে ইনডোরে উপস্থিত কর্মীরা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। সিদ্ধার্থবাবুর বক্তব্যের আগে সম্মেলনে কিছুক্ষণের জন্য বক্তব্য পেশ করেন মমতা। তিনি কংগ্রেসকে সাফ জানিয়ে দেন, এই নির্বাচনে মহাজোটে যদি কংগ্রেস না আসে তাহলে তাদের নিয়ে আমরা আর ভাবব না। কংগ্রেস সি পি এমকে নিয়ে ভাবুক। আমরা জনগণকে নিয়ে ভাবব। কংগ্রেস না এলে আমাদের ক্ষতি নেই। এই নির্বাচনে সি পি এমকে পরাজিত করতেই হবে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বেশ কিছুক্ষণ আক্রমণ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখার্জিকে। সম্মেলনে তিনি বলেন, কংগ্রেস যে মমতার ডাকে সাড়া দেবে না তা আজ সকালে ভাল করে বুঝে গেলাম। গতকালও মনে হয়েছিল কংগ্রেস আসবে। রবিবার কয়েকটা খবরের কাগজে দেখলাম, ফরাক্কায় প্রণব মুখার্জি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেছেন। প্রণববাবুর কথায়, এ রাজ্যে উন্নয়নের হাওয়া বইছে। যিনি সি পি এমের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে চান, তিনি এখানে আসবেন কীভাবে? সিদ্ধার্থবাবু বলেন, আমি তাঁকে প্রণব বলে ডাকি। সভায় অবশ্য প্রণববাবু বলতে হবে। তাঁর কাছে জানতে চাইব, ফরাক্কায় যে সব তিনি বলেছেন, সে সব বলার আগে তিনি কি কংগ্রেস কর্মীদের জিজ্ঞাসা করে নিয়েছিলেন? কংগ্রেস কর্মীদের ওপর সি পি এম যে অত্যাচার করছে তার জন্য প্রণববাবু কী করেছেন? এ সব প্রশ্ন তাঁকে আমি বার বার করব। ছাড়ব না। তিনি বলেন, আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম সেই সময় প্রচুর মুসলিমকে চাকরি দিয়েছিলাম। বুদ্ধবাবু চাকরির ক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য আলাদাভাবে কী করবেন? আসলে কাজ করার জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছে থাকা দরকার। আমাকে এক সময় প্রণববাবু বলেছিলেন, আমি মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী। আমি কখনই হিন্দু-মুসলিম আলাদা করে দেখিনি। আদবানির উপস্থিতিতে তিনি বলেন, এন ডি এ তো বলেছে, রামমন্দির হবে না। হিন্দুদের নিয়ে ওরা রাজনীতি করবে না। কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, বি জে পি নাকি অচ্ছুৎ। প্রণববাবুর কাছে জানতে চাই, ইংলিশবাজারে বি জে পি-র সঙ্গে কংগ্রেস বোর্ড করেছে, এগরায় বি জে পি-কংগ্রেস আছে, পুরুলিয়া বোর্ডে কংগ্রেস-বি জে পি আছে— তা হলে বিধানসভায় হবে না কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তাঁকে। প্রণববাবু খবরের কাগজে বলে দিলেন, মমতার সভায় যাবেন না। ওদের কথাবার্তার কোনও ঠিক নেই। আজ যদি কংগ্রেস আসত তাহলে ঘোষণা করে দিতাম সি পি এম পরাজিত হয়েছে। সিদ্ধার্থবাবু যখন বক্তব্য পেশ করছিলেন সেই সময় ইনডোরের ফ্লোরে বসে থাকা মালদার কৃষ্ণেন্দু চৌধুরিকে বেশ খুশি দেখাচ্ছিল। তাঁর বক্তব্য, আমি যখন বি জে পি-র সঙ্গে মালদায় হাত মিলিয়েছিলাম সেই সময় কত সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। আমার লাইনই আবার ফিরছে। এদিন সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পঙ্কজ ব্যানার্জি, সুলতান আমেদ, প্রাক্তন রেল দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং প্রমুখ। ছিলেন বি জে পি সভাপতি তথাগত রায়ও। ইনডোরে ভালই ভিড় হয়েছিল। তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি মদন মিত্রও বক্তব্য পেশ করেন।

এদিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখার্জি রবিবার কলকাতায় ওটোল্যারিঙ্গোলজিস্টদের বার্ষিক সম্মেলনে বলেন, বহুদলীয় রাজনীতিতে বামবিরোধী বা বাম সমর্থক বলে কিছু নেই। প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব নীতি, কর্মসূচি রয়েছে। মানুষের কাছে এভাবে প্রচার করার কোনও যুক্তি নেই। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সম্মেলনে যোগ না দেওয়ায় রাজনৈতিক মহলে ভুল সঙ্কেত যাচ্ছে কিনা, এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করায় প্রণবের সাফ জবাব, ঠিক বার্তা না ভুল, তা সাধারণ মানুষ বলবেন। এদিন রাজ্য কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক মানস ভুঁইয়া বলেন, ৭৭ সালে সিদ্ধার্থবাবু এ রাজ্য থেকে পালিয়ে যান। ইন্দিরাকে ছেড়ে ছিলেন তিনি। তিনি কংগ্রেসকে পারমর্শ দেবেন, তা মেনে নেব না। তিনি প্রণববাবুর সম্পর্কে বলার কে? বাবরি মসজিদ নিয়ে তিনি তো বি জে পি-র বিরুদ্ধে মামলা লড়ছেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা কোনও জ্ঞান নেব না।

19 DEC 2005

AAJKA

অঘোষিত রফার আশঙ্কা আলিমুদ্দিনে

মহাজোট হলে কঠিন পরীক্ষায় সি পি এম

প্রসূন আচার্য

বিজেপি-র 'কেরল নীতি' কি পশ্চিমবঙ্গেও প্রয়োগ হবে?

কেরলে সেপ্টেম্বরের পুরভোটে বামেদের হারাতে বেশ কিছু জায়গায় কংগ্রেসের সঙ্গে অঘোষিত আসন সমঝোতা হয়েছিল বিজেপি-র। গত মাসে তিরুঅনন্তপুরম লোকসভার উপনির্বাচনে সি পি আইকে হারাতে সঙ্ঘের নেতারা বি জে পির সদস্য-সমর্থকদের বলেছিলেন, 'কংগ্রেসকে ভোট দাও'। তাতে বিজেপির ভোট এক ধাক্কায় পৌনে দুই লক্ষ থেকে মাত্র ৩০ হাজারে নেমে আসে। যদিও সি পি আইকে হারানো যায়নি।

এ রাজ্যে কি এমন কিছু হতে পারে? জবাব পেতে সময় লাগবে। কিন্তু সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্বের আশঙ্কা, এমনটা হতেই পারে। আলিমুদ্দিন থেকে ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে জেলা নেতাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু তো প্রকাশ্যে বলেই দিয়েছেন, "ওরা এখানেও কেরলের মতো জোট করতে পারে।" তাঁর মতো দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসও মনে করেন, "বিরোধীরা নিজেদের মধ্যে অলিখিত জোট গড়ে তুলতে পারে।" তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিরন্তর এই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছেন। যে কারণে তিনি রবিবার দলের যুব সংগঠনের সভায় একই সঙ্গে লালকৃষ্ণ আডবাণী ও প্রণব মুখোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশও বিজেপির সঙ্গে অঘোষিত জোট চাইছে।

বিধানসভার নির্বাচনে বামেদের বিরুদ্ধে যদি দক্ষিণপন্থী দলগুলি একজোট হয়ে 'একের বিরুদ্ধে এক' প্রার্থী দাঁড় করায়, তা হলে কেবল সি পি এমের একচ্ছত্র আধিপত্যই শেষ হবে না, রীতিমতো কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়তে হবে বামেদের। গত লোকসভা নির্বাচনের ফলকে ভিত্তি ধরলে এই চিত্রটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

অস্বস্তির নৈকট্য

দল	আসন
বামফ্রন্ট	১৬০
অবাম	১২০
(তৃণমূল-বিজেপি)+কংগ্রেস	
দুই পক্ষই প্রায় সমান-সমান	১২
এস ইউ সি আই	২
মোট আসন	২৯৪
সংখ্যাগরিষ্ঠতা	১৪৮
২০০১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে	
বামফ্রন্ট পেয়েছিল	১৯৯

২০০৪ সালের লোকসভার নির্বাচনে বামেরা যা সাফল্য পেয়েছে, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে তা আর কখনও পায়নি। ৪২টি লোকসভার মধ্যে বামেরা জেতে ৩৫টি। ছিল প্রবল এন ডি এ-বিরোধী হাওয়া। তৃণমূল প্রায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল। দল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কেউই জেতেননি। যদিও অধীর চৌধুরীর উদ্যোগে কংগ্রেস মুর্শিদাবাদ জেলায় দুটি আসন বেশি (মোট ৬) জিতেছিল।

লোকসভার ফলাফলের ভিত্তিতে ২৯৪টি বিধানসভা আসনের ফলাফল যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে কিন্তু বিরোধী ভোট একজোট হলে বাম-বিরোধী দক্ষিণপন্থী দলগুলি এগিয়ে ১২০টি আসনে। আর বামফ্রন্ট ১৬০টিতে। দুই পক্ষই প্রায় সমান সমান ১২টি আসনে। সি পি এম-বিরোধী বামদল এস ইউ সি আই এগিয়ে দুটি কেন্দ্রে। রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠা পেতে প্রয়োজন ১৪৮টি আসন। সেই দিক থেকে দেখলে বামফ্রন্ট নিঃসন্দেহে গরিষ্ঠতার থেকে বেশি আসনেই এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু তা মাত্র ১২টি আসন। সি পি এমের নেতাদের কাছে এটা নিঃসন্দেহে মাথাব্যথার কারণ। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও শিল্পক্ষেত্রে বামফ্রন্টের সাফল্য সত্ত্বেও বিধানসভার নির্বাচনে সি পি এমকে লড়তে হবে ২৯ বছরের 'অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি' ফ্যাক্টরকে মাথায়

এর পর ছয়ের পাতায়

● **মহাজোট চান আডবাণীও...পৃঃ ৫**

আজ কলকাতার আদালতে অধীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর ও কলকাতা: আজ, শুক্রবার সকালে কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হাজির করাতে বৃহস্পতিবার বিকালেই ধৃত কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীকে নিয়ে রওনা দিল মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ। সাতটি গাড়ির কনভয় নিয়ে পুলিশ রওনা দেয়। তার আগে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং কলকাতা পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। স্পন্ডিলাইটিসের পুরোন ব্যথার জন্য পুলিশের প্রিজন ভ্যানে কলকাতা আসতে চাননি অধীর। তাঁর জন্য একটি সাদা টাটা সুমোর ব্যবস্থা করা হয়।

কলকাতায় এনে অধীরকে রাখা হয় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। সেখান থেকেই তাঁকে আজ আদালতে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর শুনানি শেষে আবার বহরমপুর জেলে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। আদালত চত্বরেই তাঁকে 'উষ্ণ সংবর্ধনা' দিতে চায় প্রদেশ যুব কংগ্রেস। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অধীর প্রকাশ্যে একটি অভিযোগ করলে অনিলবাবু মানহানির ফৌজদারি মামলা করেন। অধীর অভিযোগ করেছিলেন, অনিলবাবু বিদেশি ব্যাঙ্কে কয়েক কোটি টাকা রেখেছেন। ওই মামলার শুনানির জন্যই শুক্রবার অধীরকে কলকাতার আদালতে হাজিরা দিতে হবে। বিচারাধীন এবং বন্দি অধীরকে পুলিশেরই কলকাতায় নিয়ে আসার কথা ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলাপুলিশের আগে বলেছিল, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বা শুক্রবার ভোররাতে অধীরকে নিয়ে তারা কলকাতা রওনা দেবে। কিন্তু তার আনেক আগেই বিকালে কলকাতা অভিমুখে রওনা দেয় তারা।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবারও অধীরের জামিনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি মুর্শিদাবাদ জেলা জজ।

যুব কংগ্রেসের সংবর্ধনা

বুধবারের মতো এদিনও জোড়া খুনের ঘটনার 'কেস ডায়েরি' হাজির না করতে পারায় ভারপ্রাপ্ত জেলা জজ সৌরীশ চক্রবর্তী ওই জামিনের আবেদনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শুক্রবার দিন ধার্য করেন। ১৯৮৫ সালে তিন যুবক খুনের ঘটনার 'চার্জ' গঠনেরও কথা ছিল এদিন। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত অধীরকে এদিন বহরমপুর জজকোর্টে হাজির করা হলেও সেকেন্ড ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক নরেন্দ্র রাই ছুটিতে থাকায় ওই মামলারও কাজ এদিন করা যায়নি। তাঁর অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত বিচারক বিবেকানন্দ প্রামাণিক 'চার্জ' গঠনের জন্য আগামী মঙ্গলবার দিন ধার্য করেন।

অধীর 'রাজ্য কংগ্রেসের মরা গাঙে জোয়ার' আনায় পুলিশের ঘেরাটোপেই ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হাজিরা দেওয়ার সময় তাঁকে 'উষ্ণ সংবর্ধনা' জানাতে চায় প্রদেশ যুব কংগ্রেস। সে জন্য বৃহস্পতিবার বিকাল থেকেই যাবতীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য এ দিন বলেছেন, "যুব কংগ্রেসের এই কর্মকাণ্ড প্রদেশ কংগ্রেস সমর্থন তো করছেই, তার সঙ্গে যা যা সহযোগিতা করা দরকার, তা ওদের করা হবে।" প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি অমিতাভ চক্রবর্তী এদিন বলেন, "কলকাতা তো বটেই, আমরা কলকাতা সংলগ্ন হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা এবং নদিয়ার যুব কংগ্রেস কর্মীদের ব্যাঙ্কশাল কোর্টে এলে অধীরদাকে সংবর্ধনা জানানোর নির্দেশ দিয়েছি।" কোর্টে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছেন ডিসি (সদর) অনুজ শর্মা। তিনি বলেন "সকাল থেকেই আদালত চত্বরে পুলিশ মোতায়েন করা থাকবে। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন ডিসি (সেন্ট্রাল) শশীকান্ত পূজারী।"

আদালত সংলগ্ন গোটা এলাকা অধীরের বিশাল কাট-আউট, তোরণ দিয়ে সাজানো হবে বলে অমিতাভবাবু জানান। এ দিনই কোর্টের বাইরে কাট-আউট লাগাতে শুরু করেন যুব কংগ্রেস কর্মীরা। রাতের মধ্যেই নেতাজি সুভাষ রোড ও স্ট্যান্ড রোডে দু'টি তোরণ করে ফেলা হয় স্থানীয় কংগ্রেস কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠকের নেতৃত্বে। তৈরি করা হচ্ছে অসংখ্য ব্যানার। ব্যানারে লেখা— "আমাকে মেরেও ঠেকানো যাবে না বিপ্লবের এই ঢেউ।"

সিপিএম নেতৃত্ব অবশ্য অধীরবাবুকে নিয়ে যুব কংগ্রেসের এই 'কর্মকাণ্ড'-কে কোনও আমলই দিচ্ছেন না। ইতিমধ্যেই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অনিলবাবু জানিয়েছেন, অধীর তাঁর বিরুদ্ধে যে 'মিথ্যা' অভিযোগ এনেছেন তার জন্য আদালতে ক্ষমা চেয়ে নিলে তিনি মামলায় আর এগোবেন না। তবে অধীর তা না করলে অনিলবাবু হাইকোর্টে দেওয়ানি মামলা করবেন এবং মোটা টাকা ক্ষতিপূরণও দাবি করবেন বলে জানান।

16 DEC 2005 ANADABAZAR PATRIKA

Alarming assault

State must find way of dealing with Ghisingh

There is cold calculation behind each of Subash Ghisingh's outbursts, which is why there is reason to be alarmed by his latest assault on the opposition and the media. It has come after the tripartite agreement in Delhi by which the Hill Council has been included in the Sixth Schedule — a demand that had caused the Hill Council election to be postponed again and again. The agreement signals total victory for the hill leader who had otherwise threatened a return to the days of bloodshed. Now that the central and state governments have been dealt with, Ghisingh finds it necessary to remove even the last resistance. The tenor of his victory speech suggests brazen use of terror tactics. So far he has threatened violence to challenge the law and order machinery. Now he challenges opposition parties, who include the Left, and the media who have no option but to depend on the government for protection. The speech was alarmingly provocative to the extent that he threatened to throw opposition flags into the Teesta and warned the media they would have to fall in line with whatever he did if they intended to live in Darjeeling. The state cannot pretend that this is just an empty threat.

It would have been possible to ignore the threats had it not been for Ghisingh's record in going to any length to achieve his objectives. It may have been assumed that after virtually blackmailing the Centre and the state into including the DGHC in the Sixth Schedule, which would bring a substantial flow of new funds on liberal terms, he would agree to elections that are long overdue. Now it seems he has no such desire. He would rather wait to remove the last semblance of opposition before he faces the electorate. In the process insult the democratic process by which elections ought to be held. Shrewd tactician that he has always been, he has chosen just this time to strike — when he can stage "victory" celebrations over his latest achievement in Delhi. However, there is as yet no guarantee that the current pro-Ghisingh rallies reflect the mood of the electorate. The easiest way out, in Ghisingh's road map, would be to give voters no choice at all. The onus is clearly on the state — to ensure Ghisingh doesn't put democracy on his leash.

15 DEC 2005 THE STATESMAN

ঋণের ভার, দারিদ্র নিয়ে উদ্বেগ

বিনিয়োগে রাজ্যই সেরা, বলছে যোজনা কমিশন

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

১৩ ডিসেম্বর: এ দেশের যে পাঁচটি রাজ্য শিল্পে বিনিয়োগ এবং পরিবেশ তৈরির চেষ্টায় সেরা, পশ্চিমবঙ্গ তাদের অন্যতম। কারও ব্যক্তিগত অভিমত নয়, এই মন্তব্য করা হয়েছে যোজনা কমিশনের একটি রিপোর্টে।

কাল যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিংহ অহলুওয়ালিয়ার সঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বৈঠকে রাজ্যের বার্ষিক যোজনা বরাদ্দ চূড়ান্ত হবে। এই বৈঠকে পেশ করতে যে ৩৫ পৃষ্ঠার রিপোর্ট মন্টেকরা তৈরি করেছেন, তাতেই এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যেই ৭,১২৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার যোজনার বরাদ্দের আবেদন জানিয়েছে রাজ্য সরকার। গত বার এই বরাদ্দ ছিল ৬,৪৭৬ কোটি টাকা। এই হিসাবের মধ্যে ২০০৬-০৭ সালের দশটি চলতি প্রকল্পের জন্য ১,৮১৪ কোটি টাকাও ধরেছেন বুদ্ধবাবুরা।

রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতির যে মূল্যায়ন যোজনা কমিশন করেছে, তার ভাল-খারাপ দুই দিকই রয়েছে। প্রশংসার পাশাপাশি কয়েকটি ক্ষেত্রে করা হয়েছে গঠনমূলক সমালোচনাও। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এত দিন শুধু দ্বিতীয় পথটি ধরেই চলত কমিশন। অর্থাৎ মূলত রাজ্যের সমালোচনাই ছিল তাদের মুখে। এ বার একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল সেই কমিশন।

খসড়া রিপোর্টে শুধু সমালোচনাই নয়, দেওয়া হয়েছে পরামর্শও। সেখানে বলা হয়েছে, ১৯৯১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ৩,৫৬২টি শিল্প বিনিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হলেও বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র ৭৯৫টি। শতকরা হিসাবে যা মাত্র ২২ ভাগ। এর পাশাপাশি রয়েছে শিল্পে উন্নতির লক্ষ্যে ছ'টি পরামর্শ।

● আরও বিনিয়োগের জন্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন।

● শ্রম আইনে সংস্কার।

● হস্তচালিত তাঁত-কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও আরও তহবিল।

● ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে আরও প্রতিযোগিতামুখী করে তোলা।

● ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির সমস্যা দূর করা।

● দিল্লি হাটের মতো পশ্চিমবঙ্গে একটি যন্ত্রচালিত তাঁতজাত দ্রব্যের বাজার গড়ে তোলা।

এই রিপোর্টে রাজ্যের আর্থিক ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হারের প্রশংসা করা হলেও সতর্ক করা হয়েছে বেকারি নিয়েও। বলা হয়েছে, ৯৩-৯৪ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে রাজ্যে দ্রুত হারে বেকারি বেড়েছে। ৯৩-৯৪ সালে এই হার ছিল শতকরা ১০ ভাগ। সেখানে

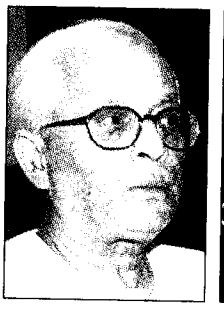

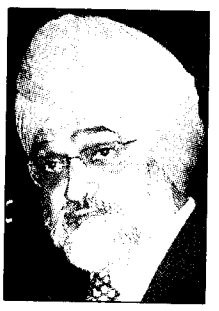

৯৯-২০০০ সালে তা শতকরা ১৪ হারে বেড়েছে। এই সময় জাতীয় গড় যথাক্রমে শতকরা পাঁচ ও সাত ভাগ।

আর্থিক সংস্কারের ক্ষেত্রে ভর্তুকি ও বিভিন্ন আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতি বিলোপের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ না করা এবং কম গুরুত্বপূর্ণ পদ বিলোপের কথা বলা হয়েছে। তবে ১ এপ্রিল থেকে ভ্যাট চালু ও কয়লা সেস বাবদ আয় বৃদ্ধির প্রশংসাও করা হয়েছে।

তবে মন্টেকদের এখন সব থেকে উদ্বেগ, রাজ্য ঋণের ফাঁদে না জড়িয়ে যায়। যোজনা কমিশনের রিপোর্টে সেই কথা স্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, স্বল্প সঞ্চয়ের সুদ বাবদ ব্যয় নিয়ে সমস্যা মিটিয়ে ফেলার দাবি অসীম দাশগুপ্ত বহু দিন ধরে করে আসছেন। বিষয়টি জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের একটি সাব-কমিটি খতিয়েও দেখছে। কিন্তু ছবিটা স্পষ্ট নয়। রাজ্যগুলিকে ঋণের ফাঁদ থেকে বের করে আনতে বিশেষ করে এই বিষয় নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে কেন্দ্র। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ স্বল্প সঞ্চয়ের বিষয়ে অনড় মনোভাব নিয়ে রয়েছে।

এর সঙ্গে যোজনা কমিশন যোগ করেছে বেতন, পেনশন, ভাতা ও ভর্তুকি বাবদ ব্যয়ের হিসাব। সব মিলিয়ে যোজনা বহির্ভূত ব্যয় হয়ে যাচ্ছে আয়ের শতকরা ১১১.৫ ভাগ। এই ক্ষেত্রে কিন্তু বেশ কয়েকটি রাজ্যের থেকে পিছিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ। অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে এর গড় শতকরা ৭৫ ভাগ। রাজ্যে ঋণের অনুপাত শতকরা ৪৩.৪ ভাগ। যেখানে সর্বভারতীয় গড় শতকরা ২৮। গত বারের মতো এ বারের রিপোর্টেও বলা হয়েছে, পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে তাতে রাজ্য ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু রাজ্য মনে করে, এর পিছনে কেন্দ্রের নীতি অনেকাংশেই দায়ী। কাল এই ব্যাপারে কেন্দ্রের সক্রিয় ভূমিকা দাবি করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যে দারিদ্র নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে কমিশনের রিপোর্টে। এবং সেটি জাতীয় গড়ের থেকে বেশি। উদ্বেগ রয়েছে পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়েও। বলা হয়েছে, ২০০৫-০৬ সালে পরিবহণ ক্ষেত্রে লোকসান দাঁড়াবে ৩৪৪ কোটি টাকা। একটি ছাড়া বাকি সমস্ত পরিবহণ নিগম লোকসানে চলছে। বাসে কর্মীর সংখ্যা কমিয়ে লোকসান কমাতে চাপ দেওয়া হয়েছে।

আজ যোজনা কমিশনের সদস্য আনুয়ারুল হুদার সঙ্গে রাজ্যের অর্থসচিব সমর ঘোষ ও যোজনা প্রদীপ ভট্টাচার্য বৈঠক করেন। এই বৈঠকে রাজ্যের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন তাঁরা। কালকের বৈঠকের পর আবার পরশু অফিসাররা বৈঠকে বসবেন।

14 DEC 2006 ANANDABAZAR PATRIKA

ঘিসিংয়ের হুমকির জন্য এফআইআর

কিশোর সাহা ● শিলিগুড়ি

প্রকাশ্য সভায় নাম করে তিস্তায় ফেলে দেওয়ার হুমকি দেওয়ায় জিএনএলএফ প্রধান সুবাস ঘিসিংয়ের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন সিপিআরএমের দুই শীর্ষ নেতা আর বি রাই এবং ডি এস ব্যোমজান।

মঙ্গলবার দার্জিলিং সদর থানায় গিয়ে জিএনএলএফ বিরোধী জোট পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (পিডিএফ) অন্যতম শরিক সিপিআরএমের এই দুই প্রবীণ নেতা তাঁদের সমর্থকদের সুষ্ঠু নিরাপত্তার দাবিও করেছেন।

দার্জিলিং জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানান, তাঁরা অভিযোগের কথা শুনেছেন। পাহাড়ে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সব দলেরই সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। গোর্খা পার্বত্য পরিষদ গঠন হওয়ার পরে এই প্রথম জিএনএলএফ প্রধানের নামে থানায় স্পষ্টভাবে কোনও অভিযোগ জমা পড়ল। তাই বিষয়টি নিয়ে গোটা পাহাড়ে হইচই পড়েছে। ইতিমধ্যে হুমকির বিষয়টি দেশের রাষ্ট্রপতির কাছেও জানিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছে দার্জিলিং প্রেস গিল্ড।

জিএনএলএফ নেতৃত্ব অবশ্য বিস্তারিত খোঁজখবর না-নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। জিএনএলএফ সূত্রে জানানো হয়েছে, ঠিক কী ধরনের অভিযোগ থানায় জমা পড়েছে তা বিশদে জানার পরেই দলের চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করবেন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা। তার পরেই সরকারিভাবে বিবৃতি দেওয়া হবে।

মঙ্গলবার জিএনএলএফের কেন্দ্রীয় কমিটির এক নেতা অবশ্য বলেছেন, "বিরোধী দলের কিছু নেতার 'অসৌজন্যমূলক' মন্তব্যে এবং 'সংবাদ মাধ্যমের একাংশের' ভূমিকায় ঘিসিং ক্ষুব্ধ। সে কারণে প্রকাশ্য সভায় কয়েকজনকে সতর্ক করলেও ঘিসিং গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা স্বীকার করেন এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। তবে গঠনমুলক সমালোচনা না-করে দিনের পর দিন আজেবাজে কথা বলাটা ঠিক নয়। সংবাদ মাধ্যমের একাংশ ঘিসিংকে দিয়ে যে ভাবে ক্রমাগত রাজ্য ও কেন্দ্র বিরোধী কথা বলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন, ঠিক নয় তাও।"

জিএনএলএফ নেতৃত্ব কিছুটা সুর নরম করলেও গত রবিবার দার্জিলিঙে ঘিসিং যে ভাবে বিরোধী দলের তিন নেতার নাম করে হুমকি দিয়েছেন, তাতে উদ্বিগ্ন পিডিএফ শরিকরা। পিডিএফের আহ্বায়ক মদন তামাং কোনও অভিযোগ না-করলেও প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ তথা বর্তমানে সিপিআরএম নেতা আর বি রাই এবং তাঁর সহযোগী ডি এস ব্যোমজান হুমকির পর দলের সাধারণ সমর্থকদের নিরাপত্তার কথা ভেবে চিন্তিত। দুই নেতা দলে আলোচনার পর পুলিশকে লিখিতভাবে জানানোর সিদ্ধান্ত নেন।

14 DEC 2005

ANANDABAZAR PATRIKA

Singh sings $150b tune for Kolkata airport modernisation

INFRASTRUCTURE NOT THE BEST, FDI IN RETAIL BEING MULLED: PM

Press Trust of India

KUALA LUMPUR, Dec. 12. — Admitting that India's infrastructure was not "top class", the Prime Minister today promised to "dismantle unwanted barriers" and expand global capital flows to attract $150 billion in the sector, particularly in the modernisation process of Kolkata and Chennai airports.

"India's infrastructure is not top class. But we are working on it. You will see a qualitative and quantitative sea change soon," Dr Manmohan Singh said, addressing the Asean Business Advisory Council ahead of his meeting with Asean leaders and the East Asia Summit. The Prime Minister also mooted a Pan-Asian Free Trade Area, akin to North American Free Trade Area, and pledged to bring down tariffs to promote trade with South-east Asia.

He said: "We will throw open Kolkata and Chennai airports for public-private venture (in March)." The process for a private-public arrangement for Delhi and Mumbai has already begun and "in five or six years, India's infrastructure will undergo a sea change," Dr Singh promised the Council, inviting them to invest in the "lucrative Indian market". "I see enormous opportunity for two-way trade, which is expected to double by 2007 to $30 billion. We are committed to bringing down tariffs to levels prevalent in Asean countries to dismantle unwarranted barriers and to expand global capital flows," he said.

Alluding to the demand for opening up the retail sector to FDI, the Prime Minister acknowledged there were problems, but said: "Given the immense opportunities in this area, it is being debated within the government. We will count upon a positive outcome in five or six months."

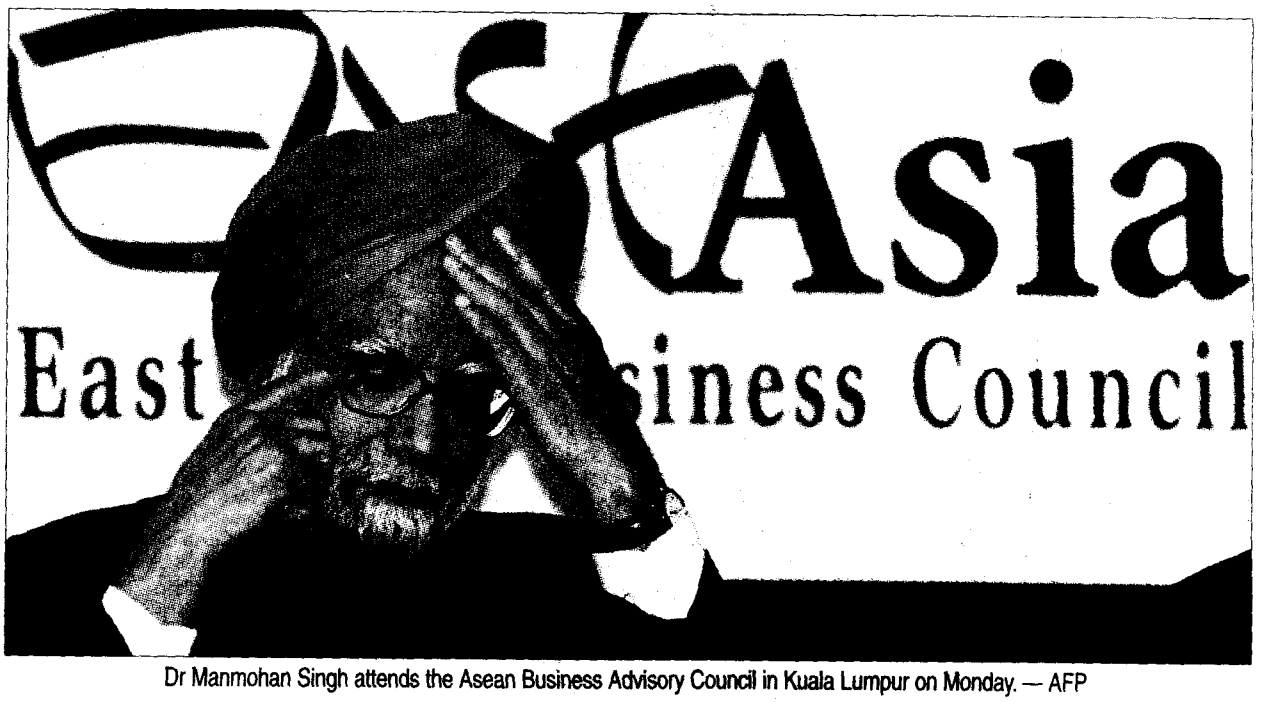

Dr Manmohan Singh attends the Asean Business Advisory Council in Kuala Lumpur on Monday. — AFP

'I invite Asean entrepreneurs to test the waters of our country. An act of investment is an act of faith. I invite you to have faith in our system'

The Prime Minister, who is meeting Asean leaders tomorrow, said India was aiming at a 9-10 per cent growth rate. Promising to replicate the success of highway expansion, currently underway, he said the next sector would be the railways.

The Prime Minister said the government would create freight corridors on the Delhi-Mumbai and the Delhi-Kolkata sectors. Dr Singh said the Centre had already taken steps to revamp the Urban Land Ceiling Act as the property prices were too high and was persuading states to do the same.

Bangalore exception, Bengal beacon!

Asked about, politicians trying to interfere with business decisions, such as with the modernisation of the airport in Bangalore causing its chairman, Mr Narayana Murthy, to step down, Dr Singh said: "I cannot promise there would not be any problems. We are a functioning democracy."

The Prime Minister said Bangalore was one of the isolated examples and cited the example of West Bengal where the Left Front government was going out of its way to create world-class facilities to attract FDI.

"Competition among states in attracting investment is sending out the right sort of signals in the minds of our politicians," Dr Singh said.

More reports on pages 2 & 9

Accolades for PM

KUALA LUMPUR, Dec. 12. — Dr Manmohan Singh is the "most qualified head of government in the world", the former Asean Secretary-General, Mr Ajit Singh, said today. The accolades came as Mr Ajit Singh spoke of the Prime Minister's long impressive academic achievements and his career spanning from a professor to a civil servant to a politician and now the leader of the world's largest democracy, while welcoming Dr Singh to a Special Leaders Dialogue of the Asean Business Advisory Council in the Malaysian capital.
Responding to the compliment, the Prime Minister said Mr Ajit Singh was an old friend. "I believe it is customary to praise one's friends. I have known him for many years." — PTI

13 DEC 2005 THE STATESMAN

Test of credibility

CM sustains pressure to protect IT

Buddhadeb Bhattacharjee cannot be blamed for not missing a single opportunity to attend programmes relating to the IT sector. It is an achievement his government showcases so prominently that the Congress leadership calls him the country's best chief minister. That does not remove the contradictions that erupt again and again — the latest being on the occasion of Infocom 2005 on Thursday — when he refers to disruptions in this sector. The ghost of 29 September haunts him. His reputation for being a realist, and aggressive efforts to woo outstation investors had taken a severe beating when Sector V in Salt Lake, hub of the IT industry, experienced the wrath of Citu's disruptionists. Since then he has taken his case to his party's central committee without getting a clear assurance that strikes in the IT industry will be finally banned. It is curious that such decisions have to await the green signal from party bosses. In this case, the green signal is yet to arrive. So how can the chief minister declare with conviction that his government will ensure that IT is a public utility service that must remain open 24 hours, 365 days of the year? What about the other voices?

The positive development is that Bhattacharjee proves something of a fighter within his own ranks. It is difficult to imagine that all this is posturing which will disappear the moment Citu gives the next call for a general strike. He is far too committed to industry leaders to allow Left unions to proceed with their agenda to protect thousands of IT workers who they believe "work like slaves". The chief minister's concession to them is a preference for the word "worker" in official communications instead of "labour" which he finds suggestive of "slavery". For the rest he can only hope they will not put him on a credibility test. On the other hand, neither Alimuddin Street nor Citu leaders are expected to make public statements discarding strikes — that would have a disastrous impact on vote-banks. What they may do is to quietly fall in line —just as the Left has, by and large, done after the UPA has slashed the EPF interest rate. Even discreet silence from unions serves the chief minister's objective well enough. It gives him something to be proud about on his "business trips".

11 DEC 2005

ফের সব ঘরে আলো জ্বলবে, সাহাগঞ্জে ঘোষণা রুইয়ার

ডানলপ খুলুন, আর্জি অন্নহীন কর্মীদের

অভিজিৎ ঘোষাল ● সাহাগঞ্জ

"ফ্যাকট্রি খোলিয়ে সাহাব। হমারা বাল বাচ্চা মর রহা হ্যায়। পড়াই ছোড় দিয়ে। ভিখ মাঙ রহে হ্যায়।" — ডানলপের কর্মী চার সন্তানের পিতা পঞ্চাশোর্ধ্ব রাজ কিশোর সিংহের কণ্ঠস্বরেই যেন গোটা সাহাগঞ্জ রবিবার আর্তনাদ করে উঠল ডানলপের নতুন চেয়ারম্যান পবন রুইয়ার সামনে।

নতুন মালিক সংস্থার রাশ হাতে নিয়েছেন ৪৮ ঘণ্টা আগে। কিন্তু এই ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যই যেন সাত বছর হাপিত্যেশ করে বসেছিলেন সাহাগঞ্জের হাজার হাজার নিরন্ন কর্মী পরিবার। অন্তত আটটি আত্মহত্যা ও দীর্ঘ বুভুক্ষার পরে তাঁরা রবিবার সামনে যাঁকে পেলেন তাঁর ব্যবসা পরিকল্পনা, অর্থের জোগান নিয়ে কূট প্রশ্ন করার মতো অবস্থায় ছিলেন না সাহাগঞ্জের মানুষ। করজোড়ে তাঁদের একটাই প্রার্থনা— "কারখানা খুলুন। আমরা সব সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।"

বেলা সাড়ে এগারোটা। ডানলপের প্রধান ফটকের সামনে ইউনিয়নের নেতা ও কর্মীদের জটলা। ফিসফাসে সব মন্তব্যই নতুন চেয়ারম্যানকে ঘিরে। কেউ কেউ আশাবাদী ছাবরিয়া গোষ্ঠীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েই। ইউনিয়ন নেতারা অতটা কাঁচা আবেগ দেখাতে চান না। "আরে দেখুন জমি বেচে না পালায়," এক জনের মন্তব্য।

এগারোটা পঁয়ত্রিশে গাঢ় নীল বি এম ডব্লিউর বাঁ-দরজা খুলে নামলেন পবন রুইয়া। ডান-দরজা খুলে স্ত্রী সরিতা। তত ক্ষণে ক্ষয়াটে পাঁশুটে সোয়েটারে ঢাকা দেহগুলি ঘিরে ধরেছে সেই মহার্ঘ গাড়ি। এগিয়ে এলেন মোল্ডিং বিভাগের এক কর্মী। "সাহেব, আমরা সবাই আপনার সঙ্গে আছি। আপনি কারখানা কবে খুলবেন? আমাদের পেট কবে আবার ভরবে?"

আমাদের অবস্থাটা একটু শুনুন। নতুন মালিককে বলছেন ডানলপ-কর্মীরা। রবিবার সাহাগঞ্জে।—নিজস্ব চিত্র

"আমি কারখানা খুলতে এসেছি। বন্ধ করতে নয়," কারখানায় ঢোকার আগেই জবাব দিলেন রুইয়া। কর্মীরা তত ক্ষণে নতুন চেয়ারম্যানের গলায় মালা, হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়েছেন।

পাঁচ বছর পরে দরজা খুলল ডানলপের। ভিতরে পা রাখলেন রুইয়া। নিরাপত্তারক্ষীরা দরজা বন্ধ করার উপক্রম করতেই তাঁর নির্দেশ, "দরওয়াজা খুলা রাখিয়ে। বাইরে তখন কয়েকশো কর্মী ও তাঁদের পরিবার ভিতরে এসে নতুন চেয়ারম্যানকে দেখতে আকুল। কিন্তু এত বছর মালপত্র ও যন্ত্রাংশ চুরি রুখতে অভ্যস্ত রক্ষী তাঁদের ঠেকাতে ব্যস্ত। "আরে আনে দিজিয়ে না," আবার নির্দেশ।

এ পর্যন্ত হয়তো বা প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু গেট থেকে ৩০০ মিটার দূরে কারখানার প্রশাসনিক ব্লকে পৌঁছতেই যা ঘটল, তার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না কেউ। ওই ব্লকে মিনিট ৩০ ধরে পারিবারিক পূজাপাঠ সেরে বেরিয়ে রুইয়া দেখেন অন্তত ৫০০ কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ভিড় জমিয়েছেন। সবাই এই নতুন সাহেবকে কিছু বলতে চান। মুখের উপর গেট বন্ধ না-করে যিনি তাঁদের বিনা বাধায় ভিতরে আসতে দিয়েছেন, তাঁকে দুর্দশার কথা শোনানোর সুযোগ পেয়ে ছাড়তে চান না তাঁরা। আনা হল মাইক। রুইয়া একে একে বেশ কিছু কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের হাতে মাইক তুলে দিলেন।

উগরে এল ক্ষোভ। গোটা সাহাগঞ্জের অর্থনীতি ধসে পড়ার নির্মম ক্ষোভ। অন্ন নেই, শিক্ষা নেই, চিকিৎসা নেই। নেই কর্মী আবাসনে কলের জল বা রাস্তার আলোও। মহিলারা সন্ধের পর পথে বেরোতে ভয় পান। ১৩ বছরের দীপা শ্রীবাস্তব লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ছোট্ট মেয়েটির নালিশ, সবাই রোজগারের জন্য কলকাতা চলে যায়, তাই সে একা একা থাকে। একের পর এক ক্ষোভের

এর পর আটের পাতায়

09 DEC 2005 ANANDABAZAR PATRIKA

স্বাস্থ্য, শিক্ষা নিয়ে ক্ষোভ

সূর্যকে মুখ খুলতে মানা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা: তাঁর স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুখ খুললেই বিতর্ক। বুঝে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি হাসপাতালের দশা সম্পর্কেও মুখ্যমন্ত্রী পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল। এই অবস্থায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্রের জন্য মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রেসক্রিপশন, "সূর্যকে বলেছি, চুপ করে থাকাই ভাল।"

নিজের পাঁচ বছরের শাসনকালে বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রকাশ্য মূল্যায়ন করতে গিয়ে স্বাস্থ্যের পাশাপাশি শিক্ষা, পর্যটন ও সমবায় দফতরের কাজকর্ম নিয়েও অসন্তোষ উগরে দিলেন বুদ্ধবাবু। রবিবার ডব্লিউ বি সি এস (এগজিকিউটিভ) অফিসার সংগঠনের বার্ষিক সমাবেশে।

শিশু-মৃত্যু, পরিষেবার অভাব-সহ হাসপাতালের বিভিন্ন অব্যবস্থা নিয়ে পরপর অশান্তি ও বিতর্কের সৃষ্টি হওয়ায় তিনি যে বিরক্ত, তা এ দিন বুঝিয়ে দেন বুদ্ধবাবু। তাঁর স্বীকারোক্তি, "পরিচ্ছন্নতা আর দায়বদ্ধতার অভাব আছে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে।" সেই সঙ্গে তাঁর সাফাই, "অন্য কোনও রাজ্য সরকার এত বড় পরিকাঠামোয় স্বাস্থ্য পরিষেবা দেয় না।" আর্সেনিক-দূষণের মোকাবিলা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ব্যাপারে বেশ কিছু প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। আর্সেনিকমুক্ত জল সরবরাহ করে অর্ধেক অসুখ এড়ানো সম্ভব।

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি নিয়েও যে তিনি খুশি নন, মুখ্যমন্ত্রীর এ দিনের বক্তব্যে তা পরিষ্কার। তিনি বলেন, "পড়ানোর মান এখনও পর্যন্ত নীচে। শিক্ষকেরা ঠিকমতো স্কুলে আসছেন কি না, পড়ানো যথাযথ হচ্ছে কি না, স্কুল কমিটিগুলিকে সে-দিকে নজর দিতে হবে।" মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, যে-কোনও মূল্য স্কুলে দুপুরের খাবার দিতে হবে। এই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য আমলাদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, "অন্যথায় (অর্থাৎ মিড-ডে মিল দিতে না-পারলে) স্কুলছুট এড়ানো যাবে না।"

পরীক্ষায় ভাল ফল করতে না-পারা ছেলেমেয়েদের আশার পথ দেখাতে বৃত্তিমুখী শিক্ষার উপযোগিতার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "ফি-বছর এই রাজ্যে কয়েক লক্ষ ছেলেমেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করছে। তাদের সবাই তো আর ভাল ফল করতে পারে না। কিন্তু ওদের উপেক্ষা করলেও চলবে না। বৃত্তিশিক্ষার নানা সুযোগ সৃষ্টি করে প্রচুর ছেলেমেয়েকে ও-দিকে পাঠাতে হবে। এই ব্যাপারে বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহের করার চেষ্টা করছি। অর্থমন্ত্রীও বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হয়েছেন।"

সমবায় দফতরের কাজে বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই কাজে খুশি নই।"

পর্যটনের ক্ষেত্রেও যে খুব একটা কিছু করা হয়নি, এ দিনের সভায় তা খোলাখুলি স্বীকার করে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "দ্বাদশ অর্থ কমিশন সুন্দরবনের জন্য ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কিন্তু আগে ওই সব অঞ্চলের পরিবেশ ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা হবে। তার পরে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে ওখানকার পর্যটনের রূপরেখা তৈরির কথা ভাবব। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় শঙ্করপুরে সমুদ্রসৈকতের উন্নয়ন এবং উত্তরবঙ্গের চা-পর্যটনে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।"

স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা, কৃষি থেকে গ্রামোন্নয়ন, শিল্প থেকে তথ্যপ্রযুক্তি, সমাজকল্যাণ থেকে সেচ— বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি কাজের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করে আমলাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের আরও কাজ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নেবে মহাকরণ। তৃণমূল স্তরে তার যথাযথ রূপায়ণের দায়িত্ব আপনাদের।"

05 DEC 2005 ANANDABAZAR PATRIKA

অম্বাত্তুর খুলবে ছ'মাসে, এক বছরে সাহাগঞ্জ

জেসপ সাক্ষী, চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলছেন রুইয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা: আগামী ছ'মাসের মধ্যেই ডানলপে উৎপাদন শুরু হতে পারে। তামিলনাড়ুর অম্বাত্তুর দিয়েই ডানলপ-যাত্রা শুরু করবেন পবন রুইয়া। আরও ছ'মাস লাগতে পারে সাহাগঞ্জের চাকা ঘুরতে— শনিবার ডানলপে রুইয়া যুগ শুরু হল নতুন চেয়ারম্যানের পেশ করা এই নির্ঘণ্ট দিয়েই।

ডানলপ, ফ্যালকন টায়ার্স ও ইন্ডিয়ান টায়ার অ্যান্ড রাবার— ২০০ কোটি টাকা দিয়ে ছাবরিয়া পরিবারের কাছ থেকে তিনটি সংস্থা কিনে সিঙ্গাপুর থেকে ফিরেছেন ২৪ ঘণ্টাও হয়নি। কিন্তু চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও আইনে স্নাতক ৪৭ বছরের এই উদ্যোগপতির কণ্ঠস্বরে আবেগ অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত। বরং প্রখর ব্যবসায়িক অঙ্কের পরিচয় দিয়ে রুইয়া এ দিন বললেন, "সংস্থা কেনার চেয়ে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ এটি চাঙ্গা করা তোলা। সব পক্ষের সহযোগিতা পেলে তা মোটেই অসম্ভব নয়। জেসপ সাক্ষী।" তবে কোনও গালভরা প্রতিশ্রুতির ঝুড়ি খুলে বসেননি তিনি।

শেয়ার হস্তান্তর বিদেশে হলেও বিআইএফআরের নিয়মনীতি মেনেই ডানলপ খোলা হবে। ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি কাউন্সিল ডানলপ পুনরুজ্জীবনের জন্য ২১০ কোটি টাকার প্রকল্প পেশ করেছে। এ বার তা নিয়ে পবন রুইয়া আলোচনায় বসবেন অপারেটিং এজেন্সি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে। দু'পক্ষ তা চূড়ান্ত করলে বিআইএফআরের মাধ্যমে তা রূপায়ণের জন্য এগোনো হবে।

তবে সাহাগঞ্জ কারখানা চালু করার ক্ষেত্রে ২,৭০০ কর্মীর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনা যে গুরুত্বপূর্ণ, তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন রুইয়া। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা প্রার্থীও তিনি। "এ রাজ্যে এত দ্রুত পটপরিবর্তন হয়েছে যে, শ্রমিক এখন বিনিয়োগকারীর শত্রু নয়, বরং বন্ধু," চ্যালেঞ্জের সামনে রুইয়া অকপট।

রুইয়া এ দিন যা বলেছেন, তা ডানলপের কর্মীকুল তো বটেই, এমনকী রাজ্য সরকারের কানেও মধু ঢেলে দিতে পারে। তাঁর কথায়, "ডানলপের দু'টি কারখানার মধ্যে অম্বাত্তুরে উৎপাদন আগে শুরু হতে পারে।" মাস ছয়েকের মধ্যেই তা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি। "আরও ছ'মাস লাগতে পারে সাহাগঞ্জের চাকা চালু হতে। কারণ, সাহাগঞ্জে উৎপাদন শুরু করার আগে কর্মীদের সঙ্গে চুক্তি করতে হবে। অম্বাত্তুরে আগের কর্তৃপক্ষ চুক্তি করে ফেলেছেন বলেই ওখানে আগে উৎপাদন সম্ভব।"

সাহাগঞ্জে উৎপাদন শুরু হবে শিল্পে ব্যবহৃত রাবার পণ্যের উৎপাদন দিয়ে। এই তালিকায় রয়েছে ফ্যানবেল্ট, ভি-বেল্ট, হোস ইত্যাদি। এ গুলিতে যে লাভের মাত্রা বেশি তাই নয়, উৎপাদন চালু করতেও কম সময় লাগবে। চেন্নাইয়ের কাছে অম্বাত্তুরে টায়ার উৎপাদন শুরু হবে আগে। এই কারখানায় ট্রাক-টায়ার উৎপাদন হয়।

তবে শুধু রাবার টায়ার দিয়ে যে বর্তমান বাজারে বেশি দূর যাওয়া যাবে না, তা-ও মেনে নিয়েছেন নতুন চেয়ারম্যান। বলেছেন রেডিয়াল টায়ারের জন্য নতুন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ প্রয়োজন। অতীতে যে পণ্য এই দুই কারখানায় তৈরি হত, আধুনিকিকরণ হবে সেগুলিতেও।

বিশাল জমি সমেত পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে দু'টি কারখানা। এ রাজ্যেই ২৩৩ একর জুড়ে। কিন্তু রুইয়া মানেন তাঁর সব চেয়ে বড় সম্পদ ডানলপ ব্র্যান্ডটি। নিজের হিসাবেই এর মূল্য অন্তত ৩০০ কোটি টাকা। ফলে তিনটি সংস্থার জন্য ২০০ কোটি টাকা যে বেশ কম মূল্য, তা পরিষ্কার। ডানলপের ৬৮, বাঙ্গালোরের

এর পর একুশের পাতায়

ভোটের মুখে ডানলপ ঘিরে আশার আলো

অভিজিৎ ঘোষাল

২০০১। বিধানসভা নির্বাচনের মুখে কার্যত বন্ধ ডানলপ। শিল্পোন্নত বলে পরিচিত হুগলি জেলার অর্থনীতি ধরাশায়ী। অনটনে ডানলপ শ্রমিকের আত্মহত্যা। প্রতিশ্রুতির ঝুলি নিয়ে হাজির রাজনৈতিক নেতারা। ভোট ফুরোতেই অবশ্য উবে যায় সেই সব আশ্বাস।

২০০৫। আবার সামনে বিধানসভা নির্বাচন। কিন্তু ডানলপ এ বার খোলার পথে। শিল্পবান্ধব মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নীতিতে রাজ্যের পালে বিনিয়োগের হাওয়া। এই আবহেই রয়েছে ডানলপের মতো বন্ধ কারখানা খোলার উদ্যোগ। ছাবরিয়া-গ্লানি ঝেড়ে ফেলে নতুন বিনিয়োগকারীর হাত ধরে ডানলপে যে আবার প্রাণ সঞ্চারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তার গোড়াতে রয়েছে, সেই উদ্যোগপতির কথাতেই 'নতুন পরিবেশের প্রেরণা'। অনেকটা যে-ভরসায় দু'বছর আগে রুগ্‌ণ জেসপ হাতে নিয়েছিলেন পবন রুইয়া।

দক্ষিণ কলকাতার একটি হোটেলে পবন কুমার রুইয়া। — নিজস্ব চিত্র

জেসপ ও ডানলপ। প্রথমটি দেশের প্রাচীনতম ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা। দ্বিতীয়টি প্রথম টায়ার কারখানা। প্রথমটির বয়স ২১৬ বছর। দ্বিতীয়টির ১০৭ বছর।একটি রুগ্‌ণ, অন্যটি বন্ধ। দু'টিরই ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ। দুই কাঁধে এ হেন দু'টি সংস্থার দায়িত্ব নিয়ে ছ'ফুট দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, কপালে তিলক আঁকা ৪৭ বছর বয়সী পবন কুমার রুইয়া যেন নিজের অজান্তেই রাজ্যের 'ম্যানুফ্যাকচারিং' শিল্প পুনরুজ্জীবনের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছেন।

হয়তো বা বিতর্কেরও। দু'বছর আগে তিনি যখন জেসপ কিনেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন এনডিএ জমানায় বিলগ্নিকরণের সব দুর্নীতি ও দুরভিসন্ধির প্রতীক। "জমি বেচার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি জেসপ কিনেছেন," এই ফিসফাস প্রকাশ্য প্রচারে পরিণত হতে বিলম্ব হয়নি। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে দুরভিসন্ধি-অনুসন্ধিৎসুরা তাঁকে নিছক বোকা বলতেও শুরু করেছেন। কারণ, ৬০০ কোটি টাকা দায়ের বোঝা ছাড়াও ডানলপ চালু করা চাট্টিখানি কথা নয়।

তবু এ রাজ্যের চিরাচরিত শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য রুইয়ার কাঁধটিই যেন চওড়া দেখাচ্ছে। গত দু'বছরে একটু একটু করে হলেও জেসপের মেঘ কাটছে। অঙ্ক থেকেই তা পরিষ্কার। ২০০৩ সালে জেসপের পুঞ্জীভূত লোকসান ছিল ১৩৩ কোটি টাকা। ২০০৪-'০৫ সালে সংস্থাটি ৫ কোটি টাকার নিট মুনাফা করেছে। রুইয়ার দাবি, "মার্চের মধ্যে এই সংস্থা বিআইএফআর থেকে বেরিয়ে আসবে।"

রুইয়ার এই আত্মবিশ্বাসে অবশ্যই ইন্ধন জোগাবে শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের কথা। শনিবার তিনি বলেন, "ডানলপ যদি খোলে, এর চেয়ে ভালো কথা আর কী হতে পারে। এ কাজে রুইয়াকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে সরকার।"

তবে সরকারের সহযোগিতা সত্ত্বেও ডানলপের পুনরুজ্জীবনে যে ম্যাজিক দেখানো সম্ভব নয়, রুইয়া নিজেও তা জানেন। দেশের প্রথম টায়ার নির্মাতা হওয়ার দৌলতে ডানলপের প্রযুক্তি পুরোনো। দীর্ঘদিন অব্যবহারের ফলে যন্ত্রের অবস্থাও ঝরঝরে। বস্তুত জমি ও ব্র্যান্ড, ডানলপের সম্পদ বলতে এখন এ দুটোই অবশিষ্ট। সাহাগঞ্জ ও অম্বাত্তুরের কারখানা দু'টি যে প্রায় নতুন করেই গড়ে তুলতে হবে, তাও মানেন রুইয়া। নিজেই বলেন, "ডানলপ খোলা যদি সহজই হত, তা হলে কি

এর পর একুশের পাতায়

ডানলপে আশার আলো

প্রথম পাতার পর

আমি ২০০ কোটি টাকায় তিনটি সংস্থার রাশ পেতাম? বন্ধ রুগ্‌ণ সংস্থাটিকে চাঙ্গা করার দক্ষতা তো এ বার আমাকে দেখাতে হবে।"

তবে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিমণ্ডল যে ডানলপ পুনরুজ্জীবনের জন্য অতীতের যে কোনও সময়ের চেয়ে বেশি অনুকূল, তা মেনে নিয়েছেন রুইয়া। ষাট বা সত্তরের দশকে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন এবং পরবর্তী দু'দশকে তার জেরে এ রাজ্যে বিনিয়োগের জন্য যে-অবস্থা ছিল, এখন তার চেয়ে অনেক অনুকূল।

ফলে সাহাগঞ্জ কারখানা খুলতে শ্রমিকদের সহযোগিতা যে পাবেন, সে বিষয়েও অনেকটা নিশ্চিত তিনি। ফলে অনেক ঝুঁকি সত্ত্বেও রুইয়া যে-দুঃসাহস দেখিয়েছেন, সেই সিদ্ধান্তের পিছনে একটা বড় কারণ রাজ্যের বর্তমান শাসক গোষ্ঠী ও শিল্প পরিবেশের উপর আস্থা। আদতে রাজস্থানের বাসিন্দা হলেও শৈশব থেকে কলকাতার নাগরিক রুইয়া গত চার দশক ধরে এ রাজ্যের বিবর্তন দেখেছেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রাক্তন ছাত্রের ব্যবসায় হাতেখড়ি এই শহরেই। দেশ জুড়ে তিনি পরিচিত হন রাষ্ট্রায়ত্ত জেসপ কেনার পরে।

তার আগে রুইয়া কোটেক্স নামে একটি সুতো থেকে বস্ত্র তৈরি করার সংস্থা চালাতেন তিনি। ফলে শেষ পর্যন্ত ঐতিহ্যশালী এই দুই বৃহৎ সংস্থাকে তিনি চাঙ্গা করে তুলতে পারবেন কি না, সে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

ডানলপের পতন এ রাজ্যে চিরাচরিত শিল্পের অধোগতির পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন। ছাবরিয়া জমানায় সাহাগঞ্জ কারখানা প্রথম বন্ধ হয়েছিল ১৯৯৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। ২০০০ সালের মার্চ মাসে কারখানা আবার চালু হয়। কিন্তু ২০০১ সালের ২০ অগস্ট পাকাপাকি ভাবে তালা পড়ে কারখানায়। ২০০১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ডানলপ প্রচারের বড় বিষয় হয়েছিল। নির্বাচনের মুখে অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত ঘোষণা করেন, কেন্দ্রীয় সরকার যাতে ডানলপ অধিগ্রহণ করে, সে ব্যাপারে সচেষ্ট হবে রাজ্য। ওই ঘোষণাতেই সমাপ্তি হয়েছিল সেই আগ্রহের।

নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, এই নির্বাচনেও আবার প্রচারের হাতিয়ার হবে ডানলপ। এ বার বামফ্রন্টের দাবি হতেই পারে, কানা-খোঁড়া ডানলপকে পাত্রস্থ করেছে তারা। সুপাত্র কি না, সে প্রশ্নের উত্তরের উপরেই নির্ভর করছে মাত্র কয়েক বছর আগেও অনামী এই ব্যক্তির কাঁধে ইতিহাস যে-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে, তা তিনি বহন করতে পারবেন কি না।

জেসপ সাক্ষী, বলছেন রুইয়া

প্রথম পাতার পর

সংস্থা ফ্যালকনের ৭৪.৫ ও সেই শহরেরই ইন্ডিয়ান টায়ার অ্যান্ড রাবারের প্রায় পুরো শেয়ারের জন্য ওই মূল্য দিয়েছেন রুইয়া। ছাবরিয়া পরিবারের এই সব শেয়ার ছিল খাতায় কলমে মরিশাসের সংস্থা ডানলপ রিমস অ্যান্ড হুইলসের কাছে।

এই লেনদেনে তাঁকে অর্থসাহায্য করেছে বিদেশি একাধিক বিনিয়োগকারী। রুইয়া জানিয়েছেন, বছর পাঁচেক পরে এঁরা বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে নেবেন। তবে তিনটি সংস্থার কোনও শেয়ার এই সব সংস্থার কাছে গচ্ছিত নেই, দাবি রুইয়ার।

ডানলপের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি যে একা আশাবাদী নন, তা বোঝাতে রুইয়া জানিয়েছেন, জাপানি বহুজাতিক সুমিতোমো যৌথ সহযোগিতায় নাইলন কর্ড তৈরি করতে ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। প্রসঙ্গত, ভারত বাদে বিশ্বের সর্বত্র ডালনপ ব্র্যান্ডের মালিক সুমিতোমো।

ডানলপের মতো বর্ণিল ও বিতর্কিত ইতিহাস দেশের খুব কম সংস্থারই আছে। ১৮৯৮ সালে মুম্বইতে সাইকেল টায়ার বিপণনের মধ্য দিয়ে ডানলপের ভারত যাত্রা শুরু। ১৯২৮ সালে গঠিত হল ডানলপ ইন্ডিয়া। সেই সংস্থার পরিচালন পর্ষদে অন্যতম সদস্য ছিলেন রমাপ্রসাদ গোয়েন্‌কার পিতামহ বদ্রীদাস গোয়েন্‌কা। ১৯৮৪ সালে ইংলন্ডের সংস্থা ডানলপ রিমস অ্যান্ড হুইলসের হাতে ভারতের ডানলপ ইন্ডিয়ার যে-শেয়ার ছিল, তা কিনে নিয়ে এই সংস্থায় প্রবেশ করলেন মনোহর রাজারাম ছাবরিয়া।

সংস্থার তৎকালীন কর্ণধার রমাপ্রসাদ গোয়েন্‌কার সঙ্গে তীব্র টানাপোড়েনের পরে ১৯৮৮ সালে সংস্থার নিয়ন্ত্রণ পান তিনি। বছর তিনেক আগে ছাবরিয়ার প্রয়াণের পরে তাঁর স্ত্রী ও তিন কন্যাই সংস্থার কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন।

এ বার দেশের প্রথম টায়ার নির্মাতার পুনরুজ্জীবনের দায় পড়ল রুইয়ার কাঁধে। যাঁর অপর কাঁধে ইতিমধ্যেই রয়েছে দেশের প্রাচীনতম ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা জেসপ পুনরুজ্জীবনের ভার।

04 DEC 2005

ANANDABAZAR PATRIKA

পরিষদের সঙ্গে চুক্তিতে ভারসাম্যই লক্ষ্য রাজ্যের

অগ্নি রায় ও শঙ্খদীপ দাস

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর: গোর্খা পার্বত্য পরিষদকে ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় নিয়ে এলেও জেলা প্রশাসনের ক্ষমতার রাশ কিন্তু রাজ্য নিজের হাতে রেখে দিচ্ছে। সরকারের শীর্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, একই ভাবে জেলা পুলিশ সুপারের অফিসও থাকবে পরিষদের এক্তিয়ারের বাইরে। এই শর্তেই স্পষ্ট, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পাচ্ছেন না সুবাস ঘিসিং। তবে রাজ্য এবং ঘিসিং দু'তরফের মন রেখে একটি ভারসাম্যের মাধ্যমে মঙ্গলবার চুক্তিপত্র সাক্ষর হতে চলেছে।

গত কাল রাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রাজনীতি বিষয়ক কমিটিতে স্থির হয়ে গিয়েছে, পরিষদকে ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় আনা হবে। তবে থাকছে কিছু শর্ত। আগামী মঙ্গলবার এ বিষয়ে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হবে কেন্দ্র, রাজ্য এবং পরিষদের মধ্যে। তার পর সংবিধান সংশোধনী বিল আনা হবে সংসদে। কিন্তু গোটা প্রক্রিয়ায় যে দীর্ঘ সময় লাগবে, তার মধ্যে পুরনো নিয়মে ভোট করে নিতে হবে বলে ঘিসিংকে জানাবে কেন্দ্র। ষষ্ঠ তফসিলের বিষয়টি সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাওয়ার পরে নতুন নিয়মে ফের ভোট হবে পাহাড়ে।

শর্তের পাশাপাশি সমঝোতাপত্রে এ-ও বলা থাকবে, জেলাশাসকের অফিস এবং পুলিশ সুপারের অফিসের উপর পরিষদের কর্তৃত্ব থাকবে না। কোন কোন মৌজা পরিষদকে দেওয়া হবে সে ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। পূর্ব চিহ্নিত ১৪ টি মৌজার পাশাপাশি নতুন দুটি মৌজা— সেবক ফরেস্ট এক এবং সেবক ফরেস্ট দুই দেওয়া হবে। সংবিধান সংশোধনের পরে পরিষদে ৩৩ জন সদস্য থাকবেন। এর মধ্যে ৫ জন সরকার মনোনীত সদস্য। বাকি ২৮টি পদে ভোট হবে। তার সংরক্ষিত আসন ১৫ টি।

নভেম্বরেই দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদকে ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় আনা হবে বলে প্রত্যাশা থাকলেও সরকারের মধ্যে এই নিয়ে মতভেদ ছিল। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রকে ক্রমাগত বাম দল এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে মতবিনিময় করতে হয়েছে। সরকারের মধ্যেই একটি গরিষ্ঠ অংশের মত ছিল এখনই ষষ্ঠ তফসিলের স্বীকৃতি না দিয়ে পাহাড়ে একটি মন্ত্রিগোষ্ঠী গঠন করে বিষয়টি আরও কিছু দিন বিবেচনাধীন রাখা। অন্য দিকে সিপিএম তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নেতৃত্বের বক্তব্য ছিল, পাহাড়ের মানুষের হাতে বেশি ক্ষমতা যাক তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু শুধু এক জনকে সন্তুষ্ট করার নীতি যেন না নেওয়া হয়। ফলে কেন্দ্রকে সব দিকই বজায় রাখতে হয়েছে।

0 3 DEC 2005

ANA ... IKA

প্রচ্ছন্ন হুমকি টন্ডনের

বেচাল দেখলে রাজ্যের ভোটেও বিহার-দাওয়াই

নিজস্ব সংবাদদাতা: নির্বাচনে বামফ্রন্টকে জেতানোর ডাক দিয়ে কো-অর্ডিনেশন কমিটির যে-সব সদস্য সভা করেন, তাঁরাই দু'দিন বাদে ভোটকর্মী হিসাবে বুথের দায়িত্বে থাকেন। আবার তৃণমূল কর্মচারী ফেডারেশনের যে-সব নেতা তপসিয়ায় তৃণমূল ভবনে বৈঠক করে ঘোষণা করেন, 'সি পি এম-কে ক্ষমতাচ্যুত করতে যথাসাধ্য করব', তাঁরাও নির্বাচন পরিচালনা করার দায়িত্ব পান। ২৮ বছরের বাম রাজত্বে এই ধারাই চলছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বি বি টন্ডনের হুঁশিয়ারির পরে এ বার কি অবস্থার পরিবর্তন হবে? বৃহস্পতিবার টন্ডনের কলকাতা সফর এই প্রশ্নই তুলে দিল।

এ দিন টন্ডন বলেন, "নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কোনও আধিকারিক বা কর্মীর বিরুদ্ধে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আনুগত্যের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" বিহারে যেমন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে বহু সরকারি আমলাকে ভোটের আগে হয় বদলি করা হয়েছিল অথবা নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এ রাজ্যেও যে প্রয়োজনে সেই দাওয়াই ব্যবহার করা হবে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্যে এমন ইঙ্গিত মিলেছে। ২০০৬ সালের ২৪ মে থেকে ১৩ জুনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ হবে।

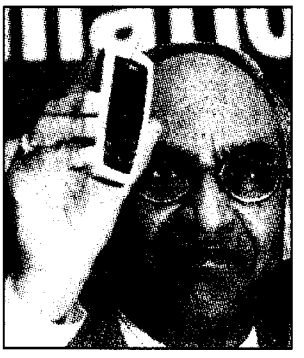

কলকাতায় টন্ডন। — নিজস্ব চিত্র

নির্বাচন কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরে সব সরকারি কর্মীই কমিশনের কর্মী হিসাবে বিবেচিত হন। তা সত্ত্বেও এ রাজ্যে বারবার দেখা যায়, দিন ঘোষণার পরে এক দিন সরকারি কর্মীরা ভোটের প্রশিক্ষণ নিতে যান। আবার পরের দিনই ফিরে এসে যথারীতি তাঁর পছন্দের দলের পক্ষে সভা-সমাবেশে যোগ দেন। এই পরিস্থিতিতে বুথে ভোটের দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মীরা কতটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন, তা নিয়ে বারবার অভিযোগ উঠেছে। যে-হেতু রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যেরাই শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ বুথের দায়িত্বে থাকেন, তাই ভোটে হেরে গেলে তাঁদের বিরুদ্ধে আঙুল তোলে বিরোধী পক্ষ।

বিষয়টি নিয়ে এ দিন তৃণমূল এবং বি জে পি-র নেতারা রাজভবনে টন্ডনের কাছে অভিযোগও জানান। তবে সি পি এমের তরফে কর্মচারী ফেডারেশনের বিরুদ্ধে এমন কোনও অভিযোগ করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। সি পি এমের পক্ষ থেকে রবীন দেব ও মদন ঘোষ কমিশনের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁরা কমিশনকে অনুরোধ করেন, কোনও বুথেরই যেন স্থান পরিবর্তন করা না-হয়। প্রয়োজনে ২০০ গজের মধ্যে থাকা ছোট পার্টি অফিস বন্ধ রাখা হবে। বড় অফিস থাকলে সেখানে পুলিশি পাহারা বসানো হোক।

কিন্তু ভোটকর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন বি জ পি-র রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। অভিযোগের পক্ষে তিনি কাগজপত্রও পেশ করেন। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুকুল রায় এ দিন টন্ডনকে বলেন, নির্বাচনের দিন সরকারি

এর পর সাতের পাতায়

02 DEC 2005

গ্রেট ইস্টার্নের ঐতিহ্যই সুরির মূলধন

নিজস্ব সংবাদদাতা: গ্রেট ইস্টার্নের ১৬৫ বছরের ইতিহাসই হবে রাজ্য সরকারের রুগ্‌ণ হোটেলটির নতুন মালিক ললিত সুরির ব্যবসার তুরুপের তাস। সেই কারণেই তাঁর ভারত হোটেল গোষ্ঠীর তালিকায় তিন নম্বর হেরিটেজ হোটেল কলকাতার গ্রেট ইস্টার্নকে ঢেলে সাজতে সব থেকে বেশি টাকা লগ্নি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সুরি। নীল জলের সুইমিং পুল, হেল্‌থ-স্পা, ঝাঁ-চকচকে শপিং মল— পাঁচতারা হোটেলের অতিথিদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা তাই তাঁর পরিকল্পনায় শুধুই অনুষঙ্গ। গ্রেট ইস্টার্নের ইতিহাসের গন্ধ ও অনুভবই তাঁর বিপণনের মূল চাবিকাঠি। তাই স্মৃতিকে ধরে রেখেই তার নতুন নামকরণ করা হচ্ছে 'গ্র্যান্ড গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল'।

বুধবার মহাকরণে রাজ্য সরকারের হাতে ৫২ কোটি টাকার চেক তুলে দিয়ে সুরি বলেছেন, দু'বছরের মধ্যে হোটেলটিতে ১২০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে আরও বেশি টাকা ঢালতেও আপত্তি নেই তাঁর। এক কোটি টাকা ব্যয় করা হবে 'বেকারি' বিভাগে। কর্মসংস্থান হবে কমপক্ষে ৩০০ লোকের। ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে হোটেলের প্রাথমিক কাজ শুরু করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সুরি।

ললিত সুরি

গ্রেট ইস্টার্নকে নিয়ে সারা দেশে এখন আটটি হোটেলের মালিক ললিত সুরি। শ্রীনগর ও উদয়পুরে ১২৫ ও ৫৫টি ঘর নিয়ে দু'টি 'হেরিটেজ' হোটেল চালান তিনি। সুরি বলেছেন, গত বছর হোটেল চালিয়ে তাঁর গোষ্ঠী ২০৩ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। চলতি আর্থিক বছরে তাঁদের লক্ষ্য কমপক্ষে ৩২০ কোটি টাকার ব্যবসা। তার একটা বড় অংশই আসবে হেরিটেজ হোটেলগুলি থেকে। ২০০৮ সাল থেকে যার ভাগীদার হবে কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন তথা ভারত হোটেল গোষ্ঠীর গ্র্যান্ড গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলও।

সুরি বলেছেন, গ্রেট ইস্টার্ন কেনার পিছনে তাঁর ব্যবসায়িক অঙ্ক তো আছেই। তার পাশাপাশি শতাব্দী-প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী এই হোটেল কেনার ব্যাপারে তাঁর পরিবারেও ছিল সমান উত্তেজনা ও আগ্রহ। তাই গ্রেট ইস্টার্নের মূল্য নির্ধারণের জন্য তিনি যেমন দক্ষ বেসরকারি সংস্থার পরামর্শ নিয়েছিলেন, তেমনই কেনার সময় রাজ্য সরকারকে দর দিয়েছেন যথেষ্ট অঙ্ক কষে। তিনি বলেন, "গ্রেট ইস্টার্ন ঠিক পদ্ধতিতে চালানো হয়নি। আমি ব্যবসায়ী। সম্ভাবনা আছে বলেই আমি হোটেলটি কিনে টাকা ঢালার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। লাভজনক সংস্থা হিসাবেই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলকে নতুন পরিচয়ে ফিরিয়ে দিতে চাই আমি।"

এ দিন সকালে মহাকরণে যাওয়ার আগে সুরি প্রথমেই তাঁর দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে গ্রেট ইস্টার্ন দেখতে যান। তখন হোটেলের সামনে কর্মীদের পাওনা নিয়ে বিক্ষোভ চলছিল। ভিতরে ঢুকে গ্রেট ইস্টার্নের বেহাল দশা দেখে সুরির পরিবার হতাশ হলেও ঐতিহাসিক বাড়িটি অবশেষে কিনতে পেরে তাঁরা খুশি। তার পরেই সুরি সপরিবার বৈঠকে বসেন রাজ্যের শিল্প পুনরুজ্জীবন দফতরের সচিব অর্ধেন্দু সেনের সঙ্গে। বৈঠকের পরে সুরির পক্ষ থেকে গ্রেট ইস্টার্নের ৯০ শতাংশ মালিকানা বাবদ অর্ধেন্দুবাবুর হাতে ৫২ কোটি টাকার চেক

এর পর ছয়ের পাতায়

● স্ত্রী-মেয়েদের প্রেরণাতেই লগ্নি ● নতুন দিনের অপেক্ষায়...পৃঃ ৬

ঐতিহ্যই মূলধন সুরির

প্রথম পাতার পর

তুলে দেওয়া হয়। বিকেলে সুরি দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পদ্ধতিগত কিছু কাজ বাকি আছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যেই গ্রেট ইস্টার্নের কর্মীদের সব টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সুরি জানান, কাজ শুরুর প্রথম এক বছরের মধ্যে তিনি হোটেলের অন্তত একটি অংশ চালু করে দিতে চান। তবে ঠিক কোন অংশটি চালু করা হবে, সেই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি সুরি। তবে তিনি বলেন, হোটেলটি সম্পূর্ণ চালু হতে দু'বছর সময় লাগবে। গ্রেট ইস্টার্নের ভাড়াটিয়া ও হোটেলের নীচের দোকান-মালিকদের সম্পর্কে সুরির মন্তব্য খুব পরিষ্কার। আলোচনায় পথ না-খুললে তিনি আইনি পথেই হাঁটবেন।

'হেরিটেজ' ভবন বলেই গ্রেট ইস্টার্নের বাইরের কাঠামোর কোনও পরিবর্তন হবে না। সুরি প্রথমেই হোটেলের অন্দরমহলের পরিকাঠামো ঢেলে সাজতে চান। গ্রেট ইস্টার্নে ২১৩টি ঘর আছে। নতুন নকশা তৈরি হয়ে গেলে ঘরের সংখ্যাও বাড়তে পারে। সুরি বলেন, আগামী এক মাসের মধ্যে পরামর্শদাতা সংস্থা ও স্থপতি নিয়োগ করা হবে। তাঁরা গ্রেট ইস্টার্নের নতুন নকশা তৈরি করবেন। নিয়োগ করা হবে পেশাদার ও দক্ষ এমন এক সংস্থাকে, যারা যোগ্য কর্মীদের নিয়োগ করবে। সেই দৌড়ে গ্রেট ইস্টার্নের কোনও কর্মী নম্বর বেশি পেলে তাঁকেও নিয়োগ করা হতে পারে বলে জানান সুরি। তবে এই সব ব্যাপারে তিনি নিজে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। তাঁর হয়ে যা করার করবে বেসরকারি সংস্থাই।

হোটেলের নতুন যে-পরিচালন পর্ষদ তৈরি করা হয়েছে, তাতে সুরির পরিবারের চার জন ছাড়াও বাইরের দু'জন আছেন। ১০ শতাংশ মালিকানা যে-হেতু রাজ্য সরকারের হাতে রয়েছে, তাই সরকারের পক্ষ থেকেও এক জন প্রতিনিধি তিন বছরের জন্য পর্ষদে থাকছেন। তার পরে সুরির গোষ্ঠী অবশ্য রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সেই অংশটুকুও কিনে নেবে।

0 1 DEC 2005

৮ তারিখ পর্যন্ত আবার জেলে অধীর, শান্তই রইল বহরমপুর

সঞ্জয় সিংহ ও অনল আবেদিন

বহরমপুর: জামিন নাকচ হয়ে গেল ধৃত কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীর। আগামী ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ৮ তারিখ তাঁকে আবার আদালতে হাজির করানো হবে।

অধীরকে আদালতে হাজির করানো নিয়ে বহরমপুরে প্রদেশ কংগ্রেসের একাংশের আইন অমান্য অভিযান, কংগ্রেস সমর্থকদের উত্তেজনা এবং আমজনতার আশঙ্কার ত্র্যহস্পর্শে সতর্ক পুলিশ সোমবার বহরমপুর শহরকে কার্যত দুর্গ বানিয়ে ফেলেছিল। সাধারণত প্রাধানমন্ত্রী বা অন্য রাষ্ট্রপ্রধান এলে যে সতর্কতা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এ দিন তা-ই দেখেছে বহরমপুর। তবে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কলকাতা-সহ রাজ্যের কয়েকটি প্রান্ত থেকে যাওয়া কংগ্রেসের নেতারাও আইন অমান্যের পথে না-গিয়ে জনসভা করেই বিক্ষোভ জানান।

আদালতে এ দিন নিজের জামিনের সওয়াল নিজেই করেন অধীর। বহরমপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আইনজীবীদের কর্মবিরতি চলায় কেউ তাঁর হয়ে দাঁড়াননি। কলকাতা থেকে যে আইনজীবীরা গিয়েছিলেন, বহরমপুরের আইনজীবীরা তাঁদেরও দাঁড়াতে বারণ করেন। ফলে, কংগ্রেস সাংসদ নিজেই নিজের হয়ে সওয়াল করেন আদালতে। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ধরে সওয়াল জবাব চলে। আদালত চত্বরে ঢোকা এবং বেরনোর সময় 'বন্দেমাতরম' স্লোগান তোলেন অধীর। আদালত চত্বরে ব্যাপক কড়াকড়ি ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি সিদ্দিকা বেগম-সহ অনেক কংগ্রেস নেতাকেই আদালতে ঢুকতে দেয়নি পুলিশ। এ দিন বহরমপুর সিজেএম অশোককুমার করকে জনযুদ্ধের নামে হুমকি চিঠি দেওয়া হয়। এ দিন অধীরকে জামিন না-দেওয়া হলে তাঁকে খুন করা হবে বলে ওই চিঠিতে হুমকি দেওয়া হয়েছে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের দায়ের করা মানহানির মামলার সমন বহরমপুরের সিজেএমের কাছে পৌঁছেছে। জেলে অধীরের কাছে ওই সমন পৌঁছে দেওয়া হবে।

অধীরকে আদালতে হাজির করানোর সময়েই বহরমপুর শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করেছিল প্রদেশ কংগ্রেস। প্রদেশ সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় নির্দেশ দিলেও তাঁর নির্দেশ অমান্য করে অনেক বিধায়ক ও নেতাই এ দিন সেখানে হাজির ছিলেন না। সোমেন মিত্র, প্রদীপ ভট্টাচার্যদের দেখা যায়নি। তাঁদের অনুগামী বিধায়ক ও বিভিন্ন জেলা কংগ্রেস সভাপতিরাও ছিলেন গরহাজির। তার উপরে পুলিশের কড়াকড়ি। তবুও ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সোমবার প্রায় চার ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে দেন মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া, মালদহের সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরা। তাঁদের দেখেই 'অনুপ্রাণিত' কলকাতা থেকে আসা সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল মান্নানেরা। সুব্রতবাবু প্রকাশ্যেই বলে ফেলেন, "মরে যাওয়া কংগ্রেসকে তো এঁরাই নতুন জীবন দিলেন!"

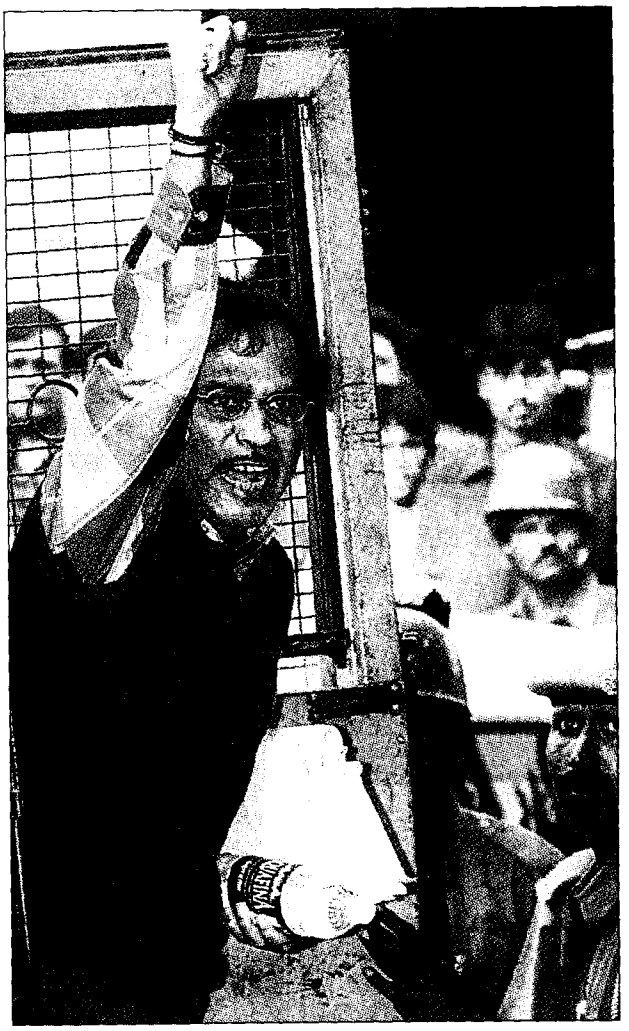

বন্দেমাতরম স্লোগান দিয়ে আদালতে অধীর। — অশোক মজুমদার

গত এক বছর ধরে অধীর চৌধুরী-অতীশ সিংহের কোঁদলে কংগ্রেস কার্যত দুই শিবিরে বিভক্ত। সেই বিভেদ দূর করতে হিমশিম খাচ্ছেন প্রণববাবু। অধীরের গ্রেফতারের প্রতিবাদে দুই শিবিরের নেতারাই আলাদা আলাদা আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে চলছেন। এ দিন বহরমপুরে জাতীয় সড়কের উপরে চুঁয়াপুর, উত্তরপাড়া ও পঞ্চাননতলায় বিক্ষোভ কর্মসূচির মূলে ছিলেন সুব্রতবাবুরা। তাই সোমেনবাবুর লোকজনেরা অনেকেই সন্তর্পণে এই কর্মসূচি এড়িয়ে গিয়েছেন।

তবে ছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির ঘনিষ্ঠ রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি অমিতাভ চক্রবর্তী। প্রণববাবুর নির্দেশে ছাত্র পরিষদের সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী ও মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যরা আসতে বাধ্য হয়েছিলেন বহরমপুরে। কিন্তু গাড়ুলিয়া পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার তাপস চৌধুরী, নদিয়ার কালিগঞ্জের মহম্মদ আনারুল বা হরিহরপাড়ার সুফল, রাজা, গিয়াস, রিঙ্কুর মতো সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরা এসেছিলেন কোনও নেতার নির্দেশে নয়। তাঁদের কথায়, "দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। এত দিনে রাস্তায় নামার মতো একটা

এর পর ছয়ের পাতায়

অধীর জেলেই

প্রথম পাতার পর

আন্দোলন পেয়েছি। এ সুযোগ কি ছাড়া যায়?" আন্দোলনে থাকলেই যে রাজ্যে গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বে দীর্ণ 'মৃতপ্রায়' কংগ্রেসকে সাংগঠনিক ভাবে বাঁচানো সম্ভব, তা কবুল করেছেন সুব্রতবাবুরা। অধীরের গ্রেফতারির প্রতিবাদ উপলক্ষ মাত্র জানিয়ে সুব্রতবাবু বলেন, "মমতারা বেরিয়ে যাওয়ার পরে কংগ্রেসের হাল খারাপ হয়েছিল। সাড়া জাগানো আন্দোলনও ছিল না।" তিনি জানান, অধীর-কাণ্ডকে সামনে রেখেই তাঁরা যে এখন ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি নিচ্ছেন। রবিবার প্রদেশ কর্মসমিতির বৈঠকে এই কর্মসূচি ঘোষণা করার কথা ছিল প্রণববাবুর। নেতাদের কাজিয়ায় তা হয়ে ওঠেনি।

এ দিনও অতীশবাবুদের নাম না করে আব্দুল মান্নান, নির্বেদ রায় জনতাকে বলেছেন, "সিপিএমের তাঁবেদারদের হাত থেকে কংগ্রেসের ঝাণ্ডা আপনারা কেড়ে নিন!" জনতা অবশ্য মান্নানদের এই আবেদনে যত বেশি আপ্লুত, তার চেয়েও বেশি স্বস্তিতে মালদহের সাবিত্রী মিত্র, গনি খানের ভাই বিধায়ক আবু হাসেম খান চৌধুরী বা গার্ডেনরিচের রাম পিয়ারি রামের কথায়। যাঁরা বলেছেন, "সি পি এমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের এক হয়ে লড়াই করতেই হবে।"

29 NOV 2006

ANADABAZAR PATRIKA

Bihar model for Bengal elections

HT Correspondent
Kolkata, November 24

IT MAY not be a personal victory, but Mamata Banerjee has reason to smile. Two days after she demanded that the Election Commission stick to the 'Bihar model' in Bengal, the poll panel decided on Thursday that it would indeed put to use the "lessons learnt" in Bihar when it conducts polls in Bengal, Assam, Tamil Nadu, Kerala and Pondicherry in 2006.

An interactive workshop on "Lessons Learnt" will be held in Bengal with poll personnel sharing their Bihar experiences. The problems, the measures and finally the prescriptions will be analysed alongside the problems that have traditionally marked elections in Bengal.

Prescription

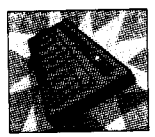

- Interactive session with state EC personnel on lessons from Bihar in the context of Bengal
- Both-level visits by central teams for feedback from state personnel
- Supervision of poll roll revision
- Letters to voters whose names have been deleted to ascertain their status

Earlier, instead of considering feedbacks from the states, the EC used to take its own centralised decision and pass it down to the states. This proposed arrangement at the state level of the EC will be something new.

Bengal's chief electoral officer, Debasish Sen, was evasive on implementing the Bihar model. He conceded, however, that the Bihar experience would come in handy in the context of some generalised, common and specific problems.

Five supervising teams will arrive on Friday. They will fan out across the districts and check the progress of the summary revision of electoral rolls. Similar supervising teams had been sent to Bihar. The teams will visit each booth and watch over the revision work.

The EC has adopted a new method for deleting names. Though parties have been asked to prepare lists, the EC will enquire into each case of deletion and even send notifications to individuals.

The CPI(M), which has been vocal against any "spacing out" of the poll as done in Bihar to allow heavy deployment of security personnel, put up a brave front. Left Front chief whip Rabin Deb said: "Those who think the Bihar model will help them defeat us in Bengal are living in a fool's paradise. The model had been implemented during the Asansol by-election — only giving us an improved margin. Even during T.N. Seshan's time, we had won the Serampore and Sandeshkhali bypolls with increased margins."

During the last Lok Sabha polls, Left Front chairman Biman Bose had said observers would be held by the collar and shown the way if they overdid things. Perhaps, the EC has not forgotten this.

Adhir arrest kicks up storm

Debasis Sarkar
SILIGURI 20 NOVEMBER

IT seems the vortex that began on Saturday with the arrest of Congress MP Adhir Choudhury, the blue-eyed boy of Pranab Mukherjee and Priya Ranjan Das Munshi, is rolling over a fathoms-deep political focal point. It is going to take long to get settled.

Though the MP was granted bail in the case relating to an attempt to murder and rioting, one of the two main pertaining cases, he was taken into jail custody till the 28th of this month, as his bail petition on the second case relating to the murder of Hanif Sk and Laltu Sk was rejected.

During the proceedings, Prasant Saha, additional public prosecutor pleaded on behalf of the government to have more time to gather all requisite papers. On the other hand, the team of advocates of Choudhury labelled the 'confessional statement,' made by earlier arrested Mukhtar Sk in connection to the twin murder case as 'influenced,' 'doctored' and 'motivated.' The arrest warrant against Choudhury was issued mainly based upon the confessional statement.

Under the unprecedented security arrangements on Sunday, the only statement that media could have directly from Choudhury was his allegation of 'improper' treatment by the state police. "I was not allowed to even have newspapers or to talk to my relatives," he said. However, the arrest of Choudhury immediately after the resignation and surrender of Left Front minister Narayan Biswas wanted on a 22-year old case, clearly posseses a big political implication.

The ongoing initiative of a section of Congress senior leaders having Choudhury in the forefront, to develop an in-party pressure group for the formation of unofficial alliance with the Trinamul Congress for next year's Assembly election, was something but too unpalatable for the state Left Front.

While Mamata wave made things difficult for Congress in south Bengal, CPIM had to loose parliamentary and Zilla Parishad seats in Murshidabad due to Adhir. Eventually, Left Front became adamant to stop the possible handshaking of Mamata and Adhir that could develop an anti-left synergy of two strong forces. The situation prompted the Lefts to lubricate government machineries to get Choudhury behind the bars fast.

The Economic Times 21 NOV 2005

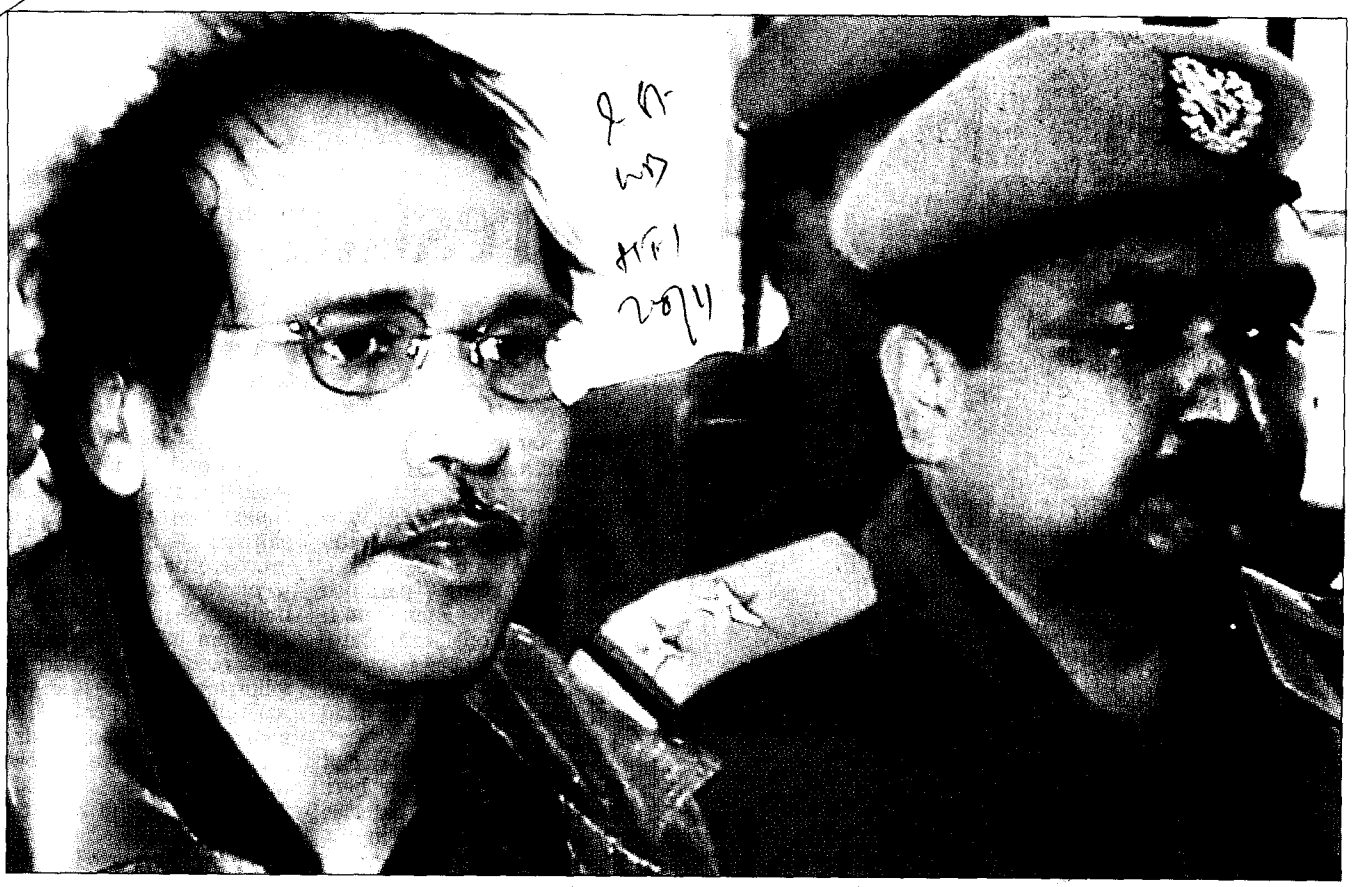

PTI

Adhir Chowdhury being escorted to the police station after his arrest in New Delhi on Saturday by a joint team of Delhi and Bengal cops.

ADHIR NABBED

State Congress chalks out protest strategy

HT Correspondents
Kolkata/New Delhi/Berhampore, November 19

A MONTH after a Murshidabad court issued non-bailable warrants against him and his wife Arpita in connection with the murders of a hotel-owner and his son on July 24, Congress MP from Berhampore Adhir Chowdhury was arrested on Saturday by a joint team of Bengal and Delhi Police personnel from his South Avenue residence in the capital.

Taken first to the Chanakyapuri police station and produced then in a local court for transit remand, the MP was brought later to Kolkata by an evening flight and taken to Murshidabad by road to be produced in the local court by Sunday morning.

When the police picked him up, Chowdhury vehemently denied any involvement in the twin murders and stressed that he had been away in Delhi on the day. Even after chief judicial magistrate of Murshidabad A.K. Pal had issued the warrant against him, Chowdhury refused to surrender, stayed on in Delhi and dared the Bengal police to arrest him. The case against him was a plot hatched by the CPI(M) in connivance with a pliant state police to counter his party's surging popularity in the district, he said.

Information and broadcasting minister Priya Ranjan Das Munshi, who travelled to Kolkata by the same flight with Chowdhury, said the MP's arrest was a "conspiracy" and a "heinous crime" by the ruling party against the Congress.

Pradip Bhattacharya, acting president of the state Congress, who had already spoken to Pranab Mukherjee, was equally supportive. "There is a political motive behind Adhir's arrest. We will fight the conspirators politically," he said.

LAW CATCHES UP WITH LAWMAKER

Meanwhile, when news of Chowdhury's arrest reached Murshidabad, Congress leaders made a beeline for the party office and held an emergency meeting. Outside, party workers took out processions, replicated across the district, and demanded immediate release of the MP, saying he had been falsely implicated in the case.

Throughout the day, slogan-shouting Congressmen blocked district roads and NH 34. They also disrupted train services. The party's district unit called a 12-hour Murshidabad bandh on Sunday and began preparations for protest marches during the bandh.

The leaders also urged their counterparts in the adjoining districts of Nadia, Birbhum and Malda to organise similar demonstrations and rallies to protest the "conspiracy" against Chowdhury. The police on their part began making special arrangements so that there is no breach of peace when the MP is produced in court on Sunday morning.

The CPI(M) denied any role, let alone any conspiracy, in Chowdhury's arrest. The MP had been arrested on criminal, not political, charges, it said. "It has got nothing to do with politics," CPI(M) state secretary Anil Biswas said in response to Congress allegations that his party had influenced the state police to frame false charges against the MP.

See also Kolkata Live, p4

THE HINDUSTAN TIMES 20 NOV 2005

CONG MP TO PAY RS 52 CR FOR 90% STAKE

Great Eastern sold to Suri

Statesman News Service

Deal dossier

- Reserve price for 90 per cent stake Rs 27.40 crore
- Handover in November
- Another Rs 120 crore promised by buyer for face-lift

KOLKATA, Nov. 16. — After two decades and much hassle, Great Eastern Hotel, a city landmark, has been sold to a private player, Bharat Hotels Limited, owned by controversial hotelier and Congress Rajya Sabha member, Mr Lalit Suri.

The cabinet standing committee on industry today held a meeting on both the technical and financial bids submitted by three bidders — Swedish hotel chain Ramuk Scan AB, Unitech Universal Ltd, run by the Radisson hotels group, and Bharat Hotels Ltd.

"We have decided to hand over Great Eastern Hotel to Bharat Hotels Ltd within November as they have quoted Rs 52 crore, the highest bid for 90 per cent stake in the hotel," said Mr Nirupam Sen, state minister for industrial reconstruction and public enterprises and commerce and industries.

The chief minister said this would send a positive message to investors and added that the deal was transparent.

Asked why the hotel was handed over to someone with a tainted past, Mr Sen said: "We are not concerned about the person.

"We have considered the performance of a registered company, its turnover, capability to run the hotel and debt equity ratio."

He said PricewaterhouseCoopers was engaged to study the technical bid submitted by the three bidders. The reserve price for 90 per cent stake was Rs 27.40 crore and Bharat Hotels had quoted a price well above it. "They will pump in another Rs 120 crore for modernisation and giving the hotel a new look."

The state government has reserved 10 per cent stake for itself. A senior official will represent the government on the board of directors and see that the facade of the building is not changed as it is a hotel with heritage status. The name should not be changed and the hotel stake cannot be transferred for a period of at least three years, Mr Sen added.

He said the employees would get their salaries till November and get all their dues by the first week of December.

In the late 1980s, transport minister Mr Subhas Chakraborty, who then held the tourism portfolio, first mooted the idea to sell the hotel to a French hotel chain — Accord Asia Pacific. But owing to stiff resistance from Citu and Intuc, he had to give up the idea.

When Mr Manab Mukherjee became the tourism minister, he too tried to sell the hotel, but private players showed no interest thanks to vehement opposition from the unions.

Mr Dinesh Dakua, the present tourism minister, went on record saying the state could not afford to spend about Rs 35 lakh a month on salaries of the 400-odd hotel employees.

Later, the task of privatising the hotel fell on Mr Nirupam Sen.

THE STATESMAN 17 NOV 2005

মনমোহনের নরম সুরে ক্ষুব্ধ সিপিএম

অনুপ্রবেশের বহরে উদ্বেগ মুখ্যমন্ত্রীর

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

১৬ নভেম্বর: রাজ্যে আর্থিক সংস্কার এবং বিনিয়োগের প্রশ্নে মনমোহন সিংহের সঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের যত মতের মিলই থাক, অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে দু'জনের মনোভাব তেমন মসৃণ ভাবে মিলছে না।

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় যে-ভাবে বাংলাদেশ থেকে জঙ্গি অনুপ্রবেশ হয়ে চলেছে, তা মোকাবিলার জন্য মনমোহন সিংহের সরকারকে আরও কঠোর হতে বলছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দল। সদ্যসমাপ্ত সার্ক সম্মেলনে ঢাকায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রী অনুপ্রবেশের প্রশ্নে বাংলাদেশের খালেদা জিয়া সরকারকে সতর্ক করেছেন ঠিকই। কিন্তু এত নরম সুরে কথা বলে এমন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান মেলা কঠিন বলেই মনে করছে সিপিএম।

সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির সাম্প্রতিকতম রিপোর্ট পেয়ে যারপরনাই উদ্বিগ্ন। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহকে বারবার বলা সত্ত্বেও সে-ভাবে কোনও কঠোর ব্যবস্থা এখনও নেওয়া হয়নি বলে মনে করছেন সিপিএম নেতৃত্ব। তাঁদের বক্তব্য, কঠোর ব্যবস্থা না-নিয়ে শুধু মুখের কথায় আর চিঁড়ে ভিজবে না।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিছু দিন আগে দিল্লি এসে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুপ্রবেশের ব্যাপারে গোয়েন্দা-তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি একটি রিপোর্ট জমা দেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারও প্রধানমন্ত্রীকে একটি মানচিত্র জমা দেন, যাতে বাংলাদেশের মাটিতে কোথায় কোথায় এখন জঙ্গি শিবির আছে, তার যাবতীয় তথ্য আছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল গোপাল গাঁধীও এই মর্মে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন কেন্দ্রের কাছে।

সিপিএম নেতৃত্ব মনে করছেন, পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের দলই ক্ষমতায় ফিরবে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অনুপ্রবেশের ফলে জনচরিত্রের বদল হয়ে যাচ্ছে। সীমান্তে প্রচুর বেআইনি মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র এবং জঙ্গিরা ঢুকছে। জাল নোট তৈরির চক্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বুদ্ধবাবু বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেও তিনি এই সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এই পরিস্থিতির যদি কোনও বদল না-হয়, তবে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ এক ভয়াবহ বারুদের স্তূপে পরিণত হতে পারে।

বুদ্ধবাবু সিপিএম পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে 'ইসলামি সন্ত্রাসের' বিষয়ে প্রচুর তথ্য জানান। বাংলাদেশকে একটা 'বাফার' দেশে পরিণত করে কী ভাবে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই ভারত-বিরোধী অভিযান চালাচ্ছে, রাজ্য সরকারের কাছে তার বহু তথ্য আছে। রাজ্য সরকার জানতে পেরেছে:

- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ জঙ্গি সংগঠন

এর পর ছয়ের পাতায়

বুদ্ধও দুষলেন সেই ইসলামি মৌলবাদীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা: ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদীরা, বিশেষত ইসলামি মৌলবাদীরা পশ্চিমবঙ্গে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এ বার আর কোনও রাখঢাক করে নয়, খোলাখুলি। তা-ও একেবারে সি আই ডি-র শতবর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠানে।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ইসলামি মৌলবাদীরা আমাদের রাজ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। জঙ্গি সংগঠনগুলি ধর্মের নামে এই রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে।" এবং রাজ্য পুলিশের অপরাধ দমন বিভাগ হিসাবে সি আই ডি-কে সেটা মাথায় রেখেই যে কাজ করতে হবে, তা পরিষ্কার করে দেন বুদ্ধবাবু।

জইশ-ই-মহম্মদের মতো জঙ্গি সংগঠনের ঘনিষ্ঠ ও তাদের আড়কাঠি, বসিরহাটের আব্দুল বাকি মণ্ডলের কার্যকলাপের কথা রাজ্য পুলিশ, সি আই ডি বা আই বি কারও জানা ছিল না। দিল্লি পুলিশ না-জানালে হয়তো জানাই যেত না। সম্প্রতি ওই যুবকের গ্রেফতারির ঠিক পরেই মুখ্যমন্ত্রীর এ দিনের বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। জঙ্গিদের ঘাঁটি গাড়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাম আগে বহু বার উল্লেখ করলেও জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবন প্রেক্ষাগৃহের ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ভিন্ রাজ্য, এমনকী ভিন্ দেশ থেকেও অপরাধীরা এ দেশে অশান্তি সৃষ্টির করার জন্য কার্যকলাপ চালাচ্ছে।"

'একুশ শতকে সংগঠিত অপরাধের চ্যালেঞ্জ'— এই বিষয়ে এ দিন আলোচনাসভারও আয়োজন করেছিল সি আই ডি। তার আগে সংগঠিত অপরাধ দমনে সি আই ডি-র কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রসচিব প্রসাদ রায়, রাজ্য পুলিশের ডি জি সুভাষচন্দ্র অবস্থি, সি আই ডি-র এ ডি জি এস রামকৃষ্ণন-সহ প্রত্যেকেই সন্ত্রাসবাদ, ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ, আই এস আই ইত্যাদির উপরে গুরুত্ব দেন। বুদ্ধবাবু বাংলাদেশ শব্দটি উল্লেখ না-করলেও ডি জি জানান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কও সি আই ডি-র কাজের ক্ষেত্রে নির্ধারক হয়ে উঠেছে। সি আই ডি-র সাফল্যের খতিয়ান দিতে গিয়েও সুভাষবাবু জাল নোট-চক্রে পাক ও বাংলাদেশি নাগরিকদের জড়িত থাকা এবং তাদের গ্রেফতারের কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি।

অস্ত্র ও মাদক পাচারের মতো অপরাধের উপরেও সি আই ডি-কে বিশেষ নজর দিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, এর সঙ্গে জঙ্গি কার্যকলাপের সম্পর্ক আছে। বুদ্ধবাবুর কথায়, "অস্ত্র ও মাদক ব্যবসা থেকে অর্থসাহায্যে পুষ্ট হচ্ছে নকশাল-সহ সব জঙ্গি গোষ্ঠী। এটা সংগঠিত অপরাধের নতুন দিক।"

সংগঠিত অপরাধের আর একটি নতুন দিক, অর্থনৈতিক অপরাধে সমাজের উচ্চ কোটির লোক, এমনকী নেতারাও যে জড়িত, মুখ্যমন্ত্রী এ দিন তা জানিয়ে দেন। সেই সঙ্গে একটি গুরুতর অপরাধ তথা সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যর্থতার কথাও ঠারেঠোরে স্বীকার করে নিয়েছেন বুদ্ধবাবু। সেই সমস্যাটি হল নারী পাচার। তিনি বলেন, "নারী পাচারের সমস্যাটি দুষ্টচক্রের মতো। যার মূলে আছে দারিদ্র।

এর পর ছয়ের পাতায়

ANANDABAZAR PATRIKA 17 NOV 2005

অনুপ্রবেশে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশের মদত পাচ্ছে। ● এই জঙ্গি সংগঠনগুলির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলছে আই এস আই। ● কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গ প্রায় আই এস আই-এর স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে।

বাজপেয়ী জমানায় যখন লালকৃষ্ণ আডবাণী উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখনও বুদ্ধবাবু বারবার এই সমস্যার কথা বলেছেন। বাজপেয়ীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ব্রজেশ মিশ্র ঢাকায় গিয়েওছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী নরম সুরই নেন।

মনমোহন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে জে এন দীক্ষিত জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসাবে কঠোর মনোভাব নেন। বাংলাদেশে জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করার নীল নকশা তৈরি হয়, যেমনটি এর আগে হয় ভুটানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনমোহন কূটনৈতিক চাপে তা হতে দেননি।

এ বার সার্ক সম্মেলন বয়কট করার প্রস্তাবও ছিল। কিন্তু মনমোহন রাজি হননি। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা শুরু হয়েছে আবার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার বিপক্ষে না-হলেও জঙ্গি দমনে খড়্গহস্ত হওয়ার পক্ষে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনও রাজ্য সরকার একতরফা কিছু করতে পারে না। প্রয়োজন হয় কেন্দ্রের সক্রিয় ভূমিকার। এক বার অসম সীমান্তে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ জঙ্গি নির্মূল অভিযান চালায় অসম পুলিশের সঙ্গে। সেই রকম কঠোর ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য মনমোহনকে চাপ দিচ্ছে সিপিএম। ডিসেম্বরে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক হলে বিষয়টি নিয়ে ফের আলোচনা হতে পারে।

মুম্বই বিস্ফোরণের ('৯৩) পরে পশ্চিম উপকূলবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা বেড়ে গিয়েছিল। ক্ষেত্র বদল করে আই এস আই পূর্ব উপকূলের দিকে চলে যায়। বাংলাদেশকে ১২ বছর ধরে ব্যবহার করে এ দেশে জঙ্গি কার্যকলাপ বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু যতটা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাগ্রহণ প্রয়োজন ছিল, তা হয়নি বলে মনে করছে সিপিএম। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে বিজেপি-র কায়দায় 'বাংলাদেশি হটাও' গোছের প্রচার অভিযান শুরু করা দলের পক্ষে কঠিন বলে অনেকে মনে করেন ঠিকই। কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলাদেশ সম্পর্কে কঠোর মনোভাব নেওয়ার পক্ষে প্রকাশ কারাট-বুদ্ধদেব দু'জনেই।

বুদ্ধও দুষলেন

প্রথম পাতার পর

এই রাজ্যের গ্রামে গ্রামে, এমনকী শহরেও বাল্যবিবাহ হচ্ছে। গরিব মানুষ বিবাহের নামে তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যাকে আসলে বিক্রি করে দিচ্ছেন। তা ছাড়া, পণ না-দেওয়ায় স্বামী-পরিত্যক্তা মহিলা যৌনকর্মীতে পরিণত হচ্ছেন। নারী পাচারের সমস্যাটি সি আই ডি-কে এর মূলে গিয়ে দেখতে হবে।"

সংগঠিত অপরাধ দমনের জন্য সি আই ডি-র হাতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, বিশেষ করে উন্নত মানের ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি এবং অত্যাধুনিক সরঞ্জাম না-থাকার বিষয়টিও অস্বীকার করেননি বুদ্ধবাবু। এ দিন তিনি সি আই ডি-র ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন।

ANA... 17 NOV 2005

We cannot accept globalisation at the cost of our self-reliance: Buddhadeb

Last week **Buddhadeb Bhattacharjee** stepped into his sixth year as Chief Minister of West Bengal. He has successfully met two Assembly elections and will face another election next year. In an interview, the veteran leader of the Communist Party of India (Marxist) says "it's time now to change our mindset." Excerpts:

Marcus Dam

West Bengal seems to be on a new course under your stewardship. You are largely believed to have given the much-needed thrust to industry in a bid to take the economy forward. What sort of targets have you set yourself in his direction?

We need more Foreign Direct Investment in the State. The figure has kept growing over the past few years but is still only between 12 to 15 per cent of the total investments made ... not more than 15 per cent. Investments are coming in, being made by the Americans, Japanese, Chinese, Indonesians. But we will have to perform in order to be able to attract more FDI in industry and infrastructure.

As for domestic investment the situation is changing for the better. The Tatas, Ambanis and Hindujas are coming, particularly in the four sectors of iron and steel, petrochemicals, information technology, and agro-business. Investors, both in the country and overseas, now consider West Bengal a suitable destination.

It has, however, been a late start, would you not think?

We did commit certain wrong things in the past. There were investors really afraid of trade unions here. But things have changed. The word "gherao" is our contribution to the Oxford dictionary. [laughs]. I am in constant touch with our senior trade union leaders and keep telling them that it is now a different situation.

On one side trade unions have a right to carry out trade union activity. We don't want slave-labour, policies like hire and fire. Ours is a Government with its responsibilities towards the poor. But at the same time I tell [trade union leaders] they must behave. If you do not behave companies will close, you will lose your jobs.

The quality of production is not only the headache of the management. I am trying to send this message across, at all levels.

Have you been successful?

Not totally, but things are changing. We still have some problems in certain trade unions. Recently, some unfortunate things happened that concerned the IT sector [probandh supporters preventing IT employees from going to work on September 29, the day the Left trade unions had called a nationwide strike]. But I have subsequently assured the IT sector authorities that no outsider will be allowed to create any disturbances within the sector.

Trade unions, the Government and the Party should move together, otherwise it will be very difficult.

Can one assume you are getting adequate support from your party [Communist Party of India (Marxist)] in this regard?

As far as the party's State Committee is concerned I'm getting all help. There may be some differences in certain areas regarding trade unions in the IT sector, whether the sector should be treated as any other industry. Then there are questions over the proposed special economic zone in the State. There are certain differences but I do not think they pose any major problem.

Everyone understands what is what. It's time to change our mind-set.

Unlike your senior colleagues in the party's highest echelons you, as Chief Minister, need to address a separate set of compulsions – those of governance. How difficult is the situation?

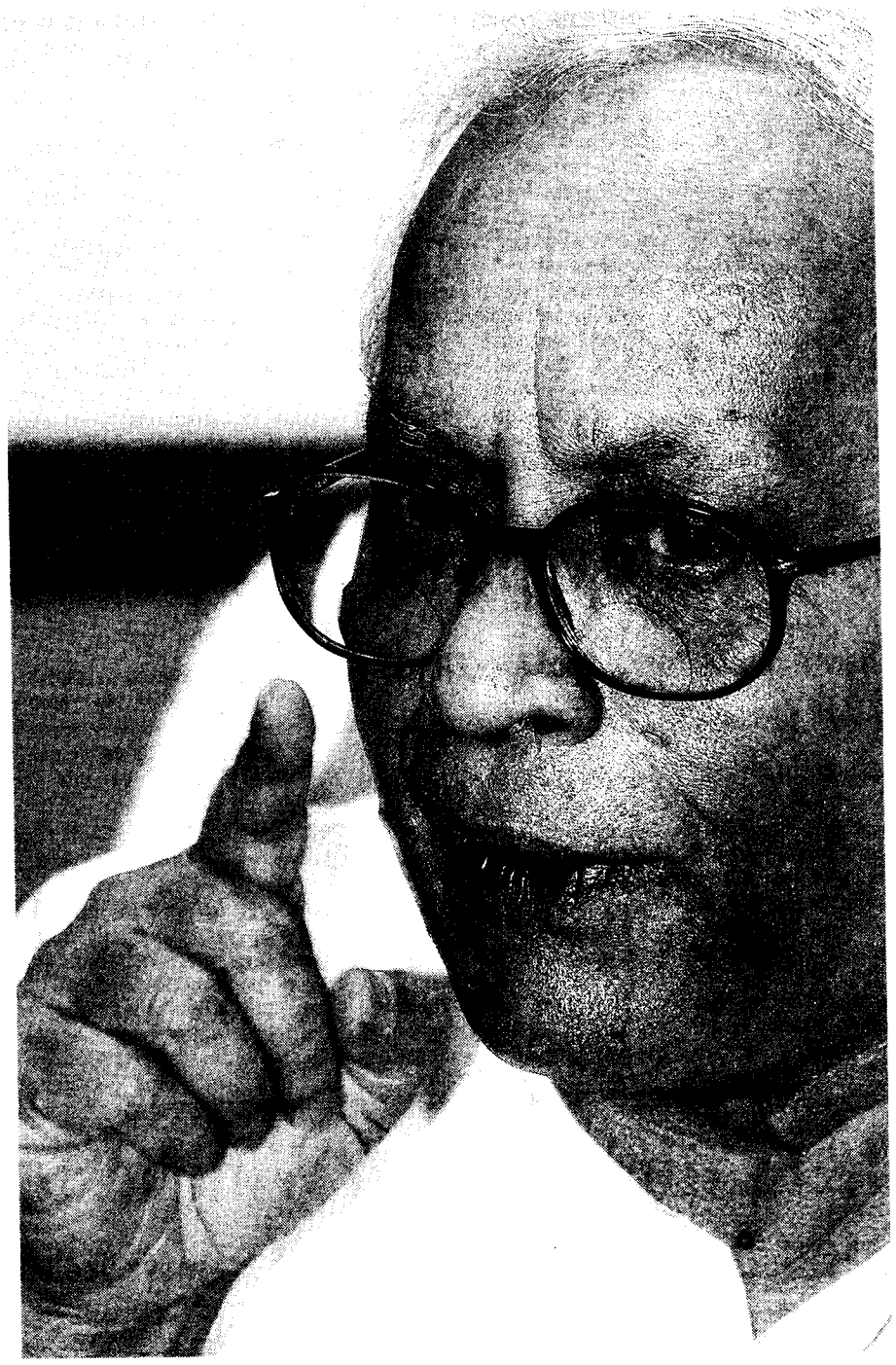

Buddhadeb Bhattacharjee: "Ours is a Government with its responsibilities towards the poor." – PHOTO: ARUNANGSU ROY CHOWDHURY

In our party our Chief Ministers [we have two in the Polit Bureau] do not go beyond the line determined by the party leadership. I do not like to do otherwise.

We have our decision-making process – the Polit Bureau, the Central Committee. But, at the same time, I have to discharge my responsibilities as Chief Minister. So I take my decisions within the overall policy framework of my party. This is my position – sometimes difficult. We want FDI, a restructuring of certain undertakings; in such matters I have the full support of the Central Committee. In some other areas differences had arisen – whether we take financial assistance from international agencies like the World Bank, the Asian Development Bank. We have discussed this and have clinched the issue.

Looking back over the past five years, how do you assess the performance of your Government?

Firstly, we have been able to continue our success in agriculture. Basically our agricultural sector is better than in any other part of the country. Secondly, the investment climate is changing for the better. Earlier there was a serious image problem and apprehensions among industrialists as well as foreign companies. This has changed over the past five years.

On the other side, we need to improve our performance in sectors like health, education, transport, roads, irrigation. My advice to those in my Government is: "Be responsive and responsible."

Looking into the future, we need to consolidate our success in agriculture. We have to ensure food security for the people and see that foodgrain production does not fall. The emergence of horticulture and agribusiness will have to be facilitated.

The most important thing I am trying is addressing the needs of the poorest of the poor in urban and rural areas. Ours is a Left Front Government and we must give priority to the demands of the poor. At the same time, we have to fulfil the dreams of the younger generation – those coming out of our colleges and technology institutions and joining knowledge-based industries, like IT, biotechnology. This generation is the torchbearer of the 21st century, not us.

This generation is also caught in the thick of the debate over the terms of acceptance of globalisation imperatives.

None can stop globalisation. This is the objective factor and we have to accept this. Yet, globalisation has many dimensions: globalisation of knowledge, communications, so on and so forth.

But there is need for caution too. We cannot accept globalisation at the cost of our self-reliance and our national economy. The world is divided between the North and the South. If globalisation only benefits the developed countries, if it is only for big capital, then we have to be very cautious.

A debate has started in the World Trade Organisation meetings. Developed countries are trying to impose certain conditions on agricultural produce, patents, all of which have affected the developing nations. We cannot accept globalisation if it means further concentration of capital at the cost of poor countries.

The unrest in Nepal, the camps in which militants on the run are sheltered in Bangladesh, the Maoist threat in southwest West Bengal – these have been matters of concern to your Government. Has the Centre been responsive enough to your anxieties?

On the question of developments in Nepal and their fallout in our State I must say that some positive developments have taken place in Nepal recently. The Maoists have declared a ceasefire, they have started a dialogue with leaders of the seven-party combine and a section is considering entering that country's mainstream. All this aggregates to some respite in North Bengal.

But certain activists of the Kamtapur Liberation Organisation in North Bengal are taking shelter in Bangladesh along with those of ULFA with which the KLO has links. The big question is: why is Bangladesh allowing these terrorists to operate from their side?

The Centre appreciates our concerns. I have had talks on the matter with the Prime Minister, the Union Home Minister and even Sonia Gandhi.

ULFA is still very active in Assam and there is always the possibility that the KLO may regroup again with ULFA's help. These terrorist outfits are being patronised by the ISI and we have sensitised our security agencies accordingly.

As for the Maoist threat in the three districts of the southwest, I would still insist that they have failed to penetrate among our people. They are sheltered on the Jharkhand side, cross into our State to create disturbances and flee back across the borders when our police launch operations against the militants.

Are you prepared to talk to the Maoist leadership operating in the State if it gives up violence?

No question. I am not going in for any talks – with or without conditions.

বিদেশি লগ্নির সেরা গন্তব্য পঃবঙ্গই, উচ্ছ্বসিত কমলনাথ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর: বিদেশি বিনিয়োগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গন্তব্য হিসাবে ভারতের আর সব রাজ্যকে টেক্কা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

এই বক্তব্য বুদ্ধবাবুর নয়, নিরুপম সেনেরও নয়। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের লক্ষ্য হয়ে ওঠা এই উক্তি কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কমল নাথের। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, দেশি-বিদেশি লগ্নিকারীদের সামনে।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যের ভাবমূর্তি বদলাতে গত এক দশকের দীর্ঘ প্রচেষ্টার সাফল্য হিসাবে কমল নাথের এই উক্তি অন্যতম পদক্ষেপ হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। কারণ রাজ্যে বিনিয়োগের স্রোত টানার ব্যাপারে কেন্দ্র সাহায্য করে না, এই অভিযোগ বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘকালের। প্রগতি ময়দানের মঞ্চে বুদ্ধবাবুকে পাশে বসিয়ে কমল নাথ বিনিয়োগের গন্তব্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গকে তুলে ধরতে শুধু এই মন্তব্যটুকু করে থেমে গেলে হয়তো তা পাদটীকা হয়ে থাকত। কিন্তু এর পরে তিনি যা বলেছেন তাতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে শিল্পের ক্ষেত্রে বামেদের অভিযোগ অতীত হওয়ার পথে হাঁটিতে শুরু করছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা।

কমল নাথ আজ শীর্ষ কূটনীতিকদের অকপটে বলেন, বিদেশি বিনিয়োগের অন্যতম গন্তব্য হিসাবে ভারতের আর সব রাজ্যকে টেক্কা দিয়েছে বুদ্ধবাবুর রাজ্যই। কমলনাথের খেদ, "এই জায়গাটা আমার নিজের রাজ্য মধ্যপ্রদেশ করে নিতে পারলেই খুশি হতাম। কিন্তু কিছু করার নেই।"

শুধু এই সপ্রশংস মন্তব্যটিই নয়। বুদ্ধবাবুর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের 'অগ্রগতি' ঘিরে আজ কমলনাথের যে ভাষ্য, তা বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের সাফল্যের 'সাতকাহনে' নির্দ্বিধায় উদ্ধৃত করতেই পারে সি পি এম! বস্তুত, কমলনাথের কয়েকটি মন্তব্য প্রচারের হাতিয়ার হতেই পারে বামফ্রন্টের। তিনি বলেন, "জাপানে গিয়ে সে দেশের শিল্পপতি-বণিকদের সঙ্গে ভারতে বিনিয়োগের সম্ভাব্য গন্তব্যগুলি নিয়ে কথা বলছিলাম। সেখানে মিৎসুবিশির প্রতিনিধিরাও ছিলেন। একটু আশাহতই হলাম। কারণ, যে রাজ্যগুলিতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা অতীব উজ্জ্বল, সেগুলির মধ্যে তাঁরা প্রথমেই বললেন পশ্চিমবঙ্গের কথা। আমার রাজ্য মধ্যপ্রদেশ নয়।"

কিছু বিষয়ে মতভেদ থাকলেও ইউ পি এ সরকারের সমর্থক সি পি এমের সঙ্গে কংগ্রেসের রাজনৈতিক সমীকরণের অন্য দিকটির ইঙ্গিতও আজ মিলেছে। সেখানে 'পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের সুযোগ' শীর্ষক আলোচনা চক্রে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন প্রথমেই আধুনিক ভারতের রূপকার হিসাবে নেহরুকে শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, "আজ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন। শিল্প সহ আর্থসামাজিক নানা ক্ষেত্রে অগ্রগতিতে নেহরুর ভূমিকার কথা প্রতিনিয়ত মনে করতে হয়।" নেহরু জমানার এই অবিমিশ্র প্রশংসায় সংশয় থাকে না, বামেরা অনেক পথ পেরিয়ে এসেছেন!

কেন্দ্র-রাজ্য বিবাদও যে এই মুহূর্তে ভারতের রাজনীতিতে ইতিহাসের পাঠ্য, কেন্দ্রের তরফে বিমাতৃসুলভ আচরণ যে আর নেই, প্রকারান্তরে তা-ও বলেন বুদ্ধবাবু। বলেন, "শিল্পায়নে কেন্দ্রের তরফে নানা সহায়তা পাচ্ছি। আর, কমলনাথের সঙ্গে আমি একমত যে শিল্প আনতে রাজ্যগুলিকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে, নীতি প্রণয়ন করতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকেই।"

আজ অবশ্য দিনটা ছিল পুরো বুদ্ধবাবুর। সকালে মেলার উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েছেন 'লুক ইস্ট' নীতির উপর। তাঁর পাশে বুদ্ধবাবু আর বাণিজ্যমন্ত্রী কমল নাথ।

সাধারণ ভাবে বুদ্ধবাবু ও কমল নাথ যে নানা ক্ষেত্রে একমত, তা তাঁদের আদানপ্রদান থেকেই স্পষ্ট। এমনকী, খুচরো ব্যবসায়ে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের মতো যে সব বিষয়ে প্রকাশ কারাট-এম কে পান্ধে কড়া, সে বিষয়েও বুদ্ধবাবু অনেকটাই নরম। তিনি বলেন, "খুচরো ব্যবসায়ে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ হলে বহু মানুষ কাজ হারাবে। আমাদের মতো দেশে ভেবেচিন্তে এগোতে হবে।" আর, এই ব্যাপারে যা বলেছেন কমলনাথ, তা বলতে গেলে বুদ্ধবাবুর পুনরুক্তি। তিনিও চান না, এমন ভাবে বিদেশি বিনিয়োগ হোক যাতে মানুষের কর্মসংস্থান বিঘ্নিত হয়।

আবার, ২৪X৭, রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে কাজের দিনের নিরিখে এই ম্যাজিক সংখ্যাটিতে পৌঁছনোই যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ধনুর্ভঙ্গ পণ, তা আজ ভারতের শিল্পবাণিজ্য মহলের শীর্ষ কর্তাদের জানালেন তিনি। বললেন, "আমি রাজ্যের শিল্প পরিবেশে শান্তি চাই। শ্রমিক-শিল্পসংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যাতে ভাল থাকে, সেটাই চাই। এই ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনগুলি অবশ্যই দায়িত্বের পরিচয় দেবে।" যে 'দায়িত্বের' এক উজ্জ্বল নিদর্শনও দিয়েছেন বুদ্ধবাবু। তাঁর কথায়, "মিৎসুবিশি হলদিয়ায় কারখানা গড়েছে। কারখানা তৈরির প্রথম দিনটি থেকে এই সংস্থায় একটি শ্রমদিবসও নষ্ট হয়নি। আর, আজ তো এই সংস্থা রীতিমতো লাভ করছে।" তার পরই যে লক্ষ্য অর্জনে আরও অনেকটাই পথ হাঁটিতে হবে, তারও ঘোষণা বুদ্ধবাবুর কথায়, "তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে যাতে একটি ঘণ্টাও কাজের সময় নষ্ট না হয়, তা নিশ্চিত করতে চাই।"

ANA[illegible]IKA 15 NOV 2005

অবশেষে গ্রেট ইস্টার্ন কিনছে ললিত সুরির হোটেল গোষ্ঠী

জয়ন্ত ঘোষাল

অবশেষে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল বিক্রির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। এ ব্যাপারে যাঁরা টেন্ডার জমা দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বাজিমাত করলেন হোটেল ব্যবসায়ী ললিত সুরি। তাঁর 'ভারত হোটেল' গোষ্ঠী এই বরাত পেয়েছে।

সরকারি সূত্রের খবর, ললিত সুরির গোষ্ঠী এই হোটেলের জন্য সব থেকে বেশি টাকা ঢালতে রাজি হয়েছে। ললিত ছাড়াও এই প্রতিযোগিতায় ছিল ইউনিটেক ও ভিকি চক্রবর্তীর প্রতিষ্ঠান। ভারত গোষ্ঠী অগ্রিম ৫২ কোটি এবং পরে প্রায় ১২৫ কোটি টাকা দিতে রাজি হয়েছে। আরও কিছু খরচ হবে। সে-সব ধরে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২০০ কোটি। হোটেল বিক্রির প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য প্রাইসওয়াটার হাউস কুপার্স নামে একটি বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সোমবার দুপুরে দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের কাছে এই খবর আসে। তখন দু'জনেই ব্যস্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা নিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা এই সমস্যার অবসানের বিষয়টিকে রাজ্য সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলেই মনে করছে। নিরুপমবাবুকে ওই হোটেলের ট্রেড ইউনিয়ন সমস্যা মেটানোর দায়িত্ব দেন বুদ্ধবাবু। সব দলের অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠক করে নিরুপমবাবু প্রথমে সেই সমস্যা মেটান। তার পরে দরপত্র ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সরকারি সূত্রের খবর, গ্রেট ইস্টার্ন বিক্রির প্রস্তাব এ বার মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেশ করা হবে। আনুষ্ঠানিক ভাবে তা অনুমোদনের পরে শুরু হবে বিক্রির প্রক্রিয়া। ললিত সুরি এখন লন্ডনে। তিনি এর আগে পাকিস্তানে হোটেল খুলতে চান। পাক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তাও এগিয়ে গিয়েছিল। ললিত এ দিন বলেন, "পাক সরকার রাজি ছিল। কিন্তু নানা কারণে সেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। কাশ্মীরেও হোটেল খুলেছি। এ বার পশ্চিমবঙ্গে হোটেল চালু করতে পারলে আমি সব চেয়ে খুশি হব। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ এখন শিল্পের অন্যতম গন্তব্য।"

গ্রেট ইস্টার্নের বেসরকারিকরণের সর্বশেষ প্রয়াস শুরু হয় বুদ্ধবাবুর নেতৃত্বে ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে। এ ব্যাপারে হাল ধরে নিরুপমবাবুর সরকারি শিল্পোদ্যোগ দফতর। লোকসানে চলা অন্য কিছু সরকারি সংস্থার সঙ্গে গ্রেট ইস্টার্নের সব কর্মীকে আগাম অবসর দিতে ব্রিটিশ সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন দফতর (ডি এফ আই ডি)-র কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা জোগাড় করে রাজ্য।

গ্রেট ইস্টার্নের বেসরকারিকরণের উদ্যোগে আগের দু'তিন বারের মতো চলতি দফাতেও কর্মী ইউনিয়নগুলির কাছ থেকে তুমুল বিরোধিতা আসে। কিন্তু গোড়া থেকেই বুদ্ধবাবু ও নিরুপমবাবু সেই চাপের কাছে মাথা নোয়াননি। গত ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে চার দফায় কর্মীদের আগাম অবসরের আবেদন জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত হোটেলে স্থায়ী ও চুক্তিতে নিযুক্ত শ'চারেক কর্মীর আগাম অবসরের দিন ঠিক হয়েছে ৩০ নভেম্বর। তাঁদের আগাম অবসর বাবদ ক্ষতিপূরণ দিতে ১৭ কোটি টাকার মতো খরচ হবে।

সোমবার সকালে রাজ্য সরকারের সচিব স্তরের কমিটি ওই সংস্থাগুলির আর্থিক প্রস্তাব খতিয়ে দেখার জন্য চূড়ান্ত বৈঠকে বসে। গ্রেট ইস্টার্ন কেনার জন্য তিনটি সংস্থার কে কত দর দিতে চেয়েছে, সেই আর্থিক প্রস্তাবগুলি সিলবন্ধ খাম থেকে খোলে সচিবদের কমিটি। তার সঙ্গে সংস্থাগুলির অভিজ্ঞতা, তাদের বিনিয়োগের ক্ষমতা, হোটেল পরিচালনার সুনাম সংক্রান্ত কারিগরি প্রস্তাবের মূল্যায়ন মিলিয়ে চূড়ান্ত ক্রেতা বাছাই করা হয়।

এ মাসের শেষে সব কর্মী আগাম অবসর নিয়ে চলে যাওয়ার পরে দেড়শো বছরেরও বেশি প্রাচীন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল শুধু নতুন ক্রেতা আর নতুন এক অধ্যায়ের অপেক্ষায় থাকবে।

ANADABAZAR PATRIKA 15 NOV 2005

পাঁচ বছরে শিল্পায়নের বীজ পল্লবিত, তবে ধাক্কা শিক্ষাক্ষেত্রে

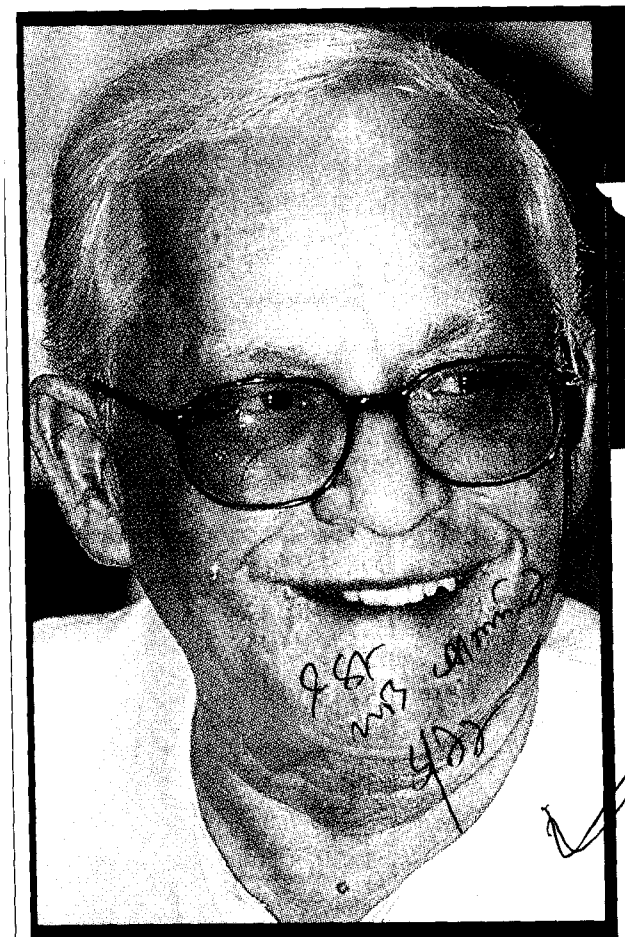

আনন্দবাজার পত্রিকা—মোড সমীক্ষা

বুদ্ধ-বঙ্গে

হ্যাঁ

মু

খ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনে বুদ্ধবাবু কি জ্যোতিবাবুর চেয়ে বেশি দক্ষ?

৬৮%

লগ্নিকারীদের কাছে বুদ্ধের গ্রহণযোগ্যতা কি তাঁর পূর্বসূরির চেয়ে বেশি?	৭৬%
স্বচ্ছ ভাবমূর্তিই কি জনতার দরবারে বুদ্ধের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াচ্ছে?	৯১%
দলের রাশ থেকে সরকারকে বার করে আনতে বুদ্ধ কি সফল?	৬৪%

২০০ জনের মতামতের ভিত্তিতে

রাজ্যের সঠিক বিপণনই বুদ্ধদেবের প্রধান সাফল্য

দেবাশিস ভট্টাচার্য

জাপান বলতে তিনি আগে বুঝতেন কুরোসাওয়া। এখন বোঝেন মিৎসুবিশি। ইঁদুর ধরতে দেওয়ার আগে বিড়ালের রং বিচার করা উচিত বলে মনে করতেন তিনি। অভিজ্ঞতা তাঁকে শিখিয়েছে, এটা ভুল ভাবনা। তিনি আরও বুঝতে পেরেছেন, ট্রেড ইউনিয়নের নামে বন্‌ধের মতো বন্ধ্যা-রাজনীতিতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি।

তাঁর পাঁচ বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বে এটাই বোধহয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উত্তরণ। এই ক'বছরেই বুদ্ধদেবের মধ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাই নির্ভরতা এবং সম্ভাবনা দুটোই খুঁজে পাচ্ছেন। পাশাপাশি, সাধারণ মানুষ— বিশেষত, শহুরে, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, এমনকী উচ্চবিত্ত ভোটারদের একটি বড় অংশ বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে বুদ্ধদেবের প্রয়াস আন্তরিক।

নিঃসন্দেহে এ তাঁর অর্জিত সাফল্য। কিন্তু শিল্পায়নের এই উজ্জ্বলতাই ম্লান হয়ে গিয়েছে শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুর পাঁচ বছরের প্রাপ্তির ভাঁড়ে ভবানী। শিক্ষায় আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ আরও জাঁকিয়েছে। স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় নৈরাজ্যের ছবিটাও স্পষ্ট।

তবু প্রধানত উন্নয়নের উদ্যোগকে সামনে রেখে শিক্ষিত, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ভোটারকুলের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা শুধু মুখ্যমন্ত্রীর নিজের পক্ষেই নয়, সামগ্রিকভাবে সি পি এমের পক্ষেও এক বড় পাওয়া। যার প্রতিফলন ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে বিভিন্ন শহর ও শিল্পাঞ্চলের নির্বাচনী ফলাফলে। কলকাতার পুর-ভোট এবং আসানসোল লোকসভা উপ-নির্বাচনের দৃষ্টান্ত তো হাতের কাছেই মজুত।

সবাই বলে, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অনেক বদলে গিয়েছেন। বদল ঘটেছে তাঁর উপলব্ধির, দৃষ্টিভঙ্গির, কর্মধারার। তিনি নিজেও অকপটে বলে থাকেন, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর তেমন অভিজ্ঞতা বা ভাবনাচিন্তা ছিল না। সরকার চালাতে গিয়ে সেইসব বিষয় তিনি জেনেছেন, বুঝেছেন এবং সেইমতো নিজেকে ভেঙে-গড়ে নিয়েছেন। এখনও নিচ্ছেন।

একজন সংস্কারপন্থী, উন্নয়নমুখী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই ধরণের স্বীকারোক্তি খুবই প্রত্যাশিত। তবে এর ভিতর থেকে উন্মোচিত হন আরও এক বুদ্ধদেব। আঠাশ বছর আগে প্রথম বিধায়ক হয়ে সংসদীয় রাজনীতিতে পা রাখা বুদ্ধদেবের চেয়ে যিনি অনেক আলাদা। প্রমোদ দাশগুপ্তের হাতে গড়ে ওঠা ১৯৭৭-এর সেই বুদ্ধদেব ছিলেন অনেক বেশি কট্টর, অনেক কম বাস্তববাদী। সময়ের দাবির চেয়ে তাঁর কাছে তখন তত্ত্বের দাবি ছিল বেশি গ্রহণীয়। পার্টি তখনও ছিল ক্ষমতায়। আজও আছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ঢের আগেই জ্যোতি বসুর মন্ত্রিসভায় দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা

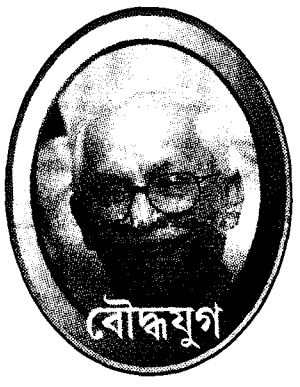

নিয়ে বুদ্ধদেব ক্রমশ বুঝতে পেরেছেন, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের স্বার্থে ধ্যানধারণা বদলাতেই হবে। পৃথিবী বদলাচ্ছে।

আসলে এটা বুদ্ধদেবের 'জ্যোতি-দীক্ষা।' কারণ পশ্চিমবঙ্গে আজ শিল্পায়নের যে অভিযাত্রায় বুদ্ধদেব অগ্রণী সেনাপতি, তার বীজ পোঁতা হয়েছিল জ্যোতিবাবুর হাতে। নয়া শিল্পনীতি ঘোষণা করে জ্যোতি বসুর সরকারই প্রথম রাজ্যে বিনিয়োগের দরজা খুলে দেয়। প্রমোদবাবুর কট্টরপন্থী ভাবধারায় লালিত হলেও বুদ্ধদেব কিন্তু বাস্তবের বিধান মেনে জ্যোতিবাবুর পথে হাঁটতে ভুল করেননি। পুরনো সংস্কার আঁকড়ে না থেকে এগিয়ে এসেছেন। ঠিক যেমন, সরকারে গিয়ে গোঁড়া আর এস এস-সৈনিক আডবাণী হেঁটেছেন উদারমনস্ক অটলবিহারী বাজপেয়ীর পথেই।

বুদ্ধবাবুর ক্ষেত্রে এই 'পরিবর্তন' আরও অর্থপূর্ণ হয়েছে গত পাঁচ বছরে। বস্তুত তাঁর সরকারের প্রথম দফার সাফল্যের সিংহভাগটাই হল, বিনিয়োগকারীদের সামনে পশ্চিমবঙ্গকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারা। ফলে জ্যোতিবাবু শিল্পায়নের যে বীজ পুঁতেছিলেন, উত্তরসূরি বুদ্ধদেবের কার্যত একক প্রচেষ্টায় তা আজ অনেকটাই পল্লবিত। একক কারণ, মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবে এগোতে চান, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এখনও তৈরি হতে পারেনি তাঁর প্রশাসনিক—পরিকাঠামো। মুষ্টিমেয় দু'এক জন আমলাকে বাদ দিলে সরকারি গয়ংগচ্ছতা, অগোছালোভাব সবই এখনও রয়েছে।

তবু মাত্র পাঁচ বছরে মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যকে অন্তত এমন একটি অবস্থানে নিয়ে যেতে পেরেছেন, যেখানে মুকেশ অম্বানি, নারায়ণ মূর্তি থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়ার সালিম-গোষ্ঠী সকলেই এখানে আসতে আগ্রহী হন। প্রধানমন্ত্রী 'লুক ইস্ট' বললে তাঁর অনিবার্য দৃষ্টি পড়ে এই বঙ্গে।

যদিও বিনিয়োগ আনতে বুদ্ধদেব পাঁচ বছরে পাঁচবারও বিদেশে যাননি। শুধু নির্ভুলভাবে সঠিকস্থানে পৌঁছে দিতে পেরেছেন তাঁর বার্তা। বোঝাতে পেরেছেন তাঁর সদিচ্ছা। একজন মুখ্যমন্ত্রীর এ হেন 'ব্যতিক্রমী' আচরণ স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের সাধারণ, শিক্ষিত মানুষেরও চোখ এড়ায়নি। যার একটি উদাহরণ, শনিবারই করা এক জনমত সমীক্ষা। তাতে বিভিন্ন বয়স ও আয়ের লোকদের শতকরা ৬৮ জন রায় দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দক্ষতা তাঁর পূর্বসুরীর চেয়ে বেশি। ৭৬ শতাংশ বলেছেন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে বুদ্ধদেবের গ্রহণযোগ্যতা জ্যোতিবাবুর চেয়েও বেশি। আর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি? সেখানে বুদ্ধদেবের রান সেঞ্চুরির চেয়ে মাত্র ৯ কম।

কিন্তু এই কাজ করতে গেলে তার উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি করাটা যে কত জরুরি, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু তা-ও বোঝেন। তাই রাজ্যকে বিনিয়োগকারীদের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি তাঁকে পার্টির অন্দরে নিরন্তর লড়ে যেতে হচ্ছে অন্য এক লড়াই। অনিল বিশ্বাস থেকে প্রকাশ কারাট—

এর পর আটের পাতায়

বিপণনই বুদ্ধের সাফল্য

প্রথম পাতার পর

সকলের কাছে, দলের সর্বস্তরে বোঝাতে হয়েছে, কথায় কথায় সিটু-র বন্‌ধ, ধর্মঘট জঙ্গিপনা নিয়ন্ত্রণ করা না হলে উন্নয়নের কাজ ধাক্কা খাবেই। বিনিয়োগকারীরা মুখ ফেরালে তাতে রাজ্যের মঙ্গল হবে না। এই ব্যাপারে তিনি যে কতটা দৃঢ়, তার প্রমাণ দিতে বন্‌ধের কলকাতায় গাড়ি থেকে নেমে ধমক দিয়েছেন জুলুমবাজ পার্টি ক্যাডারদের। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বুঝিয়ে তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পকে এই ধরণের ধর্মঘটের আওতায় না রাখার উদ্যোগেও বুদ্ধদেব অনেকটাই সফল।

হোঁচট খেয়ে গেলেন শিক্ষাক্ষেত্রে। শিক্ষাকে তিনি কিছুতেই আলিমুদ্দিনের বাইরে বের করে আনতে পারলেন না। নড়বড়ে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাকে যদি বা আগের তুলনায় একটু চাঙ্গা করেও থাকেন, শিক্ষায় তাঁর সাফল্যের ভাঁড়ার শূন্য। সাক্ষরতার হারে কত শতাংশ জল, সেই বিতর্ক বাদই থাক। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে 'আলিমুদ্দিনীকরণ' এখনও সমান তালে চলেছে।

সাধারণ মানের কলেজগুলি দূরস্থান, প্রেসিডেন্সি বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা থেকে শিক্ষক নিয়োগ সর্বত্র দলীয় হস্তক্ষেপ আজও বহাল। তাই প্রেসিডেন্সির শিক্ষক [illegible]র আজ আর কোনও 'তারক সেন'-কে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ মেলে না কোনও 'অমর্ত্য সেন'-এর। সেখানে হয়তো দাপিয়ে বেড়ান কোনও 'দাশগুপ্ত-কমরেড'।

পাঁচ বছরে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু কি একবারও ভেবেছেন এই প্রতিষ্ঠানগুলির কথা? ভেবে দেখেছেন, এদের স্বশাসনের অধিকার বজায় রাখা কতটা যুক্তিযুক্ত অথবা কোনও বিশেষ অধিকারবলে এই ধরণের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে পার্টি-অফিসের শাখা করে তোলা আটকানো যায় কি না? জানা নেই। হয়তো তিনি নিজেও বুঝেছেন, পাঁচ বছরে সিটু-র ভূতকে বোতলে পোরা গেলেও শিক্ষা-ক্ষেত্রে দাপিয়ে বেড়ানো ওইসব 'দাশগুপ্ত-ভূত'-কে বাগে আনা বড় কঠিন কাজ। কারণ সেই ভূতেদের বাসা যে আলিমুদ্দিনেরই সর্ষে ক্ষেতে।

06 NOV 2005

'We are in a hurry to make amends for lost time'

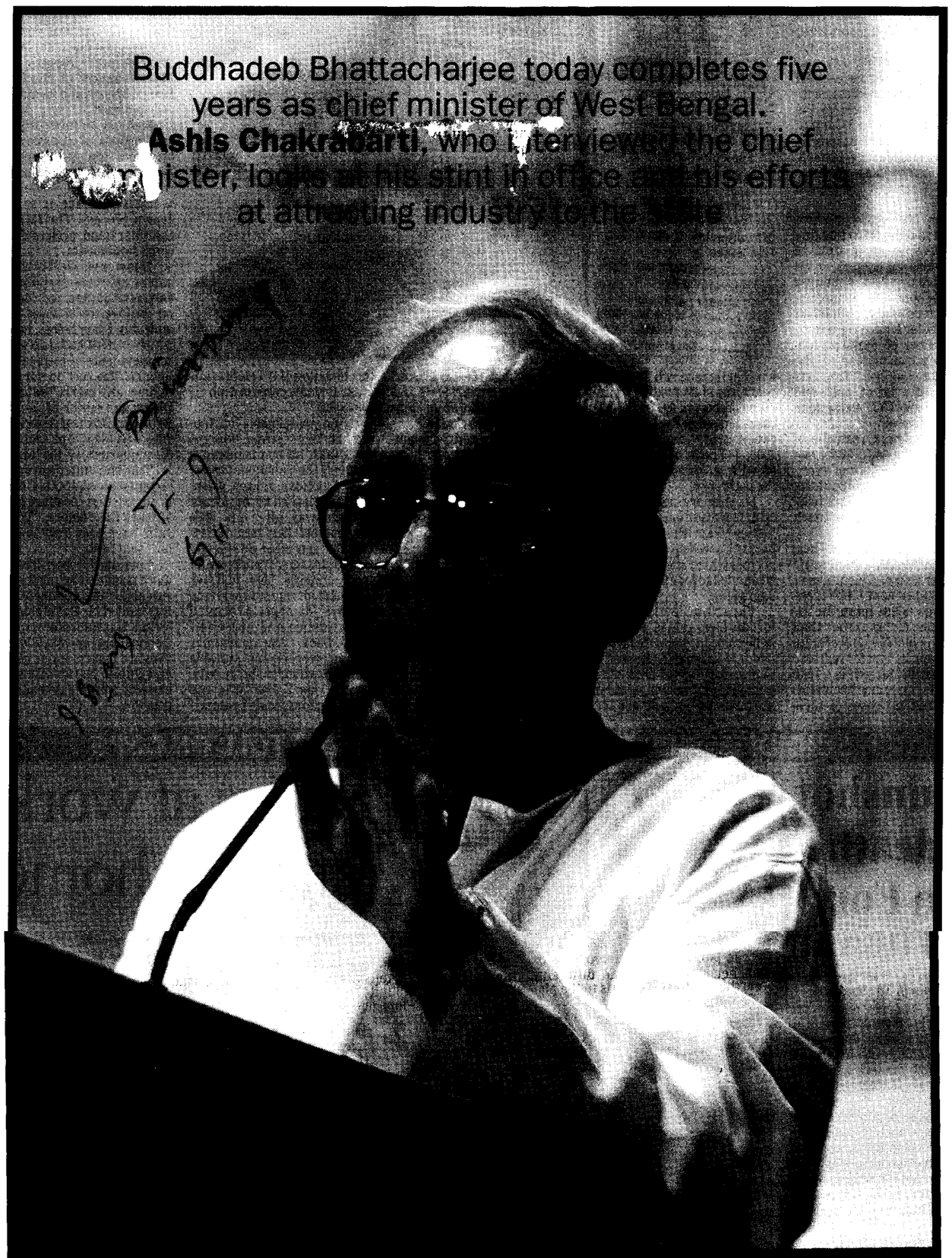

It is now a dim, distant memory for him. In February 1994, Buddhadeb Bhattacharjee was thrilled that former Czech president Vaclav Havel was in Calcutta. Poet, playwright and one-time communist icon, Havel, like Mao Zedong and Vladimir Mayakovosky, was the stuff his dreams were made of. It was another matter that his party did not cheer Havel, who had fallen from its heroes' gallery after the Prague Spring of 1968, when he criticised the Soviet invasion of former Czechoslovakia.

But Bhattacharjee still adored the man — for his literature. Havel's visit to Calcutta coincided with the most dramatic phase in the Bengal leader's political life. Only a few months ago, he had stunned everyone by quitting the Left Front ministry in a huff. Neither he nor his party ever explained why, but it was known that Bhattacharjee was stung by a remark made by the then chief minister Jyoti Basu. He took refuge in a room at Nandan, the Bengali Left's cultural hub, penning a play called *Doohsamay* (*Bad Times*).

That was also when the Haldia petrochemicals project was taking shape. This was to be the biggest industrial investment in West Bengal in many years and the first big one for which the Marxist government was desperate to get private capital. For Bhattacharjee, though, Haldia was far less exciting than Havel.

In the mid-1990s, when his name came up as a possible successor to Basu, he would be dismissive. "I'm not the right choice for that chair, which makes you do all kinds of things," he would say. Nobody doubted his sincerity or his honesty when he said that.

> **'He is Bengal's best brand ambassador'**
>
> *Anthony Salim*

New mantra

Today, as he completes five years as chief minister, the best way to get him into a spirited conversation is to ask him about his plans to bring new industries and investments to Bengal. For the shy, middle-class Bengali who never felt comfortable in the company of rich people, let alone industrialists, now dreams of persuading investors from the far corners of India and abroad to set up shop in Bengal. He has always been uneasy about corporate ways but has changed enough to understand the importance of aggressively marketing his state. When he is not doing so, he gets his ministers to do the job.

Right now power minister Nirupam Sen, is in China to discuss with the government and entrepreneurs there a clutch of proposals for Chinese investments in Bengal. Finance minister Asim Dasgupta leaves next week for America on a similar mission. "We started late not only in information technology (IT) but also in setting up new industries. We are in a hurry to make amends for lost time," says the chief minister.

The IT industry, towering new high-rises, shopping malls and multiplexes, the flyovers and improved roads in Calcutta and beyond, upcoming urban centres and new industrial projects in the districts — the signs of change are unmistakable. But the chief minister is impatient for more, that too at a quicker pace.

So what is responsible for the change in Bhattacharjee? "It's the new responsibility in a new environment," he smiles, sitting in a cubicle in the party office on Alimuddin Street and puffing at a cigarette.

If big entrepreneurs have started investing in Bengal, that is said to be because of the faith they now have in Bhattacharjee and his vision for Bengal. "Everything said, it's his persona that has created this faith," says RPG group vice-chairman Sanjiv Goenka, adding: "Everyone can see that he's sincere, transparent and action-oriented." Goenka has no hesitation in describing him as "the best chief minister in the country", echoing Wipro boss Azim Premji.

When he went to Jakarta last August to finalise the Salim group's projects in Bengal, Anthony Salim had much the same to say about him. Asked what attracted his group to Bengal, the Indonesian business tycoon replied: "It's the chief minister. He is Bengal's best brand ambassador." To Sanjay Budhia, the Confederation of Indian Industry's head of the national committee on exports, he is Bengal's "change agent".

To be sure, businessmen rarely say negative things about a chief minister. In his time, Basu too was hailed by the business community. But Bhattacharjee is very different from Basu. He not only loves literature and films but watches and talks about football and cricket. His smiling face and easy manner are in sharp contrast with Basu's grim visage and imposing presence. "He can be impulsive — sometimes to a fault — and is easily flustered. Basu was so cool that one didn't know what his real feelings were," recalls a former chief secretary of the state who worked with both men.

Money talks

Bhattacharjee, however, underplays his own role in Bengal's slow but steady makeover: "My policies are the continuation of the policies adopted at the time of Jyoti Basu. We adopted a new industrial policy back in 1994. My government runs on the basis of programmes charted out by the Left Front."

True. Two of the biggest new industrial projects in Bengal — the Haldia petrochemicals and the Mitsubishi chemicals projects — were set up during Basu's tenure at the helm. And in the CPI(M)'s scheme of things, no individual is bigger than the party. Bhattacharjee's change ultimately reflects the changing face of the CPI(M). Most important, Bhattacharjee's reign began at a time when economic liberalisation in India began to come of age. He has had the advantage of the dramatically changed times.

In politics, particularly in Marxist Bengal, it is not enough to earn the investor's confidence. No one knows that better than the chief minister. The controversy over the Salim group's proposed investments in a special economic zone is an indication of what political challenges he still has to face and overcome. It was not only Mamata Banerjee who was up in arms against the project; the first revolt came from the land reforms minister, Abdur Rezzak Molla, who thought that Bhattacharjee was plumping for the uncertain economic benefits from it at the expense of agriculture and poor farmers.

The Salim group's projects were not the first that met with such opposition and they may not be the last. When his government came out with a new agriculture policy two years ago, the agriculture minister, Kamal Guha of the Forward Bloc, was the first Left Front leader to have cried foul. The chief minister was not only selling land to multinationals, critics said, but also taking away the farmer's right to their land.

"Who doesn't want industries in Bengal? Getting certificates from investors is all very fine, but we in the Left cannot allow poor people to feel that employers can take away their rights with impunity. We want new industries, but we want these to help the people and obey our laws," says Manju Mazumdar, secretary of the West Bengal unit of the CPI. He would like the government to do much more to revive the state's small and traditional industries. "IT companies can wind up their operations tomorrow, but local companies will be here to stay, providing employment to many more people and creating more wealth for the state than a handful of IT companies," he adds.

Miles to go

Not that only the opposition parties and the CPI(M)'s Left Front partners are sceptical of Bhattacharjee's no-holds-barred campaign to bring about an industrial revival in Bengal. The toughest challenge for him has come — and still comes — from his own party. Molla's open criticism of the Salim project was only symptomatic of the rumblings within the party.

> **'He can be impulsive — sometimes to a fault — and is easily flustered'**
>
> *A former chief secretary of West Bengal*

Bhattacharjee is anxious to dispel the notion that his pro-industry policies come at the cost of the Left's fundamental political commitments. "It's a myth that our new agriculture policy favoured contract farming or even captive farming," he says. "We simply cannot dilute our policy that gave land ownership rights to poor farmers. And it isn't true that we've shifted our focus completely from agriculture to industry. We are not fools to forget that 70 per cent of our people live on agriculture."

Yet he has serious problems with the ways of the party's labour wing, the Centre of Indian Trade Unions (CITU). He made no secret of his anger at CITU forcing a strike in the IT industry at Calcutta's Salt Lake area on September 29. He almost took it as a personal affront — not only had his government given the IT industry special status in its IT policy of 2002; but it had been exempted from a previous strike, raising hopes for a new political culture in Bengal.

CITU's intransigence only prompted him to take the issue to the party's politburo. Couched in party rhetoric over trade union rights, the new direction is clear — no strikes can be forced on the IT industry. What happened with the debate over strikes in IT may well have set the stage for larger policy debates in the near future.

If industry is becoming the chief minister's success story, education in Bengal is one failure. And it's primarily due to his inability to break the party's near-total control of education. The result: mediocrity rules in the state's education system. The state health system too is in no better shape than what it was five years ago. The work culture in government offices is still a far cry from the "do-it-now" mantra, with which he began his term.

Even so, he is setting the pace of reforms for his party and the government and identifying new areas for more liberal policies. No wonder then that Prime Minister Manmohan Singh depends much on him to make the Centre's reforms agenda acceptable to the CPI(M)'s leaders in Delhi.

A new Bengal may still be a promise. But Bhattacharjee's success lies in creating a new belief that he is doing everything to try and fulfil that promise.

DEPARTMENT OF POSTS
O/o the Chief Postmaster General, West Bengal Circle
Yogayog Bhavan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata-700012
Website : www.indiapost.org

60th DAK ADALAT /47th PENSION ADALAT

Dak / Pension Adalat to be presided over by the Chief Postmaster General, West Bengal Circle, will be held **on 29.12.05 at 11.00 hrs.** at the office of the **Chief Postmaster General, West Bengal Circle, Yogayog Bhavan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 700012** in Conference Room at 6th floor. The Adalat will attend to all types of long pending complaints concerning Postal Services of West Bengal, Sikkim States and Andaman and Nicobar Islands and also the Pension claims of the pensioners drawing Pension from Post Office. The complaint must contain full details including reference number and the date of letter received earlier from various Postal authorities. The complaint should be addressed to **Shri M. Sengupta, A.P.M.G. (PG), office of the Chief Postmaster General, West Bengal Circle, P-36, Chittaranjan Avenue, Kolkata - 700 012** so as to reach **on or before 21.11.05.** The complainant should attend personally the Adalat at the venue mentioned above on the scheduled date and time.

Sd/-
A.P.M.G. (PG)

A new journey towards
"CLEAN TRAVEL" at Asansol

Asansol division of Eastern Railway in joint venture with M/S Eureka Forbes Limited is going to start **"Clean Train Station"** (An ISO-9001:2000 Certified Project) at Asansol **from 14th November 2005** Nineteen (19) trains will be cleaned at Asansol station during their schedule stop. This will ensure a clean and comfortable travel to passengers. Passengers are requested to extend full co-operation in this venture to make their journey more comfortable.

In the first phase the trains which will be cleaned are indicated below.

LIST OF TRAINS

3028 Dn	2024 Dn	2316 Dn
2322 Dn	3050 Dn	8184 Dn
5629/5929 Dn	3152 Dn	2382 Dn
3020 Dn	3026 Dn	2304 Dn
3074 Dn	2318 Dn	3008 Dn
5630/5930 Up	2328 Dn	8450 Dn
6309 Up		

EASTERN RAILWAY
naa

Red stir no dampner for Indo-US air exercise

Statesman News Service

KOLKATA, Nov. 4. — Two US Air Force KC-10 tanker aircraft landed at NSC Bose Airport this afternoon amid demonstrations and slogan-shouting by CPI-M activists both at the airport and at the Kalikunda air base.

For the second consecutive day, the CPI-M MP, Mr Amitava Nandi, led party comrades, some 350 of them, in front of the airport's VIP gate to protest against the 13-day joint air exercises planned from Kalaikunda air base starting 7 November.

Another 100 CPI-M activists demonstrated outside Gate No. 2 of Kalaikunda air station in Midnapore West and shouted slogans decrying "the sale of Indian skies to the USA". Earlier, they took out a procession in the area. Meetings in different villages around the airstation were also organised. Processions were taken out in Ghatal, Daspur and Jhargram.

The two USAF aircraft which arrived from Japan's Misawa air base around 1 p.m. and 1.36 p.m. were parked in a separate bay closer to the airports's international area. They carried 81 airmen and women and 22 crew members. The USAF personnel were driven to a city hotel on EM Bypass in four luxury buses of Air-India which left the airport around 3.45 p.m. A large police contingent was deployed at the hotel where too CPI-M cadres demonstrated.

Colonel J Paulk, US military spokesman, said: "About 250 USAF men and women will arrive for the exercises. About 100 arrived today and the rest will join us with military hardware, including 12 F-16 aircraft, by tomorrow."

Mr Amit Kiran Deb, chief secretary, told The Statesman: "We have received instructions from the Centre and were asked to provide police escort to USAF personnel enroute the Kalaikunda air base." It is learnt that after receiving such information from the Centre, the chief secretary held a high-level meeting at Writers' Buildings with the state DGP, ADG (IB) and the city's Commissioner of Police to discuss security issues in view of the USAF personnel's arrival. An IAF officer ruled out abandoning the exercises or shifting them due to the protests.

Ruias to control over 90% stake in Jessop

JAIDEV Majumdar
Kolkata, November 2

THE RUIAS are set to increase their stake beyond 90 per cent in Jessop & Co following the Union government's decision to abstain from exercising its right in the Rs 50-crore rights issue that closed on November 1.

Pre-issue, the Ruias held 72 per cent in Jessop, while the Centre owned about 27 per cent and the remaining 1 per cent was in the hands of retail investors. With a fresh capital infusion of Rs 50 crore, Jessop's paid-up equity base will swell to Rs 59.5 crore, from Rs 9.5 crore earlier, and the company's net worth is slated to become positive by the end of the current fiscal.

According to the Ruia Group chairman P.K. Ruia, Jessop is all set to delist from the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) by March 31, 2006 which was originally the target when the Group took controlling stake in the sick public sector unit two-and-a-half years ago. After a bout of capital restructuring exercises initiated by the company, Jessop reduced its accumulated loss to Rs 32.5 crore in the beginning of 2005-06, from Rs 118 crore earlier, by reducing its paid-up equity capital to Rs 9.5 crore from Rs 95 crore.

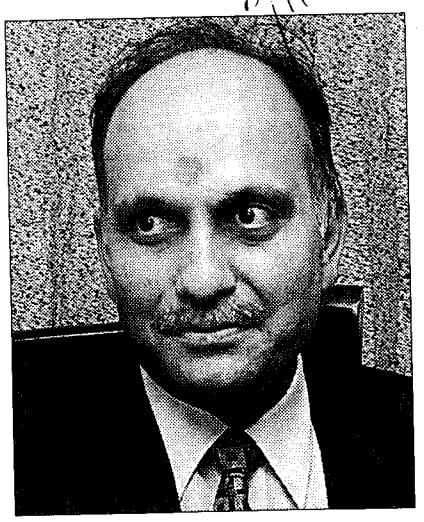

P.K. Ruia
Sure-footed

"In spite of several court cases that came in the way of the rights issue, we're happy that the public part of the issue was oversubscribed 1.8 times. We're now certain that we will become net worth positive by the beginning of the next fiscal," Ruia told Hindustan Times.

As per the scheme of things, post-issue the Ruia Group will control 93-94 per cent in Jessop, while the government's stake will be reduced to 3-4 per cent. Talking about the government's role in Jessop, Mr Ruia stressed that the Centre always gave the Ruias a free hand in running the company. "We don't foresee any change in our working. We always had a free hand in running Jessop and that is bound to stay the way it is," Mr Ruia said.

Jessop's rights issue kicked up a storm recently when a series of court cases were filed against it. The BIFR finally gave a breather to the company on the proposed rights issue, exempting it from appointing merchant bankers as per the Securities and Exchange Board of India's norms.

Ruia added that Jessop has recently got a shot in the arm after the Orissa High Court cleared its proposal to acquire Hirakud Cables. The acquisition is expected to trigger a forward integration for the Ruia Group's flagship Jessop & Co's fabrication business. A meeting, related to the nitty-gritty of the takeover, is scheduled on November 5. Hirakud Cables is an Orissa government unit that specialises in turnkey construction of transmission lines for the power sector.

Narayan Biswas puts in papers

Tanmay Chatterji in Kolkata

Oct. 31. — A party that time and again resorted to strong-arm tactics while ruling West Bengal yet never repented has had to buckle under pressure from its own district unit in South Dinajpur and a relentless campaign by the Press. Mr Narayan Biswas, CPI-M's minister of state for small-scale and cottage industries, tendered his resignation from the Buddha administration this morning.

This is the first time since 1977 that a CPI-M minister has had to step down under the threat of a non-bailable arrest warrant in a criminal case. His prayer for anticipatory bail is pending at the Calcutta High Court. The chief minister accepted the resignation and promptly forwarded it to Governor Mr Gopal Krishna Gandhi who formally accepted it in Darjeeling this evening.

CPI-M state secretary Mr Anil Biswas argued that the move was part of his party's "six-month-old decision to clean its image before the masses".

"He will surrender before the district court that issued a non-bailable warrant in connection with a criminal case registered 22 years ago. The party will fight a legal battle in court for Mr Narayan Biswas. He is a victim of a political conspiracy", the CPI-M state secretary claimed. He even vouched for the "neutral and clean image" of the state police that did not dare the CPI-M leader despite having an arrest warrant.

Speaking to The Statesman over telephone from Balurghat, the minister said: "I am an ordinary worker of the party and have acted in accordance with its directive. I will continue to follow the party's instructions in future.

See PAPERS: page 5

Piling on pressure

KOLKATA, Oct. 31. — While Mr Anil Biswas made it clear today that the minister will apply for bail when he surrenders in court, sources said that Mr Narayan Biswas might cite health grounds. He is reportedly suffering from "piles", and was duly escorted to a city doctor by two government officials just two days ago, when the police were allegedly scouring Bengal for him! The state's chief electoral officer, Mr Debashish Sen, however, said that Mr Biswas would be served notice at his address listed in the voters' list as his name figures in the list of 70,000 people who have non-bailable arrest warrants against them but are listed as absconders. Mr Sen said that in accordance with the Election Commission's directive, Mr Biswas will have to appear before the returning officer within seven days of receipt of the notice for hearing. If he fails, his name will be struck off the voters' list. And if he does appear, he will have to prove to the RO that he was not absconding but was present at the address mentioned in the electoral roll. — SNS

খবর

একনজরে

সল্টলেকে বিক্ষোভে গুলি, গ্যাস, জখম বহু

■ কার্যত গুড়গাঁওয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটল সল্টলেকে। এখানেও এক দল বিক্ষোভকারীকে সামাল দিতে নির্বিচার লাঠি চালাল পুলিশ। চালানো হল কাঁদানে গ্যাস, গুলিও। গুলিতে এক জন আহত হয়েছেন। লাঠির হাত থেকে কেউই রেহাই পাননি। বাস থেকে নিরস্ত্র লোককে টেনে নামিয়ে, এমনকী, বাসের জানালা দিয়ে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে তাঁদের বেধড়ক মারে পুলিশ। লাঠির ঘায়ে রাস্তায় পড়ে গেলেও তাঁদের টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ-জনতা উভয় পক্ষেই অনেকে আহত। ৬০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের মতে, "পুলিশ যা করেছে, ঠিক করেছে।" অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (অ্যাবেকা) তরফ থেকে বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যানের কাছে দাবিপত্র দেওয়ার কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই বৃহস্পতিবার সল্টলেকের বিদ্যুৎ ভবন চত্বরে এই গোলমালের সূত্রপাত। আগাম খবর থাকলেও হাজার দু'য়েক লোকের মিটিং সামাল দিতে হাজির ছিল জনা পঞ্চাশেক পুলিশ। স্মারকলিপি দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভকারীরা ক্ষেপে উঠলেও পুলিশ প্রথমে তাতে গুরুত্ব দেয়নি। অতিরিক্ত বাহিনী পাঠাতে তখনও খবর যায়নি। কিছু ক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধ। *(সবিস্তার কলকাতা ১)*

ANADABAZAR PATRIKA

THE STATESMAN

28 OCT 2005

Comrade Yechuri spits IT out

Statesman News Service

NEW DELHI, Oct. 27. — The CPI-M today said Information Technology companies unwilling to acknowledge their employees' right to strike and collective bargaining were free to pack up and leave West Bengal.

The party's reaction comes following threats from IT companies to close shop and leave the state after the Politburo yesterday approved strike as a means of collective bargaining by employees of the IT and BPO sectors.

The Politburo member, Mr Sitaram Yechuri, asserted that nobody was above the law as the right to strike and organise unions was well enunciated in the labour laws. "The laws of the land will apply to all. Let them (IT companies) go if they want," he said.

On the issue of the IT sector's recognition as an essential service, the CPI-M leader said it was up to the West Bengal government to decide whether it was a public utility or essential service.

He said the issue in question was whether the IT sector employees had the right to unionise. All rights as per the labour laws would apply and there were no differences within the Left on this issue.

'An investor wanting to set up a unit in the country has to abide by the laws of the land. We don't need their capital if they are unable to do that'

On the likely impact of a strike on the inflow of FDI in the IT sector, Mr Yechuri said: "An investor wanting to set up a unit in the country has to abide by the laws of the land. We don't need their capital if they are unable to do that".

The CM shows off his PC skills on Thursday as the Microsoft India chairman looks on. — The Statesman

Anil sings different tune

While Comrade Yechuri was going full blast in New Delhi, Mr Anil Biswas, CPI-M state secretary, was singing a different tune in Kolkata: "The IT sector faces no threat in Bengal and IT companies are always welcome." On whether his party prescribes strikes as a mode of protest in 24-hour IT services, he said: "People have the right to form unions in every service but the mode of protest has to be decided in consultation with the government."

ANADABAZAR PATRIKA

বিদ্যুৎ-বিক্ষোভ দমনে বেপরোয়া গুলি, গ্যাস সল্টলেকে

নিজস্ব সংবাদদাতা

কার্যত গুড়গাঁওয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটল সল্টলেকে।

এখানেও এক দল বিক্ষোভকারীকে সামাল দিতে নির্বিচার লাঠি চালাল পুলিশ। চালানো হল গুলিও। পুলিশের গুলিতে খোদ্দার শেখ নামে নদিয়া থেকে আসা এক ব্যক্তি আহত হন। তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রাতের খবর, তাঁর পায়ে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

লাঠির হাত থেকে যুবা, বৃদ্ধ, মহিলা, কেউই রেহাই পাননি। রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়েও রেহাই মেলেনি। বাস থেকে নিরস্ত্র লোককে টেনে নামিয়ে, এমনকী, বাসের জানালা দিয়ে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে তাঁদের বেধড়ক মারে পুলিশ। লাঠির ঘায়ে রাস্তায় পড়ে গেলেও তাঁদের গুড়গাঁওয়ের ঢঙেই টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ছোড়া হয় কাঁদানে গ্যাস। পুলিশ-জনতা উভয় পক্ষেই অনেকে আহত। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের কথায়, "পুলিশ যা করেছে, ঠিক করেছে।"

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (অ্যাবেকা) তরফ থেকে বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যানের কাছে দাবিপত্র দেওয়ার কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই বৃহস্পতিবার সল্টলেকের বিদ্যুৎ ভবন চত্বরে এই গোলমালের সূত্রপাত। পুলিশ-প্রশাসনকে এই কর্মসূচির আগাম খবর দেওয়া ছিল। অথচ, হাজার দু'য়েক লোকের মিটিং সামাল দিতে হাজির ছিল মাত্র জনা পঞ্চাশেক পুলিশ। স্মারকলিপি দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভকারীরা খেপে উঠলেও পুলিশ প্রথমে গুরুত্বই দেয়নি। অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানোর জন্য তখনও খবর পাঠানো হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সল্টলেকের কর্মব্যস্ত অফিসপাড়ায় শুরু হয়ে যায় পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধ।

এ দিন দুপুর ২টো নাগাদ পর্ষদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দেওয়ার কথা ছিল অ্যাবেকা-র প্রতিনিধিদের। পুলিশের তরফে জানানো হয়, ডেপুটেশন দিতে ভিতরে যাওয়ার কথা ছিল পাঁচ জনের। কিন্তু ছ'-সাতশো সমর্থক দাবি করেন, তাঁরা সবাই গিয়ে ডেপুটেশন দেবেন। পুলিশ বাধা দিলে তাঁরা বিদ্যুৎ ভবনের গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েন। ভেঙে ফেলা হয় মূল ফটকের সামনে নিরাপত্তারক্ষীর ঘর। পুলিশকে লক্ষ করে বৃষ্টির মতো ইট পড়তে থাকে। পুলিশও পাল্টা ইট ছুড়তে থাকে। রবিবার প্রধানমন্ত্রীর সল্টলেকে যাওয়ার কথা। সফর উপলক্ষে রাস্তা সারাইয়ের জন্য সেখানে প্রচুর ইট রাখা ছিল। ফলে, সংঘর্ষের সময় দু'পক্ষই যথেচ্ছ ইট ছুড়তে থাকে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ কিছুটা পিছু হটে। পুলিশের আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়ে বিধাননগরের এস ডি পি ও শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তী বিশাল বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। ডি আই জি (প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ) হরমনপ্রীত সিংহও সেখানে ছুটে যান।

পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এলেও বিক্ষোভকারীরা পিছু হটেননি। ফের দু'পক্ষের ইট বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ ভবনের সামনের চত্বর কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এর পরেই পুলিশ লাঠি চালাতে শুরু করে। শুধু বিক্ষোভকারীরাই নন, অফিসকর্মী থেকে শুরু করে নানা কাজে সেখানে যাওয়া লোকজন, এমনকী, পথচারীরাও লাঠির ঘায়ে জখম হয়েছেন বলে অভিযোগ।

উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ প্রথমে লাঠি চালায় ও পরে কাঁদানে গ্যাসের শেলও ছোড়ে। পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগও ওঠে। পুলিশের তরফে গুলি চালানোর অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে আই জি (আইনশৃঙ্খলা) রাজ কানোজিয়া বলেন, "৫০০-৬০০ লোক ডেপুটেশন দিতে বিদ্যুৎ ভবনের ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের আটকায়। তখনই বৃষ্টির মতো ইট পড়তে থাকে। এরপর পুলিশ লাঠি চালায়। দু'রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়। এই ঘটনায় ১২ জন পুলিশকর্মী আহত হন। অ্যাবেকা-র ৬০ জন সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়েছে।"

পুলিশ জানায়, বিধাননগর পূর্ব থানার এ এস আই কাজি মোক্তার হুসেনের মাথায় প্রায় ১৮টি সেলাই পড়ে। বিধাননগর মহিলা সেলের এক অফিসার গীতা মুখোপাধ্যায় ইটের ঘায়ে জখম হন। অ্যাবেকা-র প্রায় ৪০ জন সমর্থকও এই ঘটনায় কমবেশি আহত হন। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস অবশ্য বলেন, "আমরা সরকারি দফতরে হামলা বরদাস্ত করব না। প্রশাসন যা করেছে তাতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। পুলিশ যা করেছে ঠিক করেছে। প্রথমে লাঠি ও পরে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ।" তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনার নিন্দা করে বলেন, "যে কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনই বামফ্রন্ট সরকার এ ভাবে লাঠি-গুলি চালিয়ে স্তব্ধ করতে চায়।"

এ দিন অ্যাবেকা-র তরফে সঞ্জিৎ বিশ্বাস বলেন, "কৃষিতে বিদ্যুৎ মাসুল কমিয়ে প্রতি ইউনিটে ৫০ পয়সা করতে হবে এই মূল দাবি নিয়ে পর্ষদের চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা বিদ্যুৎ ভবনের সামনে যাওয়া মাত্র পুলিশ প্রথমে লাঠি ও পরে গুলি ছোড়ে। আমাদের পাঁচ কর্মী গুলিতে গুরুতর আহত হন।" এই ঘটনার প্রতিবাদে তাঁরা কাল, শনিবার প্রতিবাদ দিবস পালন করবেন বলে সঞ্জিৎবাবু জানান।

বৃহস্পতিবার সল্টলেক যখন রণক্ষেত্র। — ছবি স্টার আনন্দ-র সৌজন্যে

ANADABAZAR PATRIKA

বৃষ্টি থামল, জল নামল না ! মৃত্যু বেড়ে ২০

আজকালের প্রতিবেদন: বৃষ্টি কমলেও রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। সোমবারও দফায় দফায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হল মহাকরণে। বন্যার্তদের কাছে ত্রাণ পৌঁছতে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের দুই মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও জলমগ্ন। বিভিন্ন নদীতে জলও বাড়ছে। দুপুর থেকে আবার বৃষ্টিতে বিপর্যয় শুরু হয় কাঁথি, খেজুরি, নন্দীগ্রামে। ঘাটালের নাড়াজোল, রাজনগর, দাসপুর, চন্দ্রকোনার বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় মানুষের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে। এদিকে, এদিনও পূর্ব মেদিনীপুরে আরও ৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। দেওয়াল চাপা পড়ে, আন্ত্রিক, পেটের রোগে ও জলে ডুবে মারা গেছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। খেজুরি-১, কাঁথি-২ ব্লকের বামুনিয়া, হেড়িয়া, ভগবানপুর, নন্দীগ্রাম ইত্যাদি এলকায় এইসব মৃত্যু ঘটেছে। কাটোয়াতে পশ্চিমপাড়ায় ৭ বছরের এক বালিকার মাটির বাড়ির দেওয়াল ধসে মৃত্যু হয়। এদিকে, নতুন করে কিছু গ্রামে জল ঢুকছে। মহাকরণে এদিন বন্যা পর্যালোচনা মিটিং হয়। ছিলেন সেচমন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি, ত্রাণমন্ত্রী হাফিজ আলম সাইরানি, মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব ছাড়াও সেচ, কৃষি, পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা। পশ্চিম মেদিনীপুরে পারাং নদীর জমিদারি বাঁধ ভেঙে গেছে। বাঁধের জল কাঁসাই নদীতে পড়ত, এখন গতি বদলে দ্বারকা নদীতে পড়ছে। এর ফলে ঘাটাল, আরামবাগ, দাসপুর, কেশপুরে প্রায় ২২ হাজার মানুষ জলবন্দী। ঘাটাল-আরামবাগ জাতীয় সড়ক ডুবে গেছে। বৃষ্টি না হওয়ায় পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কলকাতার অবস্থাও ভাল। তবে, কপালেশ্বরী, কেলেঘাই নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। এদিনও ২৯ হাজার ত্রিপল, ৮০ মেট্রিক টন চাল, ডাল ছাড়াও শুকনো খাবার, পশুখাদ্য পাঠানো হয়েছে। ৫৮টি মেডিকেল টিম পাঠানো হয়েছে। মেদিনীপুরে কিছু পানের বরোজও নষ্ট হয়েছে। সোমবার পূর্ব মেদিনীপুরে ১৫ এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এদিন তৃণমূলের পক্ষ থেকে পরিষদীয় দলনেতা পঙ্কজ ব্যানার্জি বলেন, বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরে মমতা বন্যা পরিস্থিতি দেখতে যাবেন। পশ্চিম মেদিনীপুরে যাব আমি। পঙ্কজের অভিযোগ, পূর্ব মেদিনীপুরে তৃণমূলের ৮ বিধায়ক, দক্ষিণ ২৪ পরগর্নায় রয়েছেন ১৪ বিধায়ক। ত্রাণের ব্যাপারে দলের কোনও বিধায়কের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে না, ত্রাণ নিয়ে দলবাজি করা হচ্ছে। বহু জায়গায় বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। তাদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও।

শান্তিপুর থেকে সুখেন্দু আচার্য : নদীয়া জেলায় কোনও বৃষ্টি না হলেও ত্রাণের দাবি নিয়ে এক দল আশ্রয়হীন মানুষ শান্তিপুর পুরসভায় ভাঙচুর চালায়। শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির অফিসের সামনেও একদল আশ্রয়হীন আদিবাসী মানুষ বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি আশ্রয় এবং খাদ্য দিতে হবে। শান্তিপুর পুরভায় ভাঙচুর নিয়ে ইতিমধ্যে রাজনীতির রঙ লেগেছে। বিকেলে কংগ্রেসের পক্ষে বিক্ষোভ মিছিল বের করে দাবি করা হয়, এই ভাঙচুর সি পি এম সমর্থকরা করেছে। সি পি এমের পক্ষ থেকে এ ঘটনা অস্বীকার করা হয়।

সোনারপুর থেকে গৌতম চক্রবর্তী: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বন্যা-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ঠিক করতে জেলা প্রশাসন

এরপর ৩ পাতায়

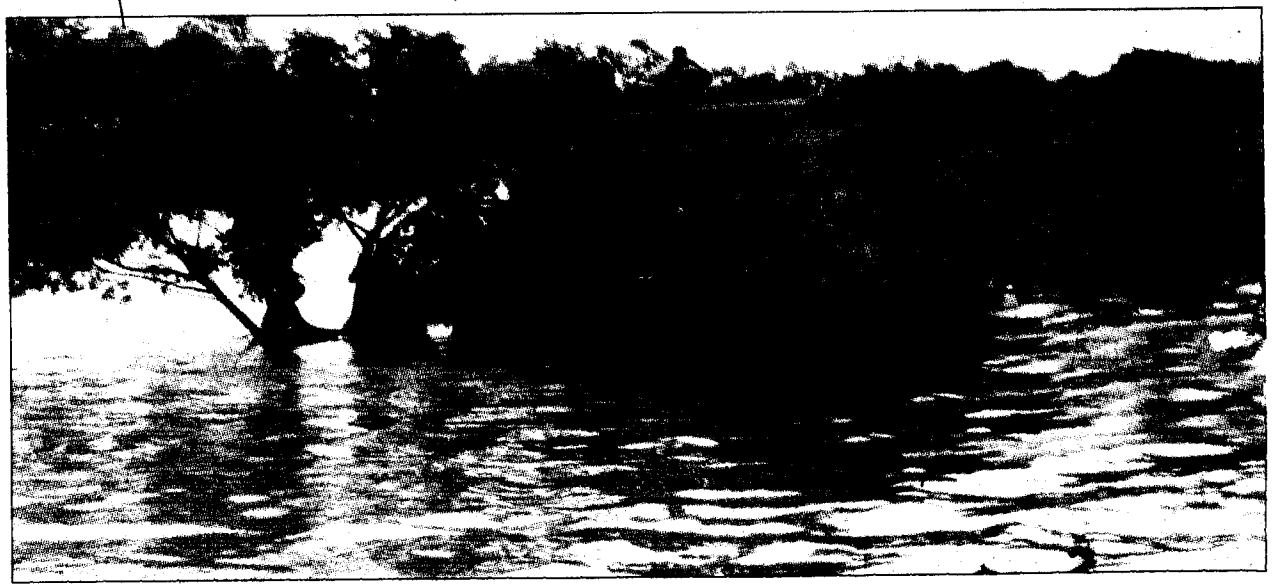

পটাশপুর। জেগে আছে শুধু খড়ের চাল। সোমবার। ছবি: রামকৃষ্ণ সামন্ত

বৃষ্টি থামল, জল নামল না!

১ পাতার পর

এদিন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছে। আলিপুরে এই বৈঠকে জেলাশাসক রোশনি সেন, জেলা সভাধিপতি বিমল মিস্ত্রি ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ শমীক লাহিড়ী। সভাধিপতি বিমল মিস্ত্রি জানান, ষাঁড়াষাঁড়ির বানে জেলায় প্রায় ১ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এবারের বন্যায় প্রায় ৩০ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তবে শস্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না। ৭০০-র বেশি ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। সেখান থেকে শুকনো খাবারের পাশাপাশি রবিবার থেকে রান্না করা খাবার বিলি করা চলছে। ৫ হাজারের বেশি বাড়ি ভেঙে গেছে। সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়া বাড়ির মালিকদের ত্রিপল দেওয়া হবে। মজুত ৬ হাজার ত্রিপল বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হয়েছে। আরও ত্রিপল পাঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

হাওড়া থেকে পিনাকী দাস: ৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে জল আর জল। তারই মাঝখানে মাথা উঁচু করে নিজেকে জানান দিচ্ছে বেলুড় ই এস আই হাসপাতাল। ঠিক এমনটাই নাকি চলবে আগামী ১ মাস ধরে। রোগী থেকে ডাক্তার সকলকেই হাসপাতালে আসতে হচ্ছে এই জল ঠেঙিয়ে। ইতিমধ্যেই খালি করে দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল সংলগ্ন কোয়ার্টারের নিচের তলা। হাসপাতালের সুপার কুন্তল দত্ত জানান, সাপুইপাড়া বসুবাটি পঞ্চায়েতের এই হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকাটি বেসিনের আকারের। গোটা গ্রামের সমস্ত জল এসে জমা হয় এই হাসপাতাল চত্বরে। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর জল আরও বেড়ে গেছে এখানে, কারণ অন্য এলাকার জল এখন নেমে আসছে এখানে। এদিন হাওড়ার জেলাশাসক নন্দিনী চক্রবর্তী জানান, গত ৫ দিনের একটানা বৃষ্টিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাওড়ার ফুল এবং সবজি চাষীরা। চাষের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে এদিনই মহকুমা শাসক-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন জেলাশাসক। তিনি জানান, জেলা জুড়ে প্রায় হাজার খানেক মানুষ ঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। জেলার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হল বালি-জগাছা। ওই এলাকার ২২১ জন ঘর ছাড়া। বাগনান থানা এলাকার রাজকোটা গ্রামে বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে গোকুল মণ্ডল (৬০) নামে এক ব্যক্তির। রাজ্য সরকার ৪০ মেট্রিক টন চাল এবং ২০ মেট্রিক টন গম দিয়েছে।

হুগলি থেকে নীলরতন কুণ্ডু: সোমবার বৃষ্টি না হলেও হুগলির বহু এলাকা এখনও পর্যন্ত জলমগ্ন থাকায় সমস্যায় রয়েছেন বাসিন্দারা। রিষড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নতুন গ্রাম, দক্ষিণপাড়া, মোল্লারবেড়, সারদাপল্লী, নিচপাড়া প্রভৃতি এলাকায় প্রায় ২০০ বাড়িতে ঘরের মধ্যে জল ঢুকে পড়েছে। এই সকল এলাকার ৩০টি পরিবারের লোকজনকে নতুন গ্রাম প্রাইমারি স্কুলে সরিয়ে আনা হয়েছে।

ন'টি জায়গায় নদী ও সমুদ্র বাঁধে ফাটল ● নদিয়া ও হাওড়ায় জল থইথই

দুই মেদিনীপুর আরও বেহাল, দুর্গত ১৯ লক্ষ

স্টাফ রিপোর্টার: পাঁচ দিনেও বৃষ্টি না কমায় শীতের মুখে বন্যা কবলিত হয়ে পড়ছে রাজ্যের নতুন নতুন এলাকা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। পাল্লা দিয়ে খারাপ হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের পরিস্থিতিও। ওই দুই জেলাতেই ১৯ লক্ষ মানুষ বন্যা কবলিত। দুর্যোগপূর্ণ এই আবহাওয়া এখনও চলবে বলে আবহাওয়া দফতর রাজ্য সরকারকে জানিয়েছে। রাজ্য সরকারও তার ভিত্তিতে সতর্ক করেছে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিকে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্য চাওয়ার কথাও ভাবছে মহাকরণ। ২৮ তারিখ পূর্ব মেদিনীপুরে বন্যা কবলিত অঞ্চল দেখতে যাবেন বুদ্ধদেব।

বন্যা-বিপর্যস্ত পূর্ব মেদিনীপুরের ন'টি জায়গায় সমুদ্র ও নদীবাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। এগরা ও কাঁথি মহকুমা এবং হলদিয়া মহকুমার নন্দীগ্রাম ও তমলুক মহকুমার চণ্ডীপুর ব্লকের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। কয়েকটি এলাকার পরিস্থিতি এমনই যে প্রশাসনের বরাদ্দ করা ত্রাণও পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। জেলার ২৫০০টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। জলবন্দি অন্তত ১৫ লক্ষ মানুষ। ২০ হাজার বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে। পাঁচ দিনে জেলায় ৫৭০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এটি রেকর্ড।

জমা জল বার করার ব্যবস্থা করতে গিয়ে বাঁধ ও রাস্তা কাটা নিয়ে উত্তেজনা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এগরায়। বন্যার্তদের উপরে লাঠি চালাতে হয়েছে পুলিশকে। পরিস্থিতি এমনই যে পুলিশ সঙ্গে না নিয়ে এলাকায় ঢুকতে রাজি হচ্ছেন না প্রশাসনিক কর্তারা। একই কারণে সংঘর্ষ হয়েছে ভগবানপুরেও। ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭টির অবস্থাই ভয়াবহ।

কাঁথির রামনগর-১ ও ২ ব্লকের ১২টি অঞ্চল পুরোপুরি জলমগ্ন, ২৫ হাজার মানুষ নিরাশ্রয়। কাঁথি-৩ ব্লকের ১৬৬টি মৌজা জলমগ্ন। ৯০টি ত্রাণশিবিরে ১৩ হাজার মানুষকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। রবিবার দুপুর পর্যন্ত গোটা মহকুমায় ২১১০ হেক্টর জমি জলের তলায় চলে গিয়েছে। কোথাও কোথাও পাঁচ-ছয় ফুট জল দাঁড়িয়েছে।

রবিবার থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে শিলাবতী, কাঁসাই, ঝুমি, রূপনারায়ণ,কেলেঘাই, কপালেশ্বরী, সুবর্ণরেখা, বাগুই নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। মহকুমার সব প্রধান সড়কে জল উঠে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। ঘাটাল-চন্দ্রকোনা রোড ও ঘাটাল-মেদিনীপুর রুটের বেশির ভাগ রাস্তা জলের তলায়। ফলে ঘাটাল থেকে হুগলি, হাওড়া ও মেদিনীপুরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ২০০ গ্রামের লক্ষাধিক মানুষ জলবন্দি। রবিবার সকালে পারাং ও শিলাবতীর বাঁধ ভেঙে দাসপুরে নতুন করে ২০টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। দুই মেদিনীপুরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৪।

পরিস্থিতি সামাল দিতে বীরভূমের তিলপাড়া ব্যারাজ থেকে গত তিন দিনে মোট ২৬ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। রবিবার ছাড়া হয়েছে প্রায় তিন হাজার কিউসেক জল। দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে ১২ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর তিলপাড়া বাঁধ থেকে চার হাজার, ব্রাহ্মণী নদীর উপর বৈদ্যরা বাঁধ থেকে আড়াই হাজার, দ্বারকা নদীর উপর ডিউছা বাঁধ থেকে চার হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। ওই বাঁধগুলি থেকে ১ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হলে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও বন্যার সম্ভাবনা থাকে। তাই এই মুহূর্তে বন্যার আশঙ্কা নেই।

প্রত্যন্ত জেলাগুলির মতো দুর্গত হয়ে পড়েছে কলকাতার বেশ কিছু এলাকাও। কোথাও খাটের উপরে রান্না হচ্ছে। কোথাও বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন খাটের উপরে। যে সব এলাকা থেকে জল নেমেছে সেখানে রাস্তার অবস্থা অবর্ণনীয়। জঞ্জালে পাম্পিং স্টেশনের নিকাশি মুখ আটকে গিয়ে বিপত্তি হয়েছে কলকাতার। অথচ জঞ্জাল সাফাইয়ের মেয়র পারিষদ শহরে নেই। দলের কাজে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছেন। রবিবারেও দক্ষিণ-পূর্ব শাখায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। টিকিয়াপাড়ায় জল জমে থাকায় কিছু ট্রেন থামানো হয়েছে সাঁত্রাগাছি স্টেশনে। বাতিল করতে হয়েছে কিছু লোকাল ট্রেনও। দিঘা-হাওড়া রুটেও বন্ধ হয়ে গিয়েছে ট্রেন চলাচল।

উত্তর ২৪ পরগনার ৩০ হাজার মানুষ জলবন্দি। ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন তিন হাজারেরও বেশি মানুষ। গ্রাম, শহর সবই বিপন্ন। জল সরছে না পানিহাটি, কামারহাটি, ইছাপুর, নৈহাটি, হালিশহর, কাঁচরাপাড়ার মতো বেশ কিছু শহুরে অঞ্চল থেকে। বনগাঁ মহকুমার তিনটি ব্লকে বেশ কিছু মাটির

এর পর ছয়ের পাতায়

● বৃষ্টির খবর...পৃঃ ৬ ও কলকাতা ১

জল বাড়ছেই। প্লাবিত জেলায় ডোঙাই এখন ভরসা। যত দূর যাওয়া যায়, মরিয়া চেষ্টা তারই। রবিবার ঘাটালের রথীপুরে ছবিটি তুলেছেন সৌমেশ্বর মণ্ডল।

ত্রাণের জন্য চলেছে নৌকা। কাঁথি থেকে এগরায়। — প্রণব মিশ্র

ANADABAZAR PATRIKA

Strike-free IT in Buddha's reach

OUR BUREAU

Calcutta, Oct. 23: Buddhadeb Bhattacharjee has all but sealed victory in his battle with the CPM's labour arm, Citu, over making information technology free from strikes.

Two senior leaders — Jyoti Basu and Anil Biswas — appeared to support Bhattacharjee's stand that since infotech is a 24x7 industry, it could not afford strike-induced shutdowns, which happened on September 29 during the nationwide bandh called by Citu.

"Information technology is a relatively new entity which works in a different manner, we will have to discuss if employees could resort to strikes in the IT sector," said former chief minister and politburo member Basu.

On October 25, when the CPM politburo meets, the question will be on the agenda. Bhattacharjee had said after the disruption caused by last month's strike — when Citu seemed to have deliberately targeted the IT sector — that he would himself raise the issue of insulating the service industry against such labour action.

Citu leaders have asked why IT needs such protection and have been running a parallel campaign to form unions in the industry.

"Our politburo will discuss at length whether employees could go on strike in a continuous process industry like IT.

Basu: Voice for Bhattacharjee

The review is also important in the context of the felt need of our government," Basu said. It had been discussed once before, "but this time we will have to adopt a substantial position on the matter", he added.

Yesterday, party boss Prakash Karat had also said the politburo had decided to confront the controversy. He supported Citu's call to form unions in the IT industry, but reminded it that this had to happen from within and could not be imposed from outside.

Karat was noncommittal on whether or not strikes ought to be banned in IT, but was vocal in support of Bhattacharjee's initiatives to draw investments to Bengal. IT is a key element of Bhattacharjee's plan and he fears strikes will scare away potential investors.

Citu general secretary Chittabrata Majumdar, also a politburo member, and state secretary Kali Ghosh separately said: "We have placed our views (on forming unions) before the politburo and are going to do it once again next week. Let them give us a direction."

It could well be that the politburo, while recognising the right to form unions, will tell them to keep IT out of reach of strikes.

State CPM secretary Anil Biswas echoed Basu, indicating the Bengal party was fully behind Bhattacharjee. "The industry needs protection.

"IT services can be likened to those offered by an airline. However, the industry must also ensure that all employees/workers engaged by the companies are compensated well for their labour."

Bengal under water, cry for help rings loud

OUR BUREAU

Oct. 23: With the rain proving relentless, the situation in submerged south Bengal districts worsened today and the toll went up to 13.

Seven fresh casualties were reported from East Midnapore alone. The situation in parts of North and South 24-Parganas, Hooghly and Howrah was described as "critical" with several rivers — the Keleghai, Kapaleshwari, Baghai and Chandia for example — flowing above the danger mark.

Officials at Writers' Buildings said this afternoon Egra, Contai and Haldia of East Midnapore, Keshpur, Sabong Pingla, Narayangarh, Ghatal, Mohanpur and Kharagpur of West Midnapore, Pathar Pratima and Sandeshkhali of South 24-Parganas and Bagda, Minakhan and Bongaon of North were some of the worst-affected areas.

Bhaku Ghorai, 35, died today after a wall collapsed in Khejuri, East Midnapore. Rajabala, 70, whose paddy on two-and-a-half *bighas* was destroyed by the rain, died of a heart attack.

In Ramnagar block, Kartik Jana, 50, also died of a heart attack. A district official said he, too, could not bear the havoc rain played on his property.

At Bolpur in Birbhum, 15-year-old Parvati Maddi died while her brother Dibakar, 8, was seriously injured when a wall of their mud house gave way.

"Everything is over. We haven't had anything to eat for three days," said Lakshmi Patra, 60, of Bhavanichak village in Egra. Sheikh Samsher of Bagmari in Patashpur has been marooned for the past three days. "We have no water to drink. Relief hasn't reached us," he said.

Buddhadeb Bhattacharjee, who is in Kanpur for a party programme, called relief minister Hafiz Alam Sairani and sought a situation report. The chief minister will visit the flooded areas of East Midnapore on October 28.

District officials dubbed the deluge worse than the one in 1978. The CPM zilla parishad chief, Niranjan Shee, said over 65,000 people have yet to get relief materials.

Health minister Surjya Kanta Mishra visited some of the affected areas and met district officials. "I have asked the administration to see to it that relief reaches the flood-hit people. We are thinking about alternative crops in places where standing crops were destroyed," he added.

About 22 lakh people have been hit by the flooding in south Bengal. About 19 lakh of them belong to the two Midnapores. Around 1.25 lakh people are now housed in some 1,200 camps.

Sairani and irrigation minister Biswanath Chowdhury today reviewed the situation at a meeting with their departmental officials.

"East Midnapore is the most affected as water from adjoining districts flows to the sea through this district. If the situation worsens, we will seek assistance from the Centre," Sairani said.

In Hooghly, fresh areas at Khanakul and Goghat were inundated as the Damodar Valley Corporation (DVC) released water. Officials said the Mundeshwari, Damodar and the Darakeshwar are in spate.

In four days, Kakdwip in South 24-Parganas has received a maximum rainfall of 581 mm, while Amgachhia and Sabong in West Midnapore have got 512 and 412 mm of rain.

About 150 migratory birds have died in Nadia in the past two days, forest officials there said today. The birds had just arrived at Kuchiadanga village in Karimpur, on the bank of the Jalangi river, about 190 km from Calcutta.

"Feathers and wings of the dead birds will be sent to Calcutta for tests to identify their species and the cause of the deaths," said Sourendra Pal, the divisional forest officer of Nadia and Murshidabad.

In Burdwan, standing aman crops on 4.36 lakh hectares are under water for the past six days.

HELD HOSTAGE: AT HOME OR IN THE MIDDLE OF A ROAD

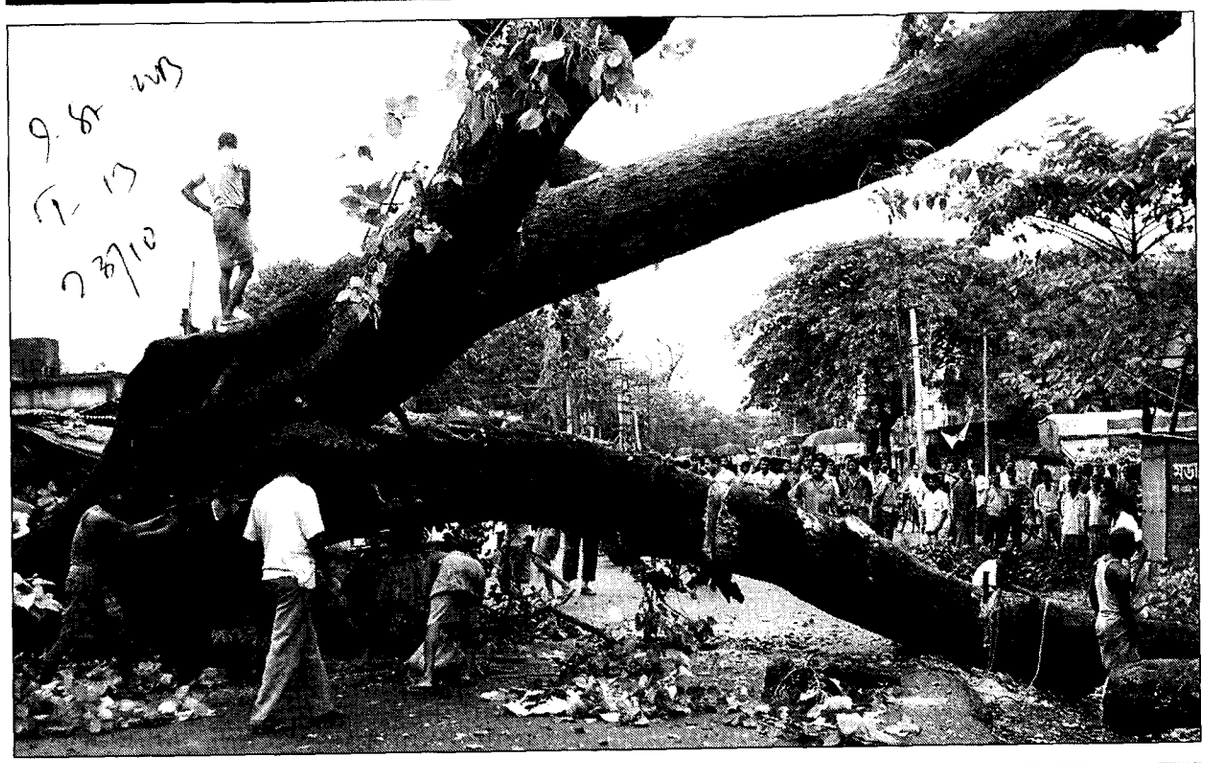

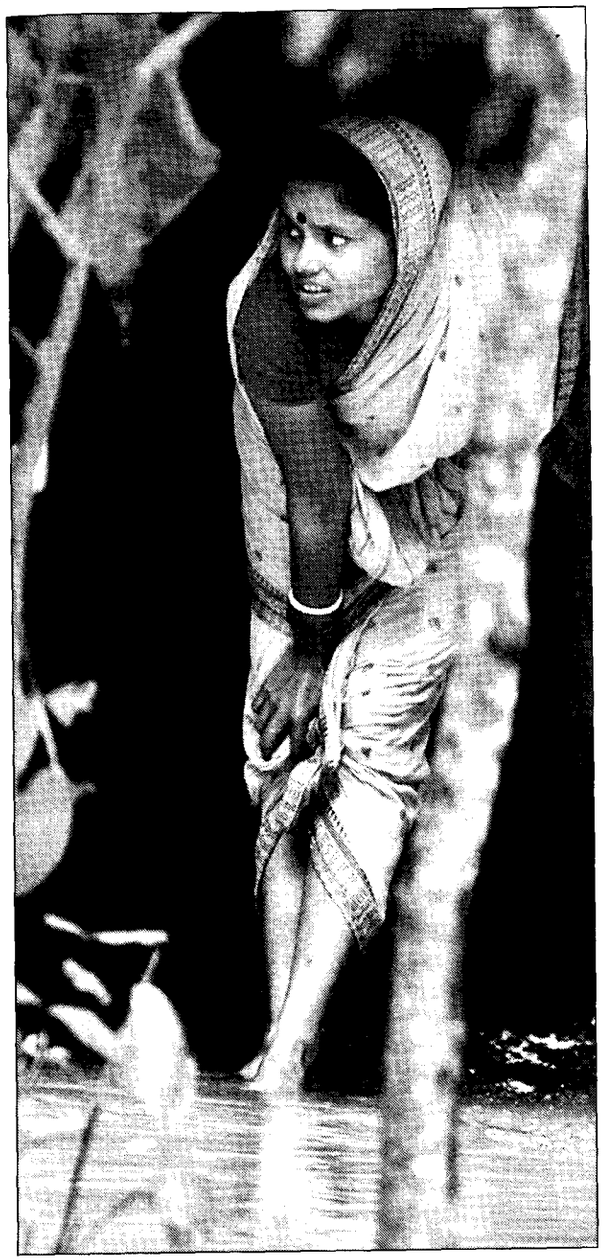

(Clockwise from top left) **An uprooted tree being chopped to clear Jessore Road on Saturday. A woman looks out of her house at Kundi village in Egra, about 190 km from Calcutta, on Sunday and a flooded road on the way to Digha.** Pictures by Soumen Bhattacharjee, Reuters and Naresh Jana

Floods affect 22 lakh in Bengal

Statesman News Service

KOLKATA, Oct 23.— More than 22 lakh people have been affected by floods and flood-like situation across four districts in West Bengal following incessant rains which lashed the state for the past five days, the government said today.

The rains have claimed eight lives so far. The administration, however, has put the toll at four.

"Heavy rains across the state have affected East Midnapore, West Midnapore, North 24-Parganas and South 24-Parganas and parts of Howrah and Purulia. Twenty-two lakh people have been affected across these districts, of which 19 lakh people are in East and West Midnapore alone," state relief minister, Mr Hafiz Alam Sairani, said today after a high-level meeting at Writers' Buildings.

The meeting, which was also attended by state irrigation minister, Mr Biswanath Chowdhury, was called to review the flood situation in the state. "We have opened 1,200 relief camps across the affected districts where nearly 1.25 lakh people have been provided shelter," Mr Sairani said.

A relief contingency fund of Rs 5 lakh has been set up for East Midnapore, where all the rivers are flowing above the danger level, the minister said. Similarly for Howrah and Purulia districts, a relief contingency fund of Rs 1 lakh and Rs 2 lakh respectively have been set up, the minister said. He added that among the worst affected areas, Sabang had received 412 mm of rainfall in the past four days, while Kakdwip received 581 mm of rainfall.

The chief minister, Mr Buddhadeb Bhattacharjee, who is presently in Kanpur, also called up his Cabinet colleague on the flood situation today, an official said.

"In Kolkata and its outskirts, too many areas are still under water and weather officials have told us that the rains would continue for another 48 hours. If the rain continues for another day then we would request the Centre to send a monitoring team to assess the situation in the state," Mr Sairani said.

The irrigation minister said 46 pumps in the department's Chowbhaga, Uttarbhag and Keorapukur pumping stations are being used to drain out water from various areas of South and North 24-Parganas.

More reports on Kolkata Plus I

THE STATESMAN

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ধর্মঘট বন্ধে বুদ্ধের মতেই সায় দলের

দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরী ● নয়াদিল্লি

২২ অক্টোবর: অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মতবদলের সূত্র ধরে ভবিষ্যতে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রকে ধর্মঘটের আওতা থেকে ছাড় দিতে চলেছে সিপিএম। তবে শুধু তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকে আলাদা করার বদলে ছাড়ের তালিকায় আরও কয়েকটি বিষয় জোড়া হতে পারে বলে দলীয় সূত্রের খবর।

অর্থাৎ, সিটুকে পর্যুদস্ত করে এই লড়াইটাও জিততে চলেছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-অনিল বিশ্বাস জুটি।

তবে এই সিদ্ধান্ত দলের আগামী মঙ্গল ও বুধবার পলিটব্যুরোর বৈঠকেই গৃহীত হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রকে ধর্মঘটের আওতার বাইরে রাখার বিষয়টি পলিটব্যুরোর বৈঠকে তুলবেন বলে নিজেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সীতারাম ইয়েচুরি এই প্রশ্নে পুরোপুরি তাঁর পাশে আছেন। তা ছাড়া, রাজ্য সম্পাদক পিন্নরই বিজয়নের নেতৃত্বে কেরল শাখার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশও অর্থনৈতিক প্রশ্নে দৃষ্টিভঙ্গি বদলের পক্ষপাতী। ফলে পলিটব্যুরোয় পরিবর্তনপন্থীদের ধার যথেষ্ট। কিন্তু সিটু লবি তো বটেই, সেই সঙ্গে ভি অচ্যুতানন্দন, এস আর পিল্লাই-সহ কিছু নেতা 'বাণিজ্যিক সংস্থায়' এই ধরনের ছাড় দেওয়ার বিরুদ্ধে। তাঁদের যুক্তি, একটি ক্ষেত্রে ছাড় দিলে অন্যত্র ধর্মঘটের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। এই পরিস্থিতিতে ঘোরতর মতভেদ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় কমিটির পরবর্তী বৈঠক পর্যন্ত বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যেতে পারে।

আর এই বিভাজনের প্রেক্ষিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনেকটাই নির্ভর করবে প্রকাশ কারাটের ভূমিকার উপরে। কারাট আজ বলেছেন, "জনস্বার্থ সংক্রান্ত পরিষেবার ক্ষেত্রে ধর্মঘট হওয়া উচিত কি না, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এ ক্ষেত্রে আমাদের নীতি স্পষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন।" দলীয় সূত্রের খবর, কারাট মোটেই বুদ্ধদেবের বক্তব্যের বিরুদ্ধে নয়। তবে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তাঁকে ভারসাম্য রক্ষার কাজটিও করতে হবে।

কারাটের ঘনিষ্ঠ সূত্র বলছে, কেন্দ্রে মিত্র সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য মাঝেমধ্যে ধর্মঘটকে যথেষ্ট উপযুক্ত অস্ত্র বলেই তিনি মনে করছেন। কারণ, কারাট ভবিষ্যতে তৃতীয় ফ্রন্টকে কেন্দ্রে ক্ষমতায় দেখতে চান। তাই দলের অগ্রগতি তাঁর প্রথম লক্ষ্য। শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েও বামেদের অগ্রগতি হচ্ছে বলে তাঁর ধারণা (যেমন, ক্ষুদ্র শিল্পে আইন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বাম শ্রমিক নেতারা সঙ্ঘ পরিবারের বিএমএসকেও সঙ্গে পেয়েছেন)। এই অবস্থায় ট্রেড ইউনিয়নকে দুর্বল করার পক্ষপাতী নন কারাট।

কিন্তু এই মনোভাবের সঙ্গে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রকে ধর্মঘটের আওতা থেকে ছাড় দেওয়ার সংঘাত নেই।

বস্তুত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরনো ধ্যানধারণা থেকে সরে আসার কাজটি সিপিএম শুরু করেছে বেশ কিছু দিন আগেই। এর প্রথম প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল সংসদের বাজেট অধিবেশনে, যখন দল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সংক্রান্ত বিলটিকে সমর্থন করে। পরে পার্টি কংগ্রেসেও এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির অনুমোদন মেলে। দলের দলিলে বলা হয়, বিশ্বায়নের (অর্থাৎ পরিবর্তিত বাস্তবতার) মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা হবে। এ ক্ষেত্রে দলের ব্যাখ্যা ছিল, আগের মতো সব কিছুর বিরোধিতা করে যাওয়ার অর্থ, বাস্তবতা থেকে মুখ ঘুরিয়ে রাখা। কোথায় কী ভাবে বিদেশি লগ্নিকে স্বাগত জানানো হবে, তার স্পষ্ট নীতিও তখন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কাজেই পরবর্তী কালে সালিম গোষ্ঠীর বিনিয়োগ থেকে শুরু করে নতুন বিমানবন্দরে যত বেশি সম্ভব বিদেশি

এর পর পাঁচের পাতায়

● নরম হতে চান কারাট...পৃঃ ৫

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়তে চান মুকেশ

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

২২ অক্টোবর: পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২০ হাজার একর জমি নিয়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে আগ্রহী ভারতের বিশিষ্ট শিল্পপতি মুকেশ অম্বানী। চিনের পুদংয়ে প্রায় ৩৫০ বর্গ কিলোমিটার জমিতে এ ধরনের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আছে। সেই আদলে ভারতেও এ ধরনের মেগা-শিল্পাঞ্চল গড়তে উৎসাহী মুকেশ। এ রাজ্যের পাশাপাশি পঞ্জাবেও এ ধরনের শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে চান তিনি। সম্প্রতি পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। নভেম্বর মাসে সম্ভাব্য কলকাতা সফরে মুকেশ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলবেন।

এ ব্যাপারে মুকেশ তাঁর টিমকে একটি প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করতে বলেছেন। এই রিপোর্টটি চূড়ান্ত হলে তবেই তা রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আনুষ্ঠানিক বৈঠক না হলেও রিলায়েন্সের সঙ্গে রাজ্য সরকারের ঘরোয়া আলোচনা হয়েছে। মেদিনীপুর জেলায় খড়গপুরের কাছে গুপ্তমণিপুর এলাকায় প্রচুর অনুর্বর জমি আছে। এই জমিতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা সম্ভব কি না, তা বিবেচনা করা হচ্ছে। আইআইটি থেকেও এই এলাকাটি কাছে হওয়ায় বাড়তি সুবিধে রয়েছে। তবে কাছেই কলাইকুন্ডায় প্রতিরক্ষার বিমান পরিষেবার বেস থাকায় কিছু সমস্যাও আছে। আর ঠিক কতটা জমি পাওয়া সম্ভব তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারণ অনেক বেশি জমিতে মেগা-প্রকল্পে উৎসাহী মুকেশ।

এই প্রকল্পের পাশাপাশি খোদ কলকাতা শহরে একটি ভারত-চিন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলতেও চাইছেন মুকেশ। চিনের সঙ্গে ভারতের আর্থিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক অগ্রগতির প্রেক্ষিতে এ ধরনের কেন্দ্র বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে তিনি মনে করছেন। কলকাতার এই কেন্দ্রে সংস্কৃতি ও অর্থনীতির মেলবন্ধন ঘটানো হবে। শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন চিনে গিয়ে এ ব্যাপারে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন বলে জানা গিয়েছে।

তবে রাজ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার আগে দলের মনোভাব জানতে আগ্রহী মুকেশ। সম্প্রতি সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে কথা বলে মুকেশ এ ব্যাপারে অস্পষ্টতা দূর করেছেন। মুকেশকে সীতারাম জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যে এ ধরনের উদ্যোগে দলের কোনও আপত্তি নেই। তবে প্রকল্পের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা রাজ্য সরকারের সঙ্গেই করতে হবে। কেন না এ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ নন।

কিছু দিন আগেই কেন্দ্র সংসদে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন পাস করেছে। তার আগে বাম-চাপে খসড়া বিল সংশোধনও করা হয়। তাতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলেও কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়। ১৯৫৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন আইন এবং '৫৪ সালের শিল্পবিরোধ আইন নিয়ে বাস্তবে এখন অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিশেষত এ ধরনের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে রাষ্ট্রের মধ্যেই যেন এক 'স্বাধীন রাষ্ট্র' গড়ে ওঠে, যেখানে রফতানিকারী সংস্থারা অনেক স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করতে পারে।

সীতারাম অবশ্য বলেন, এই আইনে ট্রেড ইউনিয়নের স্বার্থরক্ষার কবচ আছে। মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন, শ্রম কমিশনারের মাধ্যমে রাজ্য সরকারও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে শ্রমিক স্বার্থরক্ষা করবে। রিলায়েন্স সূত্রে বলা হচ্ছে, মুকেশ ভারতে বিশেষ আর্থিক অঞ্চল গড়ে তুলতে উৎসাহী, কেন না আধুনিক গবেষণাই বলছে, আমেরিকার তুলনায় চিন-ভারতের মতো জনবহুল রাষ্ট্রে এই আর্থিক অঞ্চলের প্রকল্প বেশি মাত্রায় সফল হচ্ছে।

ANADABAZAR PATRIKA

Salim asked to spread out projects

Statesman News Service

KOLKATA, Oct. 21. — In the wake of the controversy over bulk land acquisition for Salim projects, the state government has asked the group's CEO, Mr Benni Santasso, to set up the proposed health and knowledge city-cum-township and commercial hub in different locations in the northern suburbs which will be close enough to ensure smooth connectivity. It was initially planned to have the projects at one place.

"The government wants them to plan the health and knowledge park et al in a decentralised manner. This will make land acquisition easier. We have no idea how much land will be required for the projects. The search for sites will begin only after we receive the DPR from them," the industries secretary, Dr Sabyasachi Sen, said today.

The government is giving priority to the 2,500-acre Special Economic Zone-cum-Industrial Park in South 24-Parganas, as well as the four-lane road connecting Raichak with Barasat. But land for the projects will be acquired and leased out to the Indonesian investors "only in phases" after getting a similar DPR.

Maintaining that identification of land for the SEZ is yet to be finalised, the secretary pointed out that it would be difficult for the Salims to fine-tune the final DPR without the actual site being identified.

The industries secretary and the West Bengal Industrial Development Corporation MD, Mr Gopalkrisnan, held talks with Mr Santasso and his team at a city hotel. They signed the agreement on behalf of the government leasing out and giving formal possession of 65 acres to the group for its motor-cycle unit at Uluberia.

"As long as they enjoy the government's support, they feel unperturbed," Mr Gopalkrisan said after meeting Mr Santasso. The state urban development minister, Mr Asoke Bhattacharya, also spoke to the Salim chief regarding the group's proposed township project in west Howrah. The chief minister as well as the industries minister had earlier said that 5,100 acres would be required for the projects. This triggered apprehensions among farmers and led to agitations.

Mr Santasso, accompanied by Mr Prasun Mukherjee and Mr Anton Aditya Subowo, left for Singapore by a Singapore Airlines flight which left NSC Bose airport around midnight. His arrival was marked by an almost unprecedented security arrangement from the airport to the city yesterday. His departure was in sharp contrast, without any visible security arrangement along the way. He was led to the airport by police escort.

Another report on page 7

Foreign investors keen: Basu

KOLKATA, Oct. 21. — Investors from other countries, including the USA, are willing to set up projects in West Bengal, former chief minister Mr Jyoti Basu said today. He was talking to reporters after a meeting of the CPI-M secretariat. Describing the Opposition as "irresponsible" and "anti-development", Mr Basu said the finance minister, Mr Asim Dasgupta, would visit the USA next month and meet entrepreneurs there. The industries minister, Mr Nirupam Sen, will also go to China for the same purpose. — SNS

THE STATESMAN

Left nod to 2 Salim projects

Puts Sensitive Plan at South 24-Parganas On Hold

TIMES NEWS NETWORK

Kolkata: The Left Front on Thursday put its stamp of approval on the two Salim projects — a two-wheeler factory at Uluberia and the West Howrah township — but kept in abeyance the contentious industrial-cum-real estate projects in South 24-Parganas.

South 24-Parganas is difficult terrain, for it has a large Muslim tiller population and Trinamul Congress has been making efforts to drum up support among people here against the acquisition of land. With the assembly polls round the corner, the survey and acquisition of these lands could be a sticky affair. Mamata Banerjee has already sounded a war cry against Salim and linked up with the Jamiat-e-Ulema-Hind, stoking up passions in South 24-Parganas.

The decision to show green light to the remaining mega projects was taken at a Left Front meeting on Thursday, hours before Benny Santoso, Salim executive director, landed in the city. Buddhadeb Bhattacharjee made a presentation on his government's policy on industrialisation.

> With the polls round the corner, the survey and acquisition of land in South 24-Parganas can be a sticky affair

"On the basis of our discussions, the Front partners reached a consensus on the Uluberia two-wheeler plant," LF chairman Biman Bose said. "Partners have given the green signal to the government to start work." The West Howrah township project was finalised over 12 years ago. "But on other subjects, now at a discussion stage, we'll prepare a agenda and take them up again," Bose said. He didn't make a reference to the South 24-Parganas project, which includes a knowledge city, comprising an IT and biotech park, a health city, a residential colony and a highway. The Front laid down norms to be followed for handing over land for industrial projects. "Only fallow land and plots on which cultivation isn't possible will be diverted for development projects. But there may be exceptions," Bose said.

THE TIMES OF INDIA

সালিম নিয়ে তৃণমূলকে বৈঠকে ডাক বুদ্ধের, প্রত্যাখ্যান মমতার

স্টাফ রিপোর্টার: বিদেশ থেকে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করতে আসছেন, তাঁদের বিরোধিতার অর্থ রাজ্যের স্বার্থের বিরোধিতা। সালিম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলনকে এই ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কলকাতায় সালিমের প্রতিনিধি বেনি সান্তোসোর পদার্পণের কয়েক ঘণ্টা আগে, বুধবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সালিমকর্তার পথ আটকানোর জন্য ছক সাজাতে ব্যস্ত, তখনই মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কাগজে দেখলাম, তৃণমূলের তরফে আপত্তি তোলা হয়েছে। সংস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন থাকলে বা শিল্প নিয়ে প্রস্তাব থাকলে ওরা আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। এখনও আসতে পারেন। আমরা খুব স্বচ্ছ ভাবে কাজটা করছি।"

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য নস্যাৎ করে মমতা বলেন, "শিল্প গড়ার নামে বিদেশিদের কাছে এখনকার জমি, যা আমাদের মাতৃভূমি, তা বিক্রি করার যাবতীয় চক্রান্ত রুখতে আমরা প্রস্তুত।" তাই আজ, বৃহস্পতিবার সারা দিন রাস্তায় তাঁদের নেতা ও কর্মীরা কে কোথায় থাকবেন, তার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বিমানবন্দরের রাস্তা, ভি আই পি রোড, ই এম বাইপাস থেকে শুরু করে যেখান দিয়ে সান্তোসোর যাওয়ার কথা নেই, সেখানেও বিক্ষোভ-অবরোধ করবে তৃণমূল।

মমতার কথায়, "সরকার যদি স্বচ্ছ ভাবে কাজ করত, তা হলে সালিমকর্তাদের অভ্যর্থনা জানাত লাল কার্পেট পেতে। এ ভাবে বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করে, বন্দুক উঁচিয়ে নয়। আমরা সরকারের হিংস্রতার কাছে আত্মসমর্পণ করব না।" আন্দোলনরত তৃণমূল নেতৃত্বের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ: "ও-পথে যাবেন না।"

এ রাজ্যে মিতসুবিশি, আই বি এম, কগনিজেন্টের মতো বিদেশি সংস্থা আছে বলে জানিয়ে সালিমদের লগ্নির প্রসঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য বুদ্ধবাবু তৃণমূল নেতৃত্বকে আহ্বান জানিয়েছেন। মমতা মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণ খারিজ করে দিয়ে বলেছেন, "আজ কেন আমাদের আলোচনায় ডাকছেন? কেন আগে ডাকেননি? এ তো রোগীর চিকিৎসার সময় না-ডেকে তার মৃত্যুর পরে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য ডাক্তার ডাকার মতো ব্যাপার। আমাদের দিয়ে বুদ্ধবাবুরা বাংলার চাষিদের মৃত্যু-পরোয়ানা লটকাতে পারবেন না।"

বাংলার উন্নয়নের প্রশ্নে তৃণমূল নেত্রীর এই দৃষ্টিভঙ্গির কড়া সমালোচনা করেছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন। তাই আলোচনায় বসার জন্য বিরোধীদের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিরোধীরা, বিশেষ করে তৃণমূল গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না।"

তৃণমূল নেত্রী তাঁর আবেদন খারিজ করে দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী যারপরনাই ক্ষুব্ধ। মমতার এই ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে তিনি বিস্মিতও। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য তৃণমূল নেত্রী সম্পর্কে সরাসরি কিছু বলতে চাননি। প্রশ্ন করা হয়, রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে মমতা 'শুভবুদ্ধি'র পরিচয় না-দিয়ে কী প্রমাণ করলেন? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এটাই তো বড় প্রশ্ন।" মমতার বক্তব্য জানার পরে রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক কর্তাদের জানিয়ে দেন, যে-কোনও মূল্যে বেনি সান্তোসোকে মহাকরণে নিয়ে আসতে হবে শান্তিপূর্ণ ভাবে। তার পাশাপাশি শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সচল রাখতে হবে পুলিশ-প্রশাসনকেই।

সালিমকর্তার কলকাতা প্রবেশ রুখতে তৃণমূলের আন্দোলন নিয়ে ক্ষোভ গোপন করেননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "এটা আমাদের রাজ্য বা শহরের সংস্কৃতির সঙ্গে মেলে না। দেশ-বিদেশে কী বার্তা পৌঁছবে? শিল্পপতিদের কাছে কী বার্তা পৌঁছবে? এখানে শিল্প গড়তে এলে শিল্পপতিদের বিরোধিতা করা হয়? এটা ঘটলে কি রাজ্যের পক্ষে যাবে? রাজ্যের স্বার্থে যাবে? এটা রাজ্যের স্বার্থে যাবে না। আমি আবার বলছি, তৃণমূল নেতৃত্ব এখনও কথা বলতে পারেন।"

এর জবাবে মমতা বলেন, "আমরা বুদ্ধবাবুর কাছ থেকে সংস্কৃতি শিখব না। ওঁরা যখন হাজরায় আমায় পিটিয়েছিলেন, সেটা বাংলার সংস্কৃতিপন্থী ছিল তো? ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে ওঁরা যে-বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন, তা সংস্কৃতি ছিল তো?"

মুখ্যমন্ত্রী জানান, উলুবেড়িয়ায় মোটরসাইকেল কারখানা তৈরির বিষয়টি চূড়ান্ত করতেই এ বার কলকাতায় আসছে সালিম গোষ্ঠী। চুক্তি আগেই হয়েছিল। তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতেই আসছে তারা। তিনি বলেন, ইন্দোনেশিয়ার ওই গোষ্ঠীর সহযোগিতায় মোটরবাইক কারখানা গড়ে উঠলে রাজ্যের উপকার হবে। কারণ, রাজ্যে এই ধরনের কোনও কারখানা নেই। রাজ্যের জন্য এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ। সান্তোসো আগেও কলকাতায় এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "শিল্পায়ন নিয়ে কথা হয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু প্রকল্প নিয়েও আলোচনা হয়েছে।" তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, এত বিরোধিতার মধ্যে বেনি কি মহাকরণে পৌঁছতে পারবেন? তিনি জবাব দেন, "আমার কথা আমি বলেছি।"

এ দিকে, সালিমদের জমি দেওয়ার বিষয়টি বামফ্রন্টের শরিকদের কাছেও গোপন রেখে মুখ্যমন্ত্রী ইন্দোনেশিয়া গিয়ে সব কিছু চূড়ান্ত করে এসেছেন বলে অভিযোগ করেন মমতা। এই অভিযোগকে আমল না-দিয়ে অনিলবাবু জানান, সালিমদের জমি দেওয়া এবং লগ্নির বিষয়ে শরিকেরা তাদের মতামত বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুকে লিখিত ভাবে জানিয়ে দিয়েছে। সেই মতামত নিয়ে আজ, বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বামফ্রন্টের বৈঠকে আলোচনাও হবে।

● **জমি নিয়ে বাড়ি ও কাজ দিতে আর্জি জানাবে সরকার...পৃঃ ৬**

ANADABAZAR PATRIKA

Search for Salim safe passage

Unprecedented security arrangements for Beni Santosa & co

HT Correspondent
Kolkata, October 18

A SMOOTH landing will be the least of the state government's worries on Thursday. The real problems will begin after Beni Santosa lands, with Mamata Banerjee's men having pledged to block the Salim Group boss on his way to Writers'.

There are two possible ways of countering the threat. One is to strike down the protest; the other is to whisk away the five-man Indonesian team on a different route, possibly by air. Authorities would not commit themselves on the second option, but they didn't rule out the possibility of flying the visitors to South 24-Parganas by helicopter, from where they can survey aerially the proposed site for an industrial township.

The preferable option would still be to ensure safe passage by road, and home secretary Prasad Ranjan Ray vowed to deploy adequate forces. The police would remove blockades; any problem anywhere would be tackled, he vowed.

For all the optimism, the state is worried. The hint of the helicopter option is one indication; another is a series of meetings on Tuesday. At Writers', chief minister Bhattacharjee had an hour of brainstorming with his chief secretary and home secretary; another hour-long meeting followed among the chief, home and industry secretaries, the DMs and SPs of both 24-Parganas districts, and the police commissioner. In North 24-Parganas, the police held a meeting and decided to gather forces and barricade the area around the airport and monitor roads.

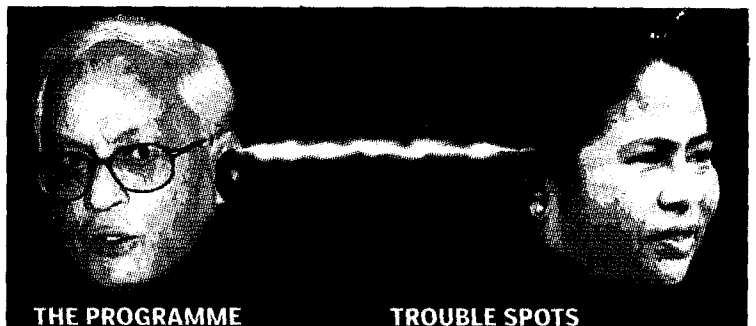

THE PROGRAMME
Beni Santosa lands at 1.30 pm on Thursday, meets chief minister at Writers' at 5.30 pm, leaves on Friday

THE THREAT
Trinamool activists will gather near Airport Hotel, hoping to block Beni Santosa. Even if they can't, they will boo Santosa and show him black flags along his route from the airport to Grand Hotel

COUNTER-OFFENSIVE
District cops and CISF posted around airport, city police along the route. CPI(M) hasn't marshalled resources, but says it will not sit idle if protesters turn violent

TROUBLE SPOTS
Around Airport Hotel, VIP Road, Bridge No 4, Park Circus, BBD Bag, Writers' Buildings, Grand Hotel

EXPECTING TROUBLE
Mamata: Spoiling for a showdown
Home secretary Prasad Roy: Admits his fears

UNFAZED
Buddhadeb Bhattacharjee: Vows to go ahead, come what may
Anil Biswas: Says Trinamool can't do much

SALIM'S PLANS
Two-wheeler factory, four-lane expressway, health city, industrial township

The chief minister put up a brave face: "Nothing will happen. There will be no obstacles to the state's development, whether Trinamool wants it or not." But the home secretary was more forthcoming: "The state government does apprehend some trouble."

History bears out Ray's fears. In 1993, Mamata's supporters had encircled Writers' Buildings from four sides, leaving the police so scared that they opened fire and killed 13 activists. Possibly bearing that in mind, the state has told its security forces not to be provoked this time. It has advised them against using muscle power while staying firm on ensuring smooth passage for the visitors.

The biggest headache will be at the airport, where the Trinamool plans to mobilise its forces. Jyotipriyo Mullick and Madan Mitra will lead demonstrators near Airport Hotel, under instructions to block the carcade.

Mamata said it was up to the administration to ensure peace. "If they use force, they will face the music," she said. The CPI(M) rubbished her threat. "The Trinamool doesn't have the strength to carry out its plan. If they attack the administration, we will not sit idle," Anil Biswas said.

Benni slips in, Mamata left standing

Statesman News Service

KOLKATA, Oct. 20. — It can only happen in Bengal. An investor comes calling for business deals that can directly employ 3,000 people. But his every movement necessitates unprecedented security resulting in a cat-and-mouse game between the police and those who had issued threats to prevent him from entering the city.

This cat-and-mouse game involving use of dummy convoys to fool Miss Mamata Banerjee and her party was played out since this morning as Mr Benni Santasso of Indonesia's Salim Group touched down at NSC Bose Airport. But as the high drama unfolded, Miss Banerjee's threats proved hollow with the Trinamul chief retreating without causing a scratch.

It all began when the special flight CL-604 carrying Mr Santasso landed around 10.55 a.m. amid tight security. Immediately, Mr Santasso, along with Mr Prasun Mukherjee and Mr Anton Aditya Subowo boarded two Maruti Esteems. But first, an Ambassador with a beacon light drove out of the airport along with police vehicles giving the impression that the visitors were in it.

Soon after, another convoy of about 15 vehicles, including the Maruti Esteem cars drove out. The convoy with the visitors took the Rajarhat-New Town-EM Bypass route to reach the city while the dummy convoy moved along VIP Road, Beliaghata Main Road and the EM Bypass. Finally, both convoys joined near Chingrihata and drove to Taj Bengal hotel instead of Grand hotel as announced earlier. Policemen were deployed all along the route. Vehicles approaching the airport were checked to ensure no demonstrator got near the terminal building.

Ms Banerjee reached the hotel along with Mr Subrata Bakshi, Trinamul leader at 12.55 p.m. The main entrance to the hotel was closed on her arrival. Miss Banerjee said: "The visitor has been put under house-arrest. They have cheated the people by bringing the visitors secretly before time and by providing unprecedented security cover, which even a head of a state does not get."

SENDING SANTASSO BACK... WELCOMING HIM

Miss Mamata Banerjee leads a demonstration in front of Taj Bengal on Thursday (left). The chief minister and Mr Benni Santasso address the media at Writers' Buildings. — Rajib De & Sailendra Mal

However, police gave her and other leaders the slip when Mr Santasso was driven out in a convoy at 2.17 p.m. for Writers' Buildings where it reached at 2.30 p.m.

Miss Banerjee arrived there 10 minutes later and remained seated in her car. Her lieutenants, Mr Sougata Roy, Mr Sanjoy Bakshi and Mrs Sonali Guha, arrived later and shouted: "Salim go back." All three were arrested. Mr Pankaj Banerjee was the next to arrive. As he tried to enter the secretariat, its central gate was closed. He then engaged in a verbal duel with senior policemen. After meeting the chief minister, Mr Santasso was driven back to Taj Bengal and later shifted to Grand hotel.

Miss Banerjee then addressed an impromptu press conference outside Writers' Buildings. She claimed "moral victory" for the "save farmers movement" spearheaded by the Trinamul to protest against the transfer of agricultural land for industrialisation. "Demonstrations against Mr Santasso were not intended to hurt him physically, but to drive home the message that we won't allow him to make a fortune with the blood of farmers," she said. The Trinamul chief even coined a slogan: "Buddha Salim together made for each other".

Emboldened by the "success" of the protest, the Trinamul, BJP and 10 other outfits, including the Samajwadi Party and the NCP, floated the Pashchim Banga Ganatantrik Front to "end 28 years of Left Front misrule". Miss Banerjee is the chairperson and Mr Sunanada Sanyal, educationist, the chairman of its advisory council.

ALL IN A DAY'S WORK

10.55 a.m. – Lands at NSC Bose Airport in chartered flight

11.05 a.m. – Leaves for Taj Bengal in a convoy of 15 cars

11.50 a.m. – Convoy reaches Taj Bengal

12.55 p.m. – Mamata Banerjee and MLAs arrive in front of Taj Bengal and demonstrate

2.17 p.m. – Leaves Taj Bengal for Writers' Buildings

2.30 p.m. – Arrives at Writers' Buildings and waits in conference room

2.40 p.m. – Mamata Banerjee and MLAs reach Writers' Buildings; Miss Banerjee remains in car while MLAs demonstrate

3.15 p.m – Trinamul leaders Mr Pankaj Banerjee, Mr Sougata Roy and Mr Subrata Bakshi arrested in front of Writers' Buildings

4.00 p.m. – 90-minute meeting with chief minister begins

5.30 p.m. – Joint Press conference with chief minister

6.00 p.m. – Leaves Writers' Buildings for Taj Bengal

Two-wheeler unit for now

Statesman News Service

KOLKATA, Oct. 20. — Mr Benni Santasso's talks with the chief minister at Writers' Buildings today centred around the Rs 250-crore two-wheeler factory at Uluberia. The other projects that had generated much political heat — the 2,500- acre SEZ, the health and knowledge city and the 87 km road connecting Barasat with Raichak — took a back seat.

The Salim CEO paid Rs 3.82 crore, representing 50 per cent of the price of the 65 acres allocated for the two-wheeler unit, paving the way for construction of the factory from January. The chief minister said the motorcycle named 'Arjun' would roll out from this unit after 18 months and would create direct jobs for 1,000 initially and later absorb another 2,000. Local plastic and battery units would also supply components. The Salim Group would finance the entire project and float a subsidiary company, Mahabharat Motorcycle Manufacturing Company Pvt. Ltd, which would manufacture 5,000 motorcycles in the first phase and 2 lakh later. The unit would expand to another 20 acres in future. Mr Santasso said they were open to Indian partners.

"We discussed only the motorcycle unit as both sides were not prepared to discuss the SEZ and health-knowledge city projects. Neither the Salims are ready with their project reports nor have we identified the land required. The industry minister, Mr Nirupam Sen, is on the job. But land acquisition and other paperwork will take time," said the chief minister. He, however, insisted that the projects would not be kept in abeyance but indicated that the final agreements might not be possible before the Assembly polls in next May-June. "Election or no election, we will continue to work on it," said Mr Bhattacharjee.

■ See TWO-WHEELER: page 6

Beni lands, makes light work

Buddha's men outwit Mamata

HT Correspondent
Kolkata, October 20

IT TAKES more than Mamata Banerjee to stop Beni Santosa. "It was all a *tamasha*," the chief minister smiled, after he foiled Mamata's plans and signed a deal with the visiting industrialist.

Indeed, his administration had outwitted Trinamool protesters at every stage of the prestige battle. First, the Salim Group chief landed three hours ahead of the announced schedule, when the streets had too few protesters to obstruct him. Then, the government sent out a mock convoy to distract Trinamool Congress men at the airport. The actual convoy left a few minutes later.

Santosa arrived unchallenged at his hotel. This was not Grand but Taj Bengal, a last-minute, strategic change by the government. Another ace up the government's sleeve was the trip to Writers'. Santosa was on his way at 2 pm though everyone thought the meeting was to be at 5 pm.

Mamata had to content herself with agitations at the hotel and outside Writers'. She refused to acknowledge defeat, saying the government's measures proved that it had been scared of her protests. Besides, she pointed out, it had never been a fair contest — the government had cheated.

Santosa's actual arrival time had been kept a secret from even top police officers, leave alone Mamata. The chartered, eight-seat Cessna-90 flew in from Delhi at 10.50 am instead of 2 pm. Guarded by hundreds of cops in the visitor-restricted zone, Santosa stayed in the airport till the mock convoy had departed. At 11.05 am, he left in a white Maruti Esteem, tailed by 15 police vehicles and reporters.

By the time Mamata's men gathered their wits, it was noon. A small group led by Pankaj Banerjee reached the hotel in a car and shouted slogans against Santosa and the government. Pankaj was arrested.

At 12.45 pm, Mamata turned up. The hotel slammed its gates in her face. As she fumed, a heavily guarded Santosa emerged at 2 pm, clad in a black suit, white-and-blue striped shirt and a blue tie. Mamata followed him, parked outside Writers' and continued to sulk in her car.

"A businessman? If Santosa was truly one, the government should have taken him through the main road instead of taking the backdoor in the dark of the night," she said.

A police officer winked: "She's behaving like a girl who has been cheated out of a toy."

Indeed, she had been tricked, not just by the state but also by the elements and her own men. Very few Trinamool activists appeared on the route from the airport to the hotel, partly because of the rain but mainly because most had planned to turn up later in the day.

Not many ventured to the hotel either, the exceptions including Saugata Roy, Madan Mitra and Subrata Bakshi, who were arrested along with Pankaj. Pankaj was freed and went to Writers', only to be picked up again. The sentries wouldn't let him in even when he cited his credentials — Leader of the Opposition in the Assembly.

The protests were too few and far between to have any effect. Outside Writers', a lone woman stood with a small black banner: "Get Out Salim". Near the Sealdah flyover, Swapan Samaddar burnt an effigy of Bhattacharjee and Santosa. Howrah, the site of Salim's upcoming two-wheeler project, saw an agitation. Trinamool men also blocked a few Kolkata roads, but were easily dispersed by the police who arrested 225 protesters.

See also Kolkata Live

SUBHANKAR CHAKRABORTY/HT

For Beni Santosa (with bouquet), things went as planned. Not so for Mamta Banerjee (right), who sulked all day.

Enter Arjun on 2 wheels, from Mahabharat

HT Correspondent
Kolkata, October 20

ARJUN WILL emerge from Mahabharata, not once but 2 lakh times a year. Arjun is the brand name of the motorbike that the Salim Group will build at Mahabharat Motorcycle Company Pvt Ltd, the state's first two-wheeler manufacturing unit.

Buddhadeb Bhattacharjee and Beni Santosa signed the final deal for the Howrah-based factory on Thursday. Salim's other projects are not on hold, the chief minister said after the hourlong meeting. The health and knowledge cities, a special economic zone and a four-lane expressway would all come up in due course.

Salim's Mahabharat, a fully owned subsidiary, will invest Rs 250 crore and initially turn out 5,000 Arjun motorcycles a year and then increase the output to 2 lakh. Construction begins in January 2006 and the unit starts production by June 2007. A group of local companies will supply various components, and there will be 3,000 new jobs at the final stage, Bhattacharjee said.

With Santosa at his side, a beaming Bhattacharjee said Salim had handed over a cheque of Rs 3.82 crore — 50 per cent of the cost of the 65 acres acquired for the factory at Howrah's Uluberia. The land will be formally handed over on Friday by the WBIDC, which has already acquired it from the owners.

For Salim's projects in North and South 24-Parganas, Salim has not come up with detailed reports. The government too is yet to select all the land required — 5,100 acres. Industry minister Nirupam Sen was looking into land selection, said the chief minister who reviewed with Santosa the progress made so far. Sen would also finalise land acquisition for the proposed four-lane, 87-km expressway connecting Barasat with Raichak.

"There is absolutely no question of postponing the other projects. Elections or no elections, these projects will come up in due course, and the state's industrialisation will go ahead. Nirupam Sen will go to China in November to attract investments; Asim Dasgupta will meet CEOs of big companies in the US soon," the chief minister said.

A three-member Salim team, along with top state officials, had inspected sites for the SEZ — 2,600 acres — on October 9 and 10. A draft landscape map was passed on to Santosa on Thursday.

বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভ ● পঙ্কজ গ্রেফতার দু'বার ● উলুবেড়িয়ার মোটরবাইক ২০০৭ সালেই

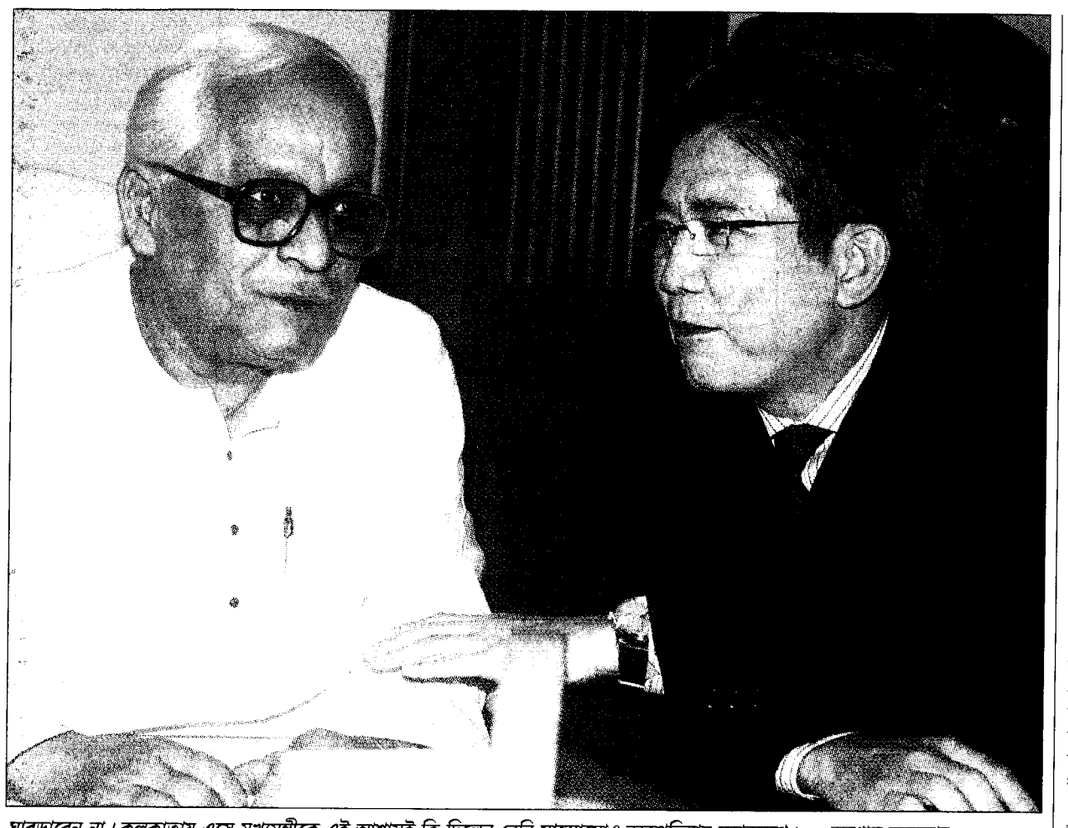

ঘাবড়াবেন না। কলকাতায় এসে মুখ্যমন্ত্রীকে এই আশ্বাসই কি দিলেন বেনি সান্তোসো? বৃহস্পতিবার মহাকরণে। — অশোক মজুমদার

সালিমের বঙ্গে প্রবেশ 'অর্জুন' মোটরসাইকেলে

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলার মাটিতে শেষ পর্যন্ত পা রাখল ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠী। আপাতত 'মহাভারত'-এর 'অর্জুন'-এর হাত ধরেই পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ শুরু করল তারা।

২৫০ কোটি টাকার মোটরসাইকেল কোম্পানির জন্য সরকার আজ, শুক্রবারেই উলুবেড়িয়ায় ৬৫ একর জমির মালিকানা তুলে দিচ্ছে সালিম গোষ্ঠীর নবতম সংস্থা 'মহাভারত মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড'-এর হাতে। মে মাসে বিধানসভার নির্বাচনের আগেই, জানুয়ারিতে নতুন কারখানার নির্মাণকাজ শুরু হবে। ২০০৭ সালের জুলাইয়েই ওই কারখানায় উৎপাদিত মোটরসাইকেল 'অর্জুন' নামবে ভারতীয় বাজারে। সালিম গোষ্ঠীর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড, বেনি সান্তোসোকে পাশে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা করেন।

সালিম গোষ্ঠীর সরাসরি বিনিয়োগ পর্বের ঘোষণার পাশাপাশি দুই ২৪ পরগনায় প্রস্তাবিত 'স্বাস্থ্যনগরী, শিল্পনগরী, প্রজ্ঞানগরী'র বিষয়টি এখনও নির্দিষ্ট হয়নি বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন। তিনি বলেন, "ওই প্রকল্পে প্রচুর জমির প্রয়োজন। শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন জমির বিষয়টি দেখছেন। আমাদের দেখতে হবে, বহু-ফসলি জমি বা বাস্তুজমি যেন নিতে না-হয়। জমি কী ভাবে জোগাড় করা যায়, নিরুপম তা দেখছে।" তিনি সাংবাদিকদের স্মরণ করিয়ে দেন, "এতখানি জমি চিহ্নিত করা, অধিগ্রহণ করা এখানে বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাড়াহুড়ো করে কিছু করা হচ্ছে না। আমরা অত্যন্ত সতর্ক।"

অর্থাৎ নির্বাচনের আগে বুদ্ধবাবুদের তুরুপের তাস 'অর্জুন'। জমি-বিতর্ক আপাতত তোলা থাকছে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ের জন্য। বুদ্ধবাবু অবশ্য নির্বাচনের সঙ্গে বিনিয়োগের তুলনায় বিরক্ত। তিনি বলেন, "নির্বাচন বা নো-নির্বাচন, এ-সব দেখে আমরা এগোচ্ছি না।"

বৃহস্পতিবার বিরোধীদের প্রবল প্রতিবাদের মধ্যেই বেলা আড়াইটায় সপার্ষদ বেনি সান্তোসো মহাকরণে হাজির হন। সঙ্গে ছিলেন অনাবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রসূন মুখোপাধ্যায়। প্রথম পর্যায়ে শিল্প-বাণিজ্য সচিব সব্যসাচী সেনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তাঁরা। তার পরে দ্বিতীয় দফায় বৈঠক শুরু হয় মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব, শিল্প-বাণিজ্য সচিব, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব এস এ আহমেদ ও সরকারি কর্তাদের সঙ্গে। বিকেল ৪টেয় মুখ্যমন্ত্রী সেই বৈঠকে যোগ দেন। প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে দু'পক্ষই মুখ্যমন্ত্রীকে সব জানায়। তাঁর উপস্থিতিতে সান্তোসো উলুবেড়িয়া শিল্প-তালুকের ৬৫ একর জমির অর্ধেক দাম বাবদ তিন কোটি ৮২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন সরকারি কর্তাদের হাতে। তার পরেই সান্তোসোকে নিয়ে সাংবাদিকদের সামনে হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী।

আধ ঘণ্টার সাংবাদিক বৈঠকে সান্তোসো বলেছেন সামান্যই। রাজনৈতিক প্রশ্ন, বিশেষ করে তাঁদের বিনিয়োগকে ঘিরে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে আসেন। তিনি বলেন, "এ-সব প্রশ্ন আমায় করুন। ওঁকে করবেন না।" আধ ঘণ্টার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি কার্যত আগলে রাখেন ইন্দোনেশীয় বিনিয়োগকারীকে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান: এক বছর ধরে এই কারখানা তৈরির বিষয়ে কথা চলছিল। তাঁর ইন্দোনেশিয়া সফরের আগেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আনুষ্ঠানিক খুঁটিনাটির কাজও সম্পূর্ণ। শুক্রবারেই রাজ্য সরকার ওই জমির দখল দেবে মহাভারত মোটরসাইকেল কোম্পানিকে। নভেম্বরে মাটি পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু হবে। জানুয়ারিতে শুরু হবে নির্মাণকাজ। ১৮ মাসের মধ্যে চালু হয়ে যাবে উৎপাদন। প্রথম পর্যায়ে বছরে ৬০ হাজার মোটরসাইকেল তৈরি করা হবে। ধাপে ধাপে তা বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে দু'লক্ষে। প্রথম পর্বে সরাসরি কারখানায় চাকরি পাবেন এক হাজার লোক। পরে তা বেড়ে হবে তিন হাজার। মোটরসাইকেলের ব্যাটারি, প্লাস্টিক সামগ্রী-সহ মোট সাত রকম যন্ত্রাংশ এখানকার বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে কিনবেন উৎপাদকেরা। তাদের সঙ্গে ওঁদের আলোচনাও হয়েছে। সালিমেরা যে সংস্থাটির একক মালিক হিসাবেই

এর পর সাতের পাতায়

বামফ্রন্টের সায়, উপনগরী শুরু হবে ছ'মাস পরে

স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা ও নয়াদিল্লি: তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই বাধা দিন, সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গে সালিম গোষ্ঠীর প্রকল্প রূপায়ণ করতে বদ্ধপরিকর। তবে ওই প্রকল্প শুরু করতে আরও প্রায় ছ'মাস লাগবে। ফলে বলা যায়, বিধানসভার নির্বাচনের আগে ওই প্রকল্প শুরু হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার বামফ্রন্টের বৈঠকেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

বৈঠকের পরে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, "জমি চিহ্নিত করা হচ্ছে। সময় লাগবে। সালিম গোষ্ঠী এই মুহূর্তে প্রস্তুত নয়। আমরাও নই। সবটাই আলোচনার স্তরে রয়েছে। সালিম গোষ্ঠীর কাছ থেকে সবিস্তার প্রকল্প-রিপোর্ট না-এলে প্রস্তাবিত উপনগরী সম্পর্কে বেশি কিছু বলার নেই।" জমির পুরো বিষয়টি শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন দেখবেন বলেও জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, "সালিমের প্রকল্প দীর্ঘমেয়াদি। তাৎক্ষণিক নয়। এ কথা আমরা প্রথম থেকেই বলছি। জমি চিহ্নিত করার কাজ চলছে। এই কাজ সম্পূর্ণ করতে আরও কয়েক মাস সময় লাগবে। বিনিয়োগকারীরাও একটা 'প্রজেক্ট রিপোর্ট' তৈরি করবেন। এই পরিস্থিতিতে এমনিতেই প্রকল্প রূপ পেতে আরও কয়েক মাস লেগে যাবে। এ ব্যাপারে আমরা তাড়াহুড়ো করতে আগ্রহী নই।" মুখ্যমন্ত্রী সকলের সঙ্গে আলোচনা করেই এগোচ্ছেন বলে জানান অনিলবাবু। এ দিন যেমন ফ্রন্টের অন্য শরিকদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে।

অনিলবাবুর মতে, এই দেরির মানে সালিমের প্রকল্প সম্পর্কে কোনও নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন নয়। তিনি বলেন, "এই প্রকল্প রূপায়ণ নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। কিন্তু অহেতুক তাড়াহুড়ো করে এত বড় কাজ করতে চাই না আমরা। সামনে নির্বাচন। ধীরে ধীরে সকলে ব্যস্ত হবে। এই অবস্থায় বিরোধী পক্ষ যখন অযৌক্তিক ধুলোঝড় তুলে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করছে, ভুল তথ্য প্রচার করছে, তখন এই নেতিবাচক রাজনীতি থেকে রাজ্যের উন্নয়নমুখিতাকে পৃথক করে রাখা প্রয়োজন।"

ফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু জানান, শিল্প-তালুক বা উপনগরীর প্রকল্পের জন্য এখনও জমি চিহ্নিত করা যায়নি। তাই এই নিয়ে আলোচনা অর্থহীন। সেই কারণে ফ্রন্টের এ দিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকলেও উলুবেড়িয়ার কারখানা ছাড়া অন্য কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি। বিমানবাবুর কথায়, "ওই সব প্রকল্পের সবটাই এখনও আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে। সাধারণ আলোচনার ভিত্তিতে একটি সমঝোতা-চুক্তি সই হয়েছে।"

বিমানবাবু বলেন, নানা কারণে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। ভবিষ্যতে বামফ্রন্টে আলোচনার মাধ্যমে তা কেটে যাবে। তাঁর কথায়, "বামফ্রন্ট এ দিন শুধু একটি বিষয়ে রাজ্য সরকারকে এগিয়ে যেতে বলেছে। সেটি হল মোটরসাইকেল কারখানা।" বৃহস্পতিবার বামফ্রন্টের বৈঠকের পরে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বৃহস্পতিবার বামফ্রন্টের বৈঠকে জানান, জমি বাছাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে রাজ্য সরকারের 'ল্যান্ড ইউজ বোর্ড' বা জমি সদ্ব্যবহার পর্ষদকে। পরে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু জানান, বেশ কয়েক জন সদস্য না-থাকায় ওই পর্ষদ দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে ছিল। নতুন করে তা গড়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই ব্যাপারে ফ্রন্টের শরিক দলের প্রতিনিধিরা সহমত পোষণ করেছেন। তবে বিদেশি ও বহুজাতিক সংস্থার বিনিয়োগের বিষয়ে তাঁদের নীতিগত আপত্তি আছে বলে বৈঠকে মন্তব্য করেন আর এস পি নেতা দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ মনোজ ভট্টাচার্য। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, "এমন তো হতেই পারে। আমাদের আলাদা আলাদা দল, আলাদা কর্মসূচি, একটা সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে আমরা কাজ করি। তা না-হলে তো একটাই দল হয়ে যেত। তবে ভিন্ন মত থাকলেও বিভিন্ন বিষয়ে আমরা এক হয়ে কাজ করি। উলুবেড়িয়ার কারখানার ব্যাপারেও সব দল সহমত পোষণ করেছে।" বুদ্ধবাবু শরিক দলের নেতাদের বলেন, ভবিষ্যতে প্রকল্পগুলির অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত বামফ্রন্টের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করা হবে।

এর পর সাতের পাতায়

জনমত সালিমের পক্ষেই

তৃণমূল নেত্রী যতই বিরোধিতা করুন, রাজ্যের মানুষ কিন্তু সালিম গোষ্ঠীর বিনিয়োগের পক্ষেই রায় দিলেন। স্টার আনন্দের এস এম এস সমীক্ষায় ৭২ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, সালিম গোষ্ঠী এলে পশ্চিমবঙ্গের ভাল। অন্য দিকে, মাত্র ২৮ শতাংশ মানুষ অন্য মত পোষণ করেছেন। স্টার আনন্দের প্রশ্ন ছিল, সালিম গোষ্ঠীর আগমন কি পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ভাল? বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত মোট ১৯৯৯ জন এস এম এস মতামত জানিয়েছেন।

মমতা উন্নয়নের বিরুদ্ধে, বার্তা পৌঁছে দিতে সফল সি পি এম

নিজস্ব সংবাদদাতা: সি পি এমের পাতা ফাঁদেই আটকে পড়লেন মমতা।

রাজ্যে বিনিয়োগ করতে আসা সালিম গোষ্ঠীর প্রতিনিধিকে রুখে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। শেষ পর্যন্ত তা পারেননি। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে গেল যে, মমতা রাজ্যের উন্নয়নের বিরোধী। সি পি এম ঠিক এটাই চাইছিল।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে উন্নয়নের স্লোগানই সি পি এমের তুরুপের তাস। উন্নয়ন মানে শিল্পায়ন, উন্নয়ন মানে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ। শহর ও শিল্পাঞ্চলের ভোটারদের কাছে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর এই উন্নয়নমুখী ভাবমূর্তি তুলে ধরার কাজে যে অনেকটাই সফল, তার বড় প্রমাণ আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের সাম্প্রতিক উপনির্বাচনের ফল। ওই শিল্পাঞ্চলের ভোটে নির্বাচন কমিশনের নজরদারি ছিল কঠোর। তা সত্ত্বেও সেখানে গত বারের চেয়ে লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল প্রার্থীকে হারিয়ে জিতেছেন সি পি এম প্রার্থী।

এ বার রাজ্যে বিনিয়োগ করতে আসা সালিম গোষ্ঠীর বিরোধিতায় পথে নেমে মমতা যা করলেন, তাতে সি পি এম আরও এক বার বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রশ্ন তুলতে পারে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি সত্যিই রাজ্যের উন্নয়ন চান?

প্রশ্নটি আজ সাধারণ মানুষের মনেও। এবং স্টার আনন্দের একটি জনমত সমীক্ষায় এই বিষয়ে রায় খুবই স্পষ্ট। সালিম গোষ্ঠী বিনিয়োগ করতে এলে পশ্চিমবঙ্গের ভাল হবে কি না, সেই প্রশ্নে ৭০ শতাংশেরও বেশি মানুষ 'এস এম এস' করে বলেছেন, 'হ্যাঁ'। যার অর্থ মমতার এই আন্দোলন মানুষ মেনে নিচ্ছেন না। সি পি এমের পক্ষে এর চেয়ে স্বস্তিদায়ক পরিস্থিতি আর কী হতে পারে? নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে সি পি এম এখন থেকেই প্রচারে নেমে পড়েছে, 'তৃণমূল উন্নয়ন বিরোধী'। শুধু তা-ই নয়, মমতার সারা দিনের আন্দোলন নিয়ে মহাকরণে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বেশ হাল্কা ভাবেই বলেন, "তামাশা। এ-সব নিয়ে উত্তর দেওয়ার সময় নেই।"

মমতা অবশ্য স্বাভাবিক ভাবেই দাবি করেছেন, তাঁর আন্দোলন সফল। তাঁর কথায়, "এটা আমাদের নৈতিক জয়। সি পি এমের পরাজয়।" আন্দোলনের পক্ষে বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি এবং বিধায়ক সৌগত রায় বলেন, তাঁরা শিল্পায়নের বিরোধী নন। তাঁরা চান, বিনিয়োগে স্বচ্ছতা। এ ক্ষেত্রে সেটা নেই বলে তাঁদের অভিযোগ। মমতা বলেন, "আমরা শিল্পের নামে তিন-ফসলি জমি নেওয়ার বিরোধী, এ কথা বারবার বলেছি, এখনও বলছি।" উপনগরী, স্বাস্থ্যনগরী বা শিল্প-তালুক প্রকল্প সম্পর্কে তাঁর মত, "কৃষিজমি নিয়ে রাজ্য সরকারকে প্রোমোটারির ব্যবসা করতে দেব না আমরা।" তিনি মনে করেন, ওই প্রকল্পগুলিতে কাজের সুযোগ যেমন কম, তেমনই কম সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনা।" সারা বিশ্বে কৃষিজমিতেই শিল্প হয়েছে, এই তত্ত্ব মানতে রাজি নন তিনি।

কিন্তু মমতার সঙ্গে দীর্ঘদিন দল করে আসা কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায় বোঝেন 'বিপদটা' কোথায়। তাঁর কথায়, "তৃণমূল কংগ্রেস বুঝতেই পারল না, কী ভাবে সি পি এম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথার উপর দিয়ে সমস্ত লাভের কড়ি নিয়ে চলে গেল। আসলে অনেক সময় এমন ভাবে মাথা কাটা হয় যে, যার মাথা, সে বুঝতেও পারে না। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফল দেখে মমতার শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা নেননি।"

মমতার সাফল্যের দাবি নস্যাৎ করে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসও দিনের শেষে বলতে পেরেছেন, "এটা যদি সাফল্য হয়, তা হলে ব্যর্থতার সংজ্ঞা কী?"

মমতার গর্জন আদৌ বর্ষাল না, নির্বিঘ্নে শহরে সফর সান্তোসোর

স্টাফ রিপোর্টার: বর্ষণ ছিল আকাশ জুড়ে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলায় শুধু গর্জনই সার হয়ে রইল। বৃহস্পতিবার কলকাতা বিমানবন্দর থেকে আলিপুরের পাঁচতারা হোটেল, সেখান থেকে মহাকরণ এবং মহাকরণ থেকে ফের আলিপুর হয়ে চৌরঙ্গির পাঁচতারা হোটেল— যাতায়াতের সময় রাজপথে ঝমঝমে বৃষ্টি আর দু'পাশে পুলিশ ছাড়া অন্য কিছুই দেখতে পেলেন না বেনি সান্তোসো।

দেখার কথাও ছিল না। কারণ, সালিম গোষ্ঠীর প্রতিনিধি সান্তোসোর আসা-যাওয়ার পথে কার্যত একটি অবাঞ্ছিত মাছিও যাতে গলতে না-পারে, তার যাবতীয় ব্যবস্থা করে রেখেছিল প্রশাসন। ফলে টুকটাক বিক্ষোভ-প্রতিবাদ যা হয়েছে, তা ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি সান্তোসোর কর্মসূচিতে।

তবে তারই মধ্যে আলিপুরের হোটেলে ঢুকতে গিয়ে গ্রেফতার হন বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে মহাকরণের গেটেও পুলিশ দ্বিতীয় বার গ্রেফতার করে পঙ্কজবাবুকে। সেখানে গ্রেফতার করা হয় সৌগত রায়, মদন মিত্রদেরও। এ ছাড়া চৌরঙ্গিতে পথ অবরোধ করে গ্রেফতার হন কংগ্রেসের কিছু নেতানেত্রী। সব মিলিয়ে শহরে সালিম-বিরোধী বিক্ষোভে মোট গ্রেফতার ২২৫। কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যের অভিযোগ, তাঁদের নেতা-কর্মীদের উপরে পুলিশ লাঠি চালিয়েছে। পুলিশ অবশ্য তা অস্বীকার করেছে।

সান্তোসোর কলকাতা সফর মসৃণ করতেই হয়তো তাঁর আসার সময় নিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। তাই ঘোষিত সময়ের অনেক আগে দিল্লি থেকে সান্তোসোকে নিয়ে বিশেষ বিমান সি এল-৬০৪ কলকাতার মাটি ছোঁয় বৃহস্পতিবার বেলা ১০টা ৫৩ মিনিটে। তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি চলছে। শহর জলে থইথই। বিমানবন্দরের বাইরেটা পুলিশে ছয়লাপ। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা পুরো রাস্তাতেও। বিমানবন্দরে নামার প্রায় এক ঘণ্টা পরে জল ভেঙে সান্তোসোর দু'টি সাদা গাড়িকে ঘিরে পুলিশের ১৬ গাড়ির কনভয় এসে ঢুকল আলিপুরের হোটেলে। এরই মধ্যে বিধাননগরের পাঁচ নম্বর সেক্টরে সান্তোসোর গাড়ির সামনে কালো পতাকা দেখানোর চেষ্টা করেন কয়েক জন তৃণমূলকর্মী। তাতে কনভয় থামেনি।

পরে মমতা বলেন, "ওই বিক্ষোভে চাষিরাও ছিলেন।" এটুকু বাদ দিয়ে বিমানবন্দর থেকে তাজ বেঙ্গল হোটেল পর্যন্ত সফর 'নিরাপদ'ই ছিল। বিমানবন্দর থেকে ভি আই পি রোড, রাজারহাট, বিধাননগর, ই এম বাইপাস, পার্ক সার্কাস, উড়ালপুল হয়ে কনভয় ঢোকে তাজ বেঙ্গলে।

সান্তোসো পৌঁছনোর ১৫ মিনিটের মধ্যে লাল বাতির গাড়ি নিয়ে ওই হোটেলে ঢোকেন তৃণমূল নেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়। পোর্টিকোর সামনে চার কর্মীকে নিয়ে নেমে পড়ে হঠাৎ তিনি সালিম-বিরোধী স্লোগান দিতে শুরু করেন। হকচকিয়ে যায় পুলিশ। বিরোধী দলনেতা, বিধায়ক পঙ্কজবাবুকে আচমকা গ্রেফতারও করা যায়নি। সামনে তখন সংবাদমাধ্যমের প্রচুর প্রতিনিধি।

মহাকরণের সামনে মমতা। — নিজস্ব চিত্র

পঙ্কজবাবু বলেন, "চোরের মতো লুকিয়ে, নির্ধারিত সময়ের আগেই সান্তোসোকে নিয়ে এসেছে রাজ্য সরকার। এই কারণেই আমরা রাস্তায় বিক্ষোভ দেখাতে পারিনি। ঠিক ছিল, বেলা ১২টার পরে আসবেন।" পুলিশ পরে পঙ্কজবাবুকে গ্রেফতার করে, একটু পরে ছেড়েও দেয়।

এ বার আসরে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। তাঁকে দেখেই পুলিশ হোটেলের প্রধান গেট বন্ধ করে দেয়। মমতা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েন। তাঁর অভিযোগ, "এ ভাবে যাঁকে লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে এসে কার্যত বন্দি করে রাখতে

এর পর আটের পাতায়

সালিমের প্রবেশ

প্রথম পাতার পর

থাকবে, তা স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। ব্যাঙ্ক-ঋণের প্রয়োজন উড়িয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওদের ঋণ দরকার নেই। ওদের হাতে যথেষ্ট টাকা আছে।

বুধবার পর্যন্ত বিরোধীদের অবরোধ কর্মসূচি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তৃণমূল নেতৃত্বকে আলোচনায় আহ্বান জানান তিনি। কিন্তু বৃহস্পতিবার বেনি সান্তোসোর সঙ্গে মোটরসাইকেল কারখানার চুক্তি চূড়ান্ত করার পরে আত্মবিশ্বাসী বুদ্ধবাবু তৃণমূলকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে চাননি। বুধবার তিনি বলেছিলেন, কাউকে শহরে ঢুতে না-দেওয়ার মনোভাব বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে মেলে না। এ দিন সান্তোসোকে ঘিরে যেটুকু বিরোধিতা হয়েছে, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী কি রাজ্যের পক্ষে দুঃখপ্রকাশ করেছেন? মুখ্যমন্ত্রীর সাফ জবাব, "কেন? ওরা কী করতে চায়, বেনি তা বোঝেননি, আমিও বুঝিনি।" এর পরেই মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, "বাদ দিন না! এই তো নিরুপম নভেম্বরে চিন যাচ্ছে আর অসীম আমেরিকায়। পুঁজি বিনিয়োগ নিয়ে কিছু প্রস্তাব রয়েছে। সেই বিষয়ে কথা বলতেই যাচ্ছে।"

বামফ্রন্টের সায়

প্রথম পাতার পর

বামফ্রন্টের এ দিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের যে-কাজ শুরু হয়েছে, তা চলবে। আরও বেশি করে পতিত ও অব্যবহৃত জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার প্রক্রিয়াও চলবে। তিনি বলেছেন, শিল্পের জন্য পতিত, অনুর্বর জমিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে প্রয়োজনে ব্যতিক্রমও হতে পারে।

সালিম গোষ্ঠীকে শিল্পের জন্য কৃষিজমি দেওয়ার বিরোধিতা তারা আর করবে না বলে জানিয়ে দিল ফরওয়ার্ড ব্লক। এ দিন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস বর্ধমানের গলসিতে এক সভায় এ কথা জানান। বলেন, "রাজ্যে কৃষি ও শিল্প দুইয়েরই প্রয়োজন। তবে শিল্পের জন্য কৃষিজমি চলে গেলে তার বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষিনির্ভর শিল্প গড়ে তুলতে হবে।" যাঁরা জমি হারাবেন, রাজ্য সরকারকে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে বলেও দাবি জানিয়েছেন দেবব্রতবাবু।

বেরিয়ে যায় মহাকরণের পথে। তাঁকে কার্যত ধাওয়া করে মমতা যখন মহাকরণের গেটে পৌঁছন, সান্তোসো তত ক্ষণে ঢুকে পড়েছেন। অগত্যা সেন্ট্রাল গেটের উল্টো দিকে গাড়িতে বসে রইলেন মমতা। আর স্লোগান দিয়ে মহাকরণে ঢোকার চেষ্টা করে তাঁর চোখের সামনেই গ্রেফতার হলেন পঙ্কজবাবু, সৌগতবাবুরা। অদূরে প্রায় একই দৃশ্য। গ্রেফতার হলেন সোনালি গুহ-সহ কয়েক জন। কিছু ক্ষণ গাড়িতেই বসে থেকে মমতা এর পরে চলে যান নিজাম প্যালেসে দলীয় বৈঠকে। তাঁর আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে এই ভাবেই।

এ দিন সকালে বেনির সঙ্গে কলকাতায় আসেন প্রসূন মুখোপাধ্যায়, অ্যান্টন আদিত্য সুবোয়ো, ক্যাপ্টেন ডেভিড ওয়াটার, ক্যাপ্টেন রোডলফ এবং ইমাদ আইদ্রোবি। তাঁকে বিমানবন্দর থেকে কোন গাড়িতে করে কোন গেট দিয়ে বার করানো হবে, তা-ও গোপন রাখতে চায় পুলিশ। বিমানবন্দরে ঢোকার রাস্তায় কড়া পুলিশি পাহারা বসাথনগ হয়। এমনকী বিভ্রান্ত করতে বেরোনোর সময় পরপর বার করা হয় দু'টি কনভয়। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। পরে তাজ বেঙ্গলে ঢুকে সান্তোসোর সহযোগী প্রসূন মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমরা এখানে বিনিয়োগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কী ঝামেলা হচ্ছে, সেটা এখানকার রাজনীতির ব্যাপার।"

ANANDABAZAR PATRIKA

Streets set for war on Salim's arrival

HT Correspondent
Kolkata, October 17

THE BATTLE over the Salim Group's deals will spill onto the streets on Thursday.

From the airport to Grand Hotel, from the hotel to Writers', Trinamool Congress activists will line the streets to protest the arrival of Beni Santosa, Salim's chief executive, hoping to block him before he inks his deals with the state.

They will not have a free run, though. Alongside them will be hundreds of policemen, with express orders to ensure that the protesters don't cause any mischief during the three-hour agitation from noon.

The cops will have the backing of the CPI(M). The party has warmed up to the challenge, promising to hit back if the Trinamool protests turn violent. It will be a U-turn for the CPI(M) from its role in the 1970s, when the Left parties' "Go back McNamara" campaign had forced a World Bank representative to return from the airport.

The agitation has already upset Santosa's schedule. Sovandeb Chattopadhyay had planned to lead an agitation in Howrah from Wednesday night to prevent Santosa from inspecting the proposed site for a two-wheeler factory. The visit has been called off for security reasons.

Mamata Banerjee, who has promised to lead her men on Thursday, is certain that the showdown will be violent. "CPI(M) hooligans want to disrupt our programme," she said. "I also have evidence that the city police will carry out a three-day security drill near the airport from Tuesday. The entire exercise is meant to prevent us agitating on the premises."

The CPI(M) did not deny the possibility of violence either. "Our party will not sit idle if the administration is attacked. We will help the administration and we have the strength," Anil Biswas said.

Mamata did not specify the sites to be blocked, partly because she was not sure about Santosa's schedule. The government, however, has identified potential trouble zones: VIP Road, the Bypass, Park Circus, Beckbagan Flyover, Park Street, Chowringhee and BBD Bag.

Cops will take Santosa under their charge the moment he lands, escort him into a car and rush him to Grand Hotel, taking a route lined with other cops. More men will line the route to Writers', some in pickets, some joining a mobile patrol. They will keep an eye on markets, bus stops and crowds, and restrict gatherings. The arrangement would be adequate, said Raj Kanojia, IG (law and order).

Even if Mamata's supporters fail to block Santosa's route, the state is worried about the signals to the investor. The protesters plan to burn effigies, shout slogans, boo Santosa and show him black flags.

KEY PLAYERS

Trinamool Congress

"Party supporters will agitate at major crossings. We suggest that people, particularly schoolkids, avoid these streets during the programme"
Mamata Banerjee

CPI(M)

"Anybody can agitate in a democratic way but if they turn undemocratic or attack the administration, we will not sit idle"
Anil Biswas

Buddhadeb's government

Setting up a police ring to protect Beni Santosa, who will be taken by escort car from airport to Grand Hotel. Cops will line the road from Grand to Writers', watch crowded places and restrict large gatherings

Buddha let down for outspoken IG

Biswajit Roy in Kolkata

Oct. 17. — After stirring the hornet's nest by exposing partisan use of police by ruling parties, "spinelessness" of top policemen before politicians and misuse of government vehicles, senior IPS officer Mr Nazrul Islam might have expected a pat from his boss, Mr Buddhadeb Bhattacharjee, also an epitome of honest politician and a fellow writer.

But Mr Islam was wrong. Declaring his verdict on Mr Islam's explosive exposure, a visibly peeved chief minister said at Writers' Buildings today: "All bogus."

It was clear that the IG, known for his non-conformist attitudes both in his professional life and writings, could have found vibes with the playwright who had penned *Dusomay* (Bad Times) during his temporary political self-exile from bad world of realpolitik. But with the Assembly polls round the corner, Mr Bhattacharjee in his new avatar as the CPI-M's poll mascot only echoed his party's stance.

Accordingly, the state chief secretary, Mr AK Deb, and the home secretary, Mr PR Roy, were found more interested in the procedural aspects rather than on the core issues raised in the article. "He had not taken any permission before writing which is stipulated in service rules," a top official at the secretariat said. The official, however, forgot the fact that many other IAS, IPS and WBCS officials, too, write regularly.

Meanwhile, a senior home department official revealed that Mr Islam's outburst was nothing new. "While serving as the DIG (organisation) at Writers' Buildings, he earned the displeasure of many of the fellow IPS-IAS officials as well as ministers by trying to stop the misuse of government cars." Admitting that the subordinate police personnel had complained the same to him, the official, however, maintained that what Mr Islam had done was "unacceptable to the government".

By spilling the beans in public, the rebel cop hardly has any agony aunt now even among his colleagues. "I don't care whatever he has written. It is irrelevant to me and does not carry any importance. None of my colleagues have discussed it with me," said secretary of the state IPS association and DIG (PR) Mr Harmanpreet Singh. Even the Non-gazetted Police Karmachari Samiti, which had published Mr Islam's article in the autumn number of its mouthpiece *Mangalpath*, seemed to be dragging its cold feet to stand by him. "We carried the article as we had invited him to contribute. However we do not agree wholly to his viewpoints and made it clear in our editorial comments," said Samiti treasurer Mr Tanmoy Banerjee.

এ রাজ্যে বিরোধীপক্ষ ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে

গণতন্ত্রের পক্ষে সুসংবাদ নয়

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

পুজোর প্রচারের ধামাকার (বড় মাপের বিক্রিবাট্টাকে আজকাল এই ধরনের নামেই ডাকা হয়) মধ্যেই একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হয়ে গেল। জনমানসে তার খবর দাগ কাটার বড় একটা সুযোগই পেল না। সি পি আই (এম) হারলে নিশ্চয়ই সব ধামাকা ছাড়িয়ে সেই খবরই ধামাকা হয়ে উঠত। কিন্তু তা হওয়ার নয়, হয়ওনি।

বামপন্থীদের পক্ষে আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনের ফলাফল শুধু আশাব্যঞ্জক নয়, খুবই উৎসাহের। কৃষিজমি, শিল্পায়ন, বিদেশি পুঁজি ইত্যাদি নিয়ে যে বিতর্ক চলছে তা যে মানুষের মনে প্রায় কোনও প্রভাবই ফেলেনি তা বোঝাই গেল এই নির্বাচনের ফলাফলে। বাম সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের কারও কারও মনে একটা আশঙ্কা গড়ে উঠছিল। কৃষকের মাথায় যদি কৃষিজমি হাতছাড়া হয়ে যাবে, এমন একটা ভয় ঢুকে পড়ে তা হলে বিপদ হতে পারে। তাঁদের সামনে সাতষট্টির প্রফুল্ল সেন, তাঁর কংগ্রেস ও তাঁর সরকারের চাপানো 'লেভি'-র ফলাফলের ছবিটি ছিল। তাঁরা অনেকটা আশ্বস্ত হবেন আসানসোলের খবরে।

কিন্তু এই ফলাফলের অন্য একটা দিক আছে যা গণতন্ত্রের পক্ষে সুসংবাদ নয়। পরপর অনেকগুলো নির্বাচনেই দেখা যাচ্ছিল, এবারে আরও স্পষ্ট করে বোঝা গেল, বিরোধীপক্ষ ক্রমাগতই তলিয়ে যাচ্ছে। অথচ গণতন্ত্রের সাফল্যের একটা বড় শর্তই হল শক্তিশালী, সংগঠিত, ইতিবাচক এক বিরোধীপক্ষ। এমন একটা বিরোধীপক্ষ যাদের প্রতি নাগরিকদের এক বড় অংশের সমর্থন আছে এবং যারা দৃঢ় ও গঠনমূলক বিরোধিতায় সরকার পক্ষকে তটস্থ করে রাখবে। তাতে সরকারে ও সরকারি দলে (বা ফ্রন্টে) 'শুদ্ধিকরণের' কাজ আপনিই হয়ে যাবে।

এ রাজ্যে কিছু মানুষের মধ্যে বি জে পি-ভাবধারা থাকলেও এখনও পর্যন্ত বি জে পি শক্তিহীন। তার যা কিছু লম্ফঝম্প সবই তৃণমূলের কল্যাণে।

গত প্রায় এক দশক ধরে বারবারই দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসের পক্ষে অমন বিরোধীপক্ষ হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। মুর্শিদাবাদের মতো একটি জেলায় যে পদ্ধতিতে যা করা যায় সারা রাজ্যে তা করা যায় না। তদুপরি, ও পদ্ধতি খুব দ্রুত বুমেরাং হয়ে ওঠে। ওখানে নিজেদের মধ্যে শুধু দ্বন্দ্ব-কলহ-রেষারেষি নয়, খুনোখুনিও চলছে। অতীশ সিনহার মতো ভদ্রলোক ও ঐতিহ্যবাহী কংগ্রেসিরা কোণঠাসা। সবাই তো এ সব দেখছে। ফলে শীর্ণতর হয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস। গতবার এই আসানসোল কেন্দ্রের নির্বাচনেই কংগ্রেসের ভাগে পড়েছিল ৭০,৮৪৭ ভোট। এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ৫২,২৬৫ ভোট। জামানতও থাকেনি।

তৃণমূলের প্রতি এক সময় রাজ্যের এক বড় অংশের মানুষ মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, গণতন্ত্রে প্রয়োজনীয় বিরোধীপক্ষের ভূমিকা তারাই পালন করবে। তাঁদের মধ্যে আদর্শগতভাবে বামবিরোধী মানষ যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন বাম শাসনে নানা কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা মানুষ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বহু গরিব মানুষও। তাঁদের আশা ছিল, তাঁদের ক্ষোভ-দুঃখ-দাবিকে প্রকাশ করবে তৃণমূলই।

তা হয়নি। দায়িত্বশীল বিরোধীপক্ষ হয়ে ওঠার বদলে, তৃণমূল প্রাথমিক সাফল্যেই ধরাকে সরা জ্ঞান করে হয়ে উঠেছে দায়িত্বজ্ঞানহীন, নীতি ও কর্মসূচিবিহীন, বিশৃঙ্খল এক হল্লা পার্টি। তার ফল তাকে পেতে হচ্ছে। এবং তার ফলে ভুগতে হচ্ছে ও হবে বিরোধীবিহীন এ রাজ্যের গণতন্ত্রকে।

প্রতিবার নির্বাচনের পর হেরে গিয়ে তৃণমূল বলে থাকে দুটি কথা। (১) রিগিং, (২) নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব। এবার আসনসোল কেন্দ্রে তাদের প্রার্থী মলয় ঘটক স্বয়ং '...তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতাই তাঁকে বড় ব্যবধানে হারাল বলে স্বীকার করলেন' *(৫ অক্টোবর, আজকাল)*।

'বড়' 'ব্যবধান' শব্দ দুটির অর্থ কী? কত বড় ব্যবধান? গতবার মলয়ই প্রার্থী ছিলেন। পেয়েছিলেন ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৫১৪ ভোট। এবার পেয়েছেন ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭৭২ ভোট। কমে গেছে ৬৯ হাজার ৭৪২ ভোট। ক্রমাগতই কমছে।

যে কটি বিধানসভা আসন নিয়ে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র তার ৩টি এখন তৃণমূলের দখলে। প্রতিটিতেই আগের ভোটের চেয়ে এবারে ভোট কমেছে প্রচুর। বড় ব্যবধানে জিতেছে সি পি আই (এম)

বিধানসভা কেন্দ্র	গত ভোটে ব্যবধান	এবারের ভোটে ব্যবধান
আসানসোল	২ হাজার ১০০	২০ হাজার ২০৯
বারাবনি	১১ হাজার ২৬৩	২৯ হাজার ৩৩১
হীরাপুর	৩ হাজার ৯৬৮	১৭ হাজার ৩৬০

(সূত্র: ওই)

এবার 'রিগিং' বলার কণ্ঠস্বরটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। বরং ভোটের আগে সি পি আই (এম)-ই অভিযোগ করেছিল নির্বাচন কমিশনের 'বাড়াবাড়ি'-র বিরুদ্ধে। অবিশ্বাস্য কড়াকড়ি ও নজরদারির মধ্যে ভোট হয়েছে এবার। কোনও 'পক্ষপাতিত্বের' অভিযোগও করতে পারেননি কেউ।

তা হলে? লোকসভায় তৃণমূলের আসন মাত্রই একটি। তবু তারাই এখনও পর্যন্ত প্রধান বিরোধীপক্ষ। আসানসোল-ফলাফলের করুণ চিত্রের মধ্যেও এ কথাটাও আছে, মানতে হবে।

সে বিরোধীপক্ষও ক্রমাগত শক্তিহীন হতে হতে তলিয়ে যাচ্ছে। নিজ ধর্মে, নিজ গুণেই। আশু কোনও সম্ভাবনা নেই এই গতি বদলের। তমোনাশ ঘোষ, নির্বেদ রায়, রণজিৎ পাঁজাদের মতো যে ক'জন শিক্ষিত ভদ্রলোক তৃণমূলে ছিলেন, তাঁরা কোণঠাসা হতে হতে একেবারে আউট। দু-একজনকে বাদ দিলে পার্টিটা এখন হয়ে উঠেছে পশ্চাৎপটহীন, অপরিচিত, সন্দেহজনক ও সুবিধাবাদী চরিত্রদের নাটমঞ্চ। এমন অস্থিরমতি, এমন চরিত্রের দলের কাছ থেকে মানুষ যে ক্রমাগত সরে যাবেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কিন্তু গণতন্ত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয় যে বিরোধীপক্ষ, তা না পেলে রাজ্যে গণতন্ত্রের কী হবে?

এস ইউ সি নিজ আদর্শে স্থির। সে আদর্শ বামপন্থারই। তার নেতৃত্ব সৎ, ত্যাগী ও দায়িত্বশীল। কিন্তু যে বিরোধীপক্ষ গণতন্ত্রের কাম্য, এস ইউ সি তা হয়ে উঠবে, এমন আশু সম্ভাবনা নেই। বড় বামপন্থীকে ছেড়ে ছোট বামপন্থীকে মানুষ আঁকড়ে ধরে কি?

বামফ্রন্টের অন্য শরিকরা মাঝে মাঝে বিরোধীর জামা গায়ে চড়িয়ে বসে থাকেন। কিন্তু সে জামা খুলে ফেলতেই হয় শেষ পর্যন্ত। দলের ছোট বা মেজ নেতা মাঝে মাঝে কোনও কোনও ইস্যুতে বিরোধিতায় গলা চড়ালেও দলের বড় নেতার ধমক না-মেনে যাবেন কোথায়? চাকরি তো রাখতে হবে।

একই ব্যাপার ঘটে ফ্রন্টে। সব বিরোধিতার শেষে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতেই হয় সি পি আই (এম)-এর কথা। না মেনে উপায়ই বা কী? ভোটে জিততে সি পি আই (এম)-কে তো লাগবেই। মাঝে মাঝে তো কোনও কোনও শরিককে ভাগে পাওয়া আসনে দাঁড় করাবার জন্যে প্রার্থীও ধার করতে হয় সি পি আই (এম)-এর কাছ থেকেই। আর ফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিরোধিতা? নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, সে কথা কোনও শরিকই ভাবে না। তাদের বাম আদর্শ নির্ভেজাল, বহু পরীক্ষিত। সে আদর্শ তারা ত্যাগ করবে না কোনও কারণেই। তা ছাড়া সারা দেশে যখন বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতন্ত্রের শক্তিগুলিকে কাছে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, তখন বামপন্থার মাতৃভূমিতে বামঐক্য ভাঙবে কোন আহাম্মক! তদুপরি ফ্রন্টের বিরোধীপক্ষের হাল তো দেখছে তারা। ডানদিকে তৃণমূল, বাঁদিকে এস ইউ সি।

বাকি থাকে সি পি আই (এম)। কখনও কখনও তারা যেমন শরিকদের আসনে প্রার্থী জোগান দেয়, তেমনি করে একটা গণসংগঠন গড়ার মতো বিরোধীপক্ষও গড়ে দিতে বলা হবে কি তাদেরই? শক্তিশালী বিরোধীপক্ষ তো তাদের স্বার্থেও দরকার। 'ভোটে জিতবই' আর 'জিততেও পারি, হারতেও পারি'— এই দুই পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য অনেক। এবং সেই পার্থক্যের ওপরেই রাজনৈতিক দল, ফ্রন্ট, সুনীতি, দুর্নীতি অনেক কিছুর স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

আবছা আবছা মনে পড়ছে, সি পি আই (এম)-এর এক নেতা একবার রেগেমেগে বলেছিলেন, 'বিরোধী দলও কি আমাদেরই তৈরি করে দিতে হবে নাকি?'

সত্যিই তো, শাসক ফ্রন্টের প্রধানের কাছে এমন আবদার করাটা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যায়!

অতএব বিরোধীপক্ষবিহীন এ রাজ্যের ও এ রাজ্যের গণতন্ত্রের কিছু ভোগান্তি আরও কিছুকাল চলবে। নান্যোপায়!

গণ-শুনানি আর হবে কি, আইনজ্ঞের দ্বারস্থ পুনর্বিন্যাস কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার: বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে আর গণ-শুনানি হবে কি না, সেই ব্যাপারে আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিচ্ছে পুনর্বিন্যাস কমিশন।

গণ-শুনানি ছাড়া এখানে সীমানা পুনর্বিন্যাস করা যাবে না বলে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দাবি তুলেছে। এমনকী গত ৬ অক্টোবর দিল্লিতে বৈঠকে পুনর্বিন্যাস কমিশনের চেয়ারম্যান কুলদীপ সিংহের কাছে এই দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও। চেয়ারম্যান অবশ্য তাঁদের জানিয়েছেন, গণ-শুনানি নিয়ে দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল-সহ দুই আইন-বিশেষজ্ঞের মতামত জানার পরেই কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

তবে কমিশনের সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য সি পি এমের রবীন দেবের ধারণা, এখানে আর গণ-শুনানি হবে না। রবিবার তিনি বলেন, "কমিশনের বৈঠকে এই ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত না-হলেও আমার মনে হয়, নতুন করে আর গণ-শুনানি হবে না। অবশ্য এই ব্যাপারে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির মতামত নেওয়া হতে পারে।"

তবে কমিশনের সদস্য, কংগ্রেসের প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, আব্দুল মান্নান জানিয়েছেন, গণ-শুনানি হবে না বলে পুনর্বিন্যাস কমিশনের চেয়ারম্যান এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। মান্নান এ দিন বলেন, "চেয়ারম্যান তো আমাদের জানিয়েছেন, আইনজ্ঞেরা কী মত দিলেন, তা সব সদস্যকে জানিয়ে আবার বৈঠকে বসবেন। আগের বৈঠকে সব দলের প্রতিনিধিরাই তো একমত হয়ে বলেছেন জেলা-ভিত্তিক শুনানি হওয়া দরকার।"

মান্নানের দাবি, এই ব্যাপারে প্রিয়বাবু যে-প্রস্তাব দিয়েছেন, তা বিবেচনা করা হবে বলে পুনর্বিন্যাস কমিশনের চেয়ারম্যান তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন। এ দিন প্রিয়বাবু বলেন, "আমার প্রস্তাব ছিল, সীমানা পুনর্বিন্যাসে কোনও ব্যক্তির আপত্তি বা সুপারিশ থাকলে তিনি জেলাশাসকের কাছে লিখিত ভাবে তা জানাবেন। এই ব্যাপারে কমিশন সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে একটি দিন ধার্য করবে। সেই দিনেই আপত্তি বা সুপারিশ জানাতে হবে।" এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের কাছে মান্নানের প্রস্তাব, নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে জেলাশাসকের কাছে কেউ যখন আপত্তি জানাবেন, তখন কমিশনের এক জন আধিকারিক যেন সেখানে উপস্থিত থাকেন।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ সম্পন্ন হবে কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলেই সংশয় আছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে সীমানা পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব নয়।

ANIL GIVEN FREE HAND TO QUELL DISSIDENCE

Party backs Buddha

Statesman News Service

KOLKATA, Oct. 15. — The Communist Party of India-Marxist's state committee today okayed the industrial policy adopted by Mr Buddhadeb Bhattacharjee's government, authorising the organisation's state secretariat to penalise any party leader, legislator, minister or member of Parliament opposing it.

These were among the major decisions taken by the 76-member panel at a seven-hour meeting presided over by Mr Biman Bose to discuss guidelines issued at the CPI-M state conference in February and to draft the party's political strategy for the 2006 Assembly elections.

"You will see it when I take action," Mr Anil Biswas, state secretary, said when asked whether criticism or opposition would result in expulsion. Nor did he say if the decision had been taken in view of some recent censorious statements by the transport minister, Mr Subhas Chakraborty, and the land and land reforms minister, Mr Abdur Rezzak Molla.

"It's unacceptable if someone agrees with policies adopted at the party's meetings but chooses to be critical of them in public," said Mr Biswas. It was clear, though, that, with the state secretariat allowed to bypass the state committee in taking action against any recalcitrant leader, Mr Biswas's control of the organisation would henceforth be more pronounced than ever before. He was instrumental in getting Mr Buddhadeb Bhattacharjee's line of action approved by the state committee at its previous meetings.

Given that the Assembly elections are set for 2006, the panel decided to evaluate the CPI-M's organisational structure and to make up for its deficiencies, if any.

The party's district-level leaders meet on 27 October and its municipal chairpersons, the day after. There will be a farmers' rally at Jalpaiguri in January and a mass rally in the Brigade Parade Grounds on 8 January. The CPI-M also decided to organise public resistance against the pro-Greater Cooch Behar movement and its allied activities in North Bengal. "We will destroy these movements at their roots. If the movements get violent, the people will resist these. Maoists will be battled ideologically", Mr Biswas said.

THE STATESMAN

Left to look into land policy after Salim visit

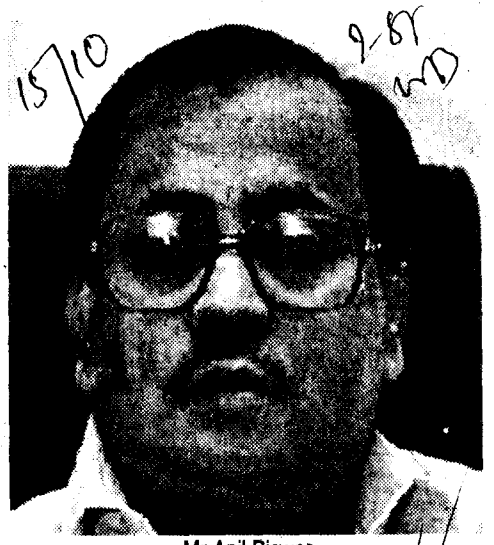

Mr Anil Biswas

Statesman News Service

KOLKATA, Oct. 14. — Left Front partners will discuss their policy on land allotment and industries after representatives of the Salim group visit the state, CPI-M state secretary Mr Anil Biswas said today.

The team is slated to arrive on 19 October and survey some areas in South 24-Parganas which the government has earmarked as possible location for new projects. Mr Biswas said the Left Front meeting would take place on 20 or 21 October.

"The government acts on a policy that is acceptable to the Left Front partners. And in this case we will take the opinion of all parties before forming a policy on use of agricultural land," Mr Biswas said.

The matter is also likely to come up at the state committee meeting of the CPI-M tomorrow.

Tomorrow's meeting has been called to review the guidelines that the party had framed at the state conference at Kamarhati in October. It was decided at that time that the guidelines for the party will be reviewed every six months.

Mr Biswas claimed that the Trinamul Congress had failed to generate public opinion against allotment of agricultural land to the Salim Group.

"It also tried to add communal colour to the issue with the help of a minority group. But there were no takers," said Mr Biswas. On Miss Mamata Banerjee's allegation that the Salim Group has offered handsome funds to the Left parties, Mr Biswas said: "They take money from industrialists. We survive on public donation and subscription."

The Trinamul Congress today reiterated its charge that the CPI-M is offering a red carpet welcome to the Salim Group for "bogus" industrialisation so that the party gets funds from the group before the state Assembly elections scheduled for early next year. Replying to Mr Biswas' claim that his party raises money through donations and subscriptions by its members, Mr Saugata Roy, Trinamul MLA and public accounts committee chairman, said such contributions are peanuts compared to the "crores" of rupees the party has amassed over the years.

THE STATESMAN

Never again! CM tells bandh-weary IT men

Statesman News Service

KOLKATA, Oct. 7. — No industrial action reminiscent of the 29 September strike will affect the information technology and IT-enabled services in West Bengal, Mr Buddhadeb Bhattacharjee assured the aggrieved captains of the industries in Writers' Buildings this evening. Promising political as well as administrative restraints on strike-sponsors and trouble-makers, he said that he shared the IT sector's understandable dismay at the ugly rumpus created in Salt Lake City and the objectionable intimidation of its workers on the day of the strike by violent supporters of the Centre of Indian Trade Unions and the Communist Party of India-Marxist.

"We told the chief minister that the bandh had affected us badly. He agreed and assured us of administrative assistance for the future," said the PriceWaterhouse Coopers CEO, Mr Rupen Roy, on behalf of the eight companies represented at the conclave with Mr Bhattacharjee and the IT minister, Mr Manab Mukherjee. "We will next time ensure that the IT industry's status as a public utility service is properly honoured," said Mr Mukherjee.

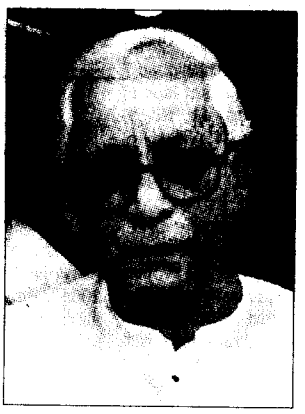

"The CM said we wouldn't tolerate hooliganism," added the IT secretary, Mr GD Gautam. "The chief minister told us that the previous one was also the last bandh in West Bengal," said Mr Roy.

Mr Bhattacharjee, asked about it, restricted himself to endorsing Mr Roy and stopping well short of clarifying if there would henceforth be a taboo on strikes in West Bengal or if the IT sector, which the state would have the rest of the world believe is the jewel in its economic initiative-taking crown, would not be made to feel the pinch of it. For all the publicity-courting rhetoric focused upon it since long, the IT sector on 29 September found the police playing a mischievously dual role, undermining its confidence. Both the chief minister and the IT minister felt that the day's events, underscoring the vulnerability of the industries in the face of organised hooliganism feeding on the tacit political support of the party in power in the state, had sent the wrong signal to investors, necessitating this evening's damage-control exercise.

Mr Mukherjee described it as an example of the state's "proactive policies of engagement with investors." Mr Mukherjee, obliged to be politically correct even as he played to the investors' gallery, said that there was no legal bar on trade unions in the IT sector though the right did not extend as far as making trouble and causing disruption. The meeting discussed the very serious problems the IT sector had encountered on 29 September, with an emphasis on the turbulence in Salt Lake City's Sector V, the hub of the collective enterprise.

"We are happy with the concern and conviction that the CM showed and we hope that such a situation will not recur," said Mr Ajoyendra Mukherjee, vice-president, TCS. Among the other IT notables present at the meeting were Ms Indu Khattar of Wipro, Mr Prithish Mukherjee of IBM, Mr Siddharth Mukherjee of CTS, Mr Stuart J Pugh of HSBC, Mr VVR Babu of TiE and Mr Vikram Dasgupta of Bites.

THE STATESMAN

DELIMITATION FIASCO-II

Guidelines, Directives And Norms Undermined

By MANASH GHOSH

The presence of two Congress representatives in the Delimitation Commission — Union water resources minister Priyaranjan Das Munshi and Champdani legislator Abdul Mannan — has done little to balance its composition. The role of these two Congressmen, to say the least, has been highly opportunistic. This is because the survival of Manmohan Singh government is wholly dependent on Marxist support.

Initially both Das Munshi and Mannan, to keep up the party's pretence of being the "only true and credible Opposition" to Bengal's Marxists, had sought to tom-tom the drastic reduction of assembly seats in Kolkata and the steep simultaneous rise in the number of seats allotted to border districts teeming with Bangladeshi infiltrators. In fact, Das Munshi, in a letter dated 14 May, urged Kuldip Singh, chairman of the Commission, "not to reduce the existing seats in Kolkata and reward the border districts with extra seats on the basis of population census". He too had said that the abnormal population growth in the border districts was because of large-scale infiltration from Bangladesh.

Total silence

At the commission's first meeting in Delhi on 12 March, this formed the essence of their submission. But their subsequent stance has been one of total silence although they had assured Trinamul's Dipak Ghosh that they would jointly champion the issue to force the commission to see reality and "act in the interest of national security". What made this change come about is not clear but it has been recently discovered in the draft proposal that both Das Munshi and Mannan have at last got what they had long wanted.

While Das Munshi has managed to give a wholly homogeneous Dinajpur look by including his native Kaliaganj assembly segment in his Raiganj Lok Sabha constituency, he has shed the three problematic assembly segments — Kharba, Harishchandrapur and Ratua — all of which lie in Malda district. Similarly, Mannan, to make his Champdani seat more secure, has managed to "badly mutilate" the sitting Trinamul Congress seat in Serampore to the extent that in the next election a Marxist victory from this traditional non-Left seat is a foregone conclusion.

Unfortunately, Kuldip Singh has treated the abnormal population growth in the bordering districts and their reward with 18 extra seats at the cost of Kolkata as non-issues. He has refused to look at these in depth or with the seriousness they deserve. This despite the submission of a transcript of chief minister Buddhadeb Bhattacharjee's 25 June

speech at a BSF seminar where he had expressed "serious concern" that in many bordering districts, Bangladeshi infiltrators far outnumbered local Indians. Also, Singh was told how Buddhadeb had a Bangladeshi, a key panchayat pradhan of his party in Murshidabad, deported when the district police showed that his name figured in the electoral rolls of both Rajshahi and Murshidabad.

Kuldip Singh was also shown both Indian and Bangladeshi electoral rolls in which several names and their addresses were a common factor. To impress upon him the seriousness of the issue, references were made to the 2002 West Bengal Police Commission's report that said there were over 10 million Bangladeshi infiltrators living mostly in West Bengal and the Eastern Command's communication to chief minister Jyoti Basu expressing concern over growing infiltration into the state. Das Munshi in a recent letter had also "fervently requested" Kuldip Singh to "freeze for the time being" the increase in seats in the bordering districts. But all this had no effect.

Infiltration issue

That he is attaching no importance to the infiltration issue is best explained by the fact that he took two months to refer the infiltration matter to the Union law ministry for advice, although at the commission's last meeting in Delhi on 8 July he had agreed to do it "immediately". At the commission's meetings he allowed the CPI-M's Rupchand Pal and others to silence attempts to raise the infiltration issue. Pal and other fellow party members of the commission have always maintained that there was "nothing abnormal in the population growth in the bordering districts which was in tune with the state's natural growth and that infiltration was nothing but media and opposition inspired rumour and mischief, the purpose of which was to delay the commission's fast pace of work".

Kuldip Singh is not inclined to listen to complaints on axing 10 assembly seats in Kolkata. He has refused to hear the argument that Kolkata is being victimised because it forms the core of Trinamul's political and legislative strength. Nor is he accepting the line that the proposed abolition of seven sitting Opposition seats, mostly belonging to Trinamul, will give an unfair advantage to the Marxists who have never been popular in a city traditionally known for being a non-Left citadel.

He is also not listening to the complaint that the proposed delimitation has resorted to such insidious gerrymandering that there is no scientific basis on which the new assembly constituencies have been redrawn at the cost of old ones. For instance while the four sitting Trinamul assembly seats, which form a vital component of Mamata's south Kolkata parliamentary constituency, have been abolished, not a single assembly seat belonging to heavyweight Marxists in the city has been tinkered with. On the contrary, to improve their seat tally in the city new seats have been carved out of their existing ones and selectively joined to those areas that traditionally have been Marxist pocket boroughs. No wonder the Opposition has been crying foul and alleging that the whole purpose of delimitation is to "reduce us to nothing".

Not only have the commission's guidelines, directives and norms for redrawing constituencies been severely undermined and in numerous cases violated, but various contradictory methods and yardsticks followed which make a mockery of the entire exercise. This has turned delimitation into a live controversy.

For instance the proposed Malda (south) assembly constituency, which will be on both sides of the Ganga, violates the principle of natural boundaries. It is a well accepted norm that natural boundaries should not be crossed while delimiting a constituency since it creates serious logistical and administrative problems besides causing misery to the constituency's electorate. The Delimitation Act provides that in such cases the Geographical Information System should be consulted but in the case of Malda (south) this was not done.

Controversial role

But what has peeved the Opposition most is the highly controversial role of chief electoral officer, Basudeb Banerjee. Under the Delimitation Act, the CEO falls in the category of "any other person" whose assistance can be sought by the commission for supplying it with relevant maps and statistics. He is neither an associate member of the Commission nor is he a part of the commission's secretariat. But his behaviour all through has given the impression that he is a "super member" of the commission who not only attends all its meetings and keeps whispering into Kuldip Singh's ears at crucial moments but also acts as its chief spokesman — which he is not.

Even before the proposed delimitation of constituencies was announced to the Commission's associate members, Banerjee went to press giving details of "newly created seats" and "abolition of old ones" which was beyond his brief. He has been accused of not supplying official documents to the associate members belonging to the Opposition in time. The associate members of the Opposition did not know what the agenda of the commission's meeting in Delhi on 6 October would be until very late. Unfortunately, all this serves to undermine the commission's impartiality and credibility.

(Concluded)

THE STATESMAN

Minister in mistaken identity, Trinamul sniffs scandal

Legal Correspondent/SNS

KOLKATA, Oct. 6. — It was a case of mistaken identity that made the Trinamul Congress today sense a "political" victory of sorts and demand the resignation of Mr Narayan Biswas, minister for cottage industry, who, according to the party, had been "refused bail" by Calcutta High Court. The Trinamul leadership even wanted the chief minister to show political morality and sack the minister immediately, especially when the Marxists had trodden the "high moral ground" over the conviction of SUCI MLA, Mr Prabodh Purkayat, recently.

But it turned out that the minister actually had been granted bail, while a namesake of his, accused in a different case, had been denied it.

A Division Bench of Calcutta High Court today granted anticipatory bail to some petitioners, including the minister. During the hearing of the minister's bail petition, no lawyer appeared for the de facto complainant. Some time later, when another case in which another Narayan Biswas was among the petitioners came up, the Division Bench rejected his bail prayer.

Later, when Mr Arunava Ghosh, who was to appear for the de facto complainant for the minister's bail hearing, came to know of what had transpired, he told reporters that he has seen the judges and pointed out that the court had granted anticipatory bail to a minister against whom a charge-sheet had been filed on allegations of rioting. The Bench decided to rehear the case tomorrow and pass an order.

The chief minister, Mr Buddhadeb Bhattcharjee, said Mr Biswas had neither resigned nor had he been asked to do so. "Let me see the court order first," he said. The chief minister added that Mr Biswas had been formally allotted the cottage and small industries portfolio following the recent election to Parliament of the Cabinet minister of the department, Mr Bansagopal Choudhury.

Mr Narayan Biswas

DELIMITATION FIASCO-I

Commission's Neutrality And Working Under A Cloud

By MANASH GHOSH

It is still not clear what the Delimitation Commission headed by former Supreme Court judge Kuldip Singh will do after all its three public sittings in Siliguri, Durgapur and Kolkata, which were supposed to hear objections on redrawing 294 West Bengal Assembly and 42 Lok Sabha constituencies in the state, almost ended in a fiasco. What it plans to achieve by its decision to "deliberate in Delhi and discuss the matter with the attorney general and other legal experts" on the chaotic and incomplete hearings is not clear since the Delimitation Act clearly says that the process cannot be complete until and unless the commission has heard "in person all the objections and suggestions" submitted to it regarding the proposed delimited constituencies.

Only a fraction

Since the commission could hear only a fraction of the objections pertaining to only three (Cooch Behar, Malda and Hooghly) of the 19 districts, it certainly would not be handing down natural justice if it were to announce its findings without disposing of thousands of objections and suggestions raised about the rest of the state's other delimited constituencies.

The commission would be undermining the cause of natural justice, which it is supposed to uphold, if it selectively picks and chooses objections and suggestions and ignores the rest as not worth looking into, despite many of these having enough genuine basis for hearing. By holding three short and infructuous public hearings the Commission may have fulfilled the formal requirement of the Delimitation Act but has not met its substantive requirement of closely examining and scrutinising the soundness and validity of each and every objection and suggestion made about the proposed delimitation.

But West Bengal's chief electoral officer and some of the Left MPs and MLAs who are associate members of the Commission, have been privately demanding that no further public hearing be held as most of the objections are "bogus".

Already the commission's proposed delimitation draft is seen to be providing undue electoral advantage to the CPI-M. This impression has gained ground specially because of the disorderly way the commission conducted its sittings, none of which could take up for hearing the two most controversial issues — punishing

Kolkata by selectively banishing 10 of its 21 existing assembly constituencies in a highly arbitrary and motivated manner and rewarding the eight districts bordering Bangladesh, notorious for large scale infiltration from across the border, with 18 new seats. Worse, the commission never explained the rationale for axing a record number of seats in Kolkata which goes against all the accepted principles of demography and statistics.

Actually the commission and West Bengal's chief electoral officer, Basudeb Banerjee, are to blame for not being able to devise proper means for hearing objections in an orderly manner when they knew well in advance that thousands of objections had already been filed because of the highly volatile and polarised nature of West Bengal politics. Not satisfied with printing notices in newspapers, Banerjee, who privately claims to be the eyes and ears of the commission and also its spokesman, in a notification also asked objectors to register their names with the offices of their respective district magistrates for making oral depositions before the commission.

Mobilising police

But at all the three places of hearings Banerjee, except for arranging sittings in three small halls and mobilising massive armed police force outside these venues, did nothing to ensure the objectors got a chance to air their grievances and suggestions. Even West Bengal chief secretary Amit Kiran Deb doubted Banerjee's wisdom in arranging the hearing at Mahajati Sadan with seating capacity of only 1,300 although 14,000 registered objectors had been issued receipts to appear for hearing.

Worse, Banerjee treated the hearing with such levity that he announced that entry into halls would be on first come first served basis as if the delimitation exercise was a musical soiree. This was a sure recipe for bedlam. There was no one at the gate to check the receipts which enabled goons of all political hues and even street urchins to fill the hall and create a din forcing the commission to wind up its hearing in less than five minutes.

After the sitting in Durgapur ended in a fiasco, it was mutually agreed by the two associate members of the commission — Rabin Deb, CPI-M legislator and also Left Front chief whip in the state assembly and Dipak Ghosh, the lone Trinamul Congress MLA — that to ensure the commission's smooth and orderly hearing in Kolkata, objectors by turn and district wise would enter Mahajati Sadan depending on the district taken up for hearing by the commission. Kuldip Singh too had given his approval. Surprisingly not only was this not done, but on the hearing day no arrangement was made to communicate with the objectors who had assembled in thousands outside Mahajati Sadan.

The commission's neutrality and working have also come under a cloud because of its composition, which is badly mired in controversy. It is so heavily loaded with the Left Front (read CPI-M) MPs and legislators that the lone Opposition voice belonging to the Trinamul Congress gets stifled disdainfully more often than not. The brute majority of the Marxists in the commission because of the presence of Basudeb Acharya, leader of the CPI-M in Lok Sabha, besides two other Marxist MPs Rupchand Pal and former Howrah mayor Swadesh Chakraborty and three party MLAs, including the high-profile Rabin Deb, has resulted in repeated silencing of the Trinamul viewpoint on many issues including infiltration from Bangladesh into the bordering districts. They have even succeeded in pushing forth the view that infiltration is an "irrelevant non issue not worth wasting time on". However, it is Mamata Banerjee's exclusion from the commission on the recommendation of the Lok Sabha Speaker, Somnath Chatterjee, that has raised serious controversy on its composition.

Mamata excluded

Many eyebrows were raised when Somnath Chatterjee, immediately after becoming Speaker, struck off Mamata Banerjee's name and replaced it with his own party MP and friend Swadesh Chakraborty on the "spurious" plea of proportionate representation. Despite Mamata Banerjee winning the 2004 Lok Sabha poll and already being an associate member of the Commission, the loss of seven seats by the Trinamul Congress was cited as the reason for her exclusion. But no vacancy arises in the commission until and unless MPs and MLAs either resign or die or lose in the election. Chatterjee to increase the tally of his party MPs created a vacancy by shunting "inconvenient" Mamata out of the commission so as to smoothen its functioning.

Some of the non-CPI-M leaders of the Left Front had then called his action a "personal vendetta" and "settling his old score" with Mamata for suffering an "inglorious defeat" in Jadavpur in the 1984 Lok Sabha poll. Unfortunately Kuldip Singh as chairman could not realise the implications of the recommendation and, instead of overruling it, he endorsed it wholeheartedly.

(To be concluded)

The author is Editor, Dainik Statesman

Bandh-battered Buddha calls IT firms for talks

BISWARUP GOOPTU

Calcutta, Oct. 4: The barrage of bandh brickbats has prompted Buddhadeb Bhattacharjee to apply the balm on the wounded confidence of the information technology business.

On Friday, the chief minister has invited representatives of several IT and IT-enabled services company heads to talks. The meeting has been called in the backdrop of last Thursday's bandh, in which the IT sector appeared to have been specifically targeted possibly to inflict a wound on the chief minister himself.

"We will be discussing problems faced by them (the companies), in general. The bandh will, of course, be discussed," said IT minister Manabendra Mukherjee.

On bandh day, infotech personnel were rudely stopped, public-utility stickers on vehicles were torn off and attendance records plummeted to a record low. A leader of Citu, the CPM's labour arm that had sponsored the strike, even went on record to question why IT should be treated differently from any other industrial activity, challenging the government's decision to grant it public utility status.

The reason for giving it that label is its 24x7 nature of operation and the chief minister's initiative to launch Bengal as an IT investment destination. Observers saw the attempt to stop IT companies from functioning that day as an attack on Bhattacharjee himself.

By calling the meeting so soon after the strike, Bhattacharjee is acknowledging that the action did have an impact on IT and Bengal's image.

Bhattacharjee

The message is meant as much for the public as for Citu, which is being told where the chief minister's sympathies lie.

As G.D. Gautama, principal secretary, department of IT, put it: "The strike has been very bad for the image of Bengal. There is stiff competition among several states to hop on to the IT bandwagon. Investors may well stay away from Bengal if strikes like these become a common occurrence."

Those provided with a platform to voice their grievances adopted a conciliatory tone after receiving the invite. Siddharth Mukherjee, vice-president, Cognizant Technology Solutions (where attendance on bandh day dropped to 8-9 per cent), said: "We have been invited for the meeting, but we do not have a particular position to comment on right now. The image of the state has been dented but we have to sit down and work out a solution."

Bhattacharjee would also remember what Infosys chief N.R. Narayana Murthy told him on bandh-eve. "There is a distinction between the government and the party. As long as the government does not support the strike and takes steps to ensure normal running of business, it is fine."

The government could not ensure normality, but Bhattacharjee is telling the business community through the meeting that his administration is not blind to the damage.

"We will have to find ways to make sure that such disruptions do not occur in the future," said Mukherjee.

LEFT LOGIC: IF FRENCH WORKERS CAN HIJACK A SHIP, WE CAN CERTAINLY STRIKE

Reds cavil at corporate criticism

Press Trust of India

NEW DELHI, Oct. 4. — Reacting to strong criticism from industries and chambers of business, Leftist parties today brushed aside figures about losses incurred by India Inc, and sought to counter claims that strikes could repel investors.

"It is absurd to say strikes scare away investors. India cannot be ignored...they (investors) know that there is a big market out here," said the CPI national secretary, Mr D Raja. "Every time there is a workers' agitation such as the strike last week, the industry tries to scare the Left parties... they cannot scare us," he said.

Mr Tapan Sen, a leader of the Citu, one of the unions which organised last week's stir, noted: "Striking workers hijacked a ship in France, one of the largest recipients of FDI. Even that has not stemmed the flow of fresh investment to the country. So, saying strikes would scotch investments is a bogus proposition."

According to a World Economic Forum report, India received US$5.33 billion in FDI in 2004. The government intends to surpass this figure in 2005.

Industry chambers expressed disappointment at the strike, saying it would send a negative signal to investors. About 20,000 airport employees participated in the 29 September strike, which upset the travel plans of an estimated 50,000 air passengers.

"The importance of civil aviation and India's airport infrastructure could be gauged from the fact that over 95 per cent of India's foreign tourists arrive here by air; over 40 per cent of India's exports and imports, by value, are carried by air; and 100 per cent of those seeking to invest in India and visiting India for commerce and industry, do so using air services," CII president Mr YC Deveshwar said.

"We resorted to the strike (because) the UPA government hadn't redeemed the promises made in the CMP... it is for the government to understand the implications as the very same approach led to the previous government biting the dust," said the CPI-M Member of Parliament Mr Nilotpal Basu. RSP leader Mr Abani Roy echoed him.

Left talks slums, page 4

After strike, let's talk

KOLKATA, Oct. 4. — In an apparent effort to pacify the state IT industry, which bore the brunt of last week's trade union strike, a face-to-face interaction has been scheduled on 7 October between the chief minister and representatives of eight major IT companies operating from Salt Lake's Sector V — Wipro, TCS, IBM, CTS, PwC, TiE, Bites and HSBC. IT minister Mr Manabendra Mukherjee and IT secretary Mr GD Gautama will also be present at the meeting. — SNS

No matter what the captains of industry say, in a Left bastion, disruptive agitations simply refuse to fade out. Tollygunge and Ballygunge Railway Colony Committee members hold up train services in protest against eviction of slum-dwellers. Near Ballygunge Station on Tuesday. — SNS

Markets shrug off slanging match, zoom

MUMBAI, Oct. 4. — Regardless of the slanging match between the Left and Corporate India, the bull run at the Sensex and Nifty continued unabated today with both indices hitting record highs. The former inched past the 8,800 mark in the course of the day's trading before closing at 8799.96 points, a gain of 1.18 per cent or 102.31 points. The rise is widely regarded to have been on the back of a rally in tech and auto stocks as FIIs and big investors flush with liquidity are unhesitatingly chasing the available floating stocks even at higher prices. The Sensex crossed 8,800 points at 2.55 p.m. scaled to 8808.83 before settling down at 8799.96 points with a gain of 1.18 per cent or 102.31 points. The Nifty closed at 2663.35 points, a gain of 1.27 per cent or 33.30 points. On the Sensex, two stocks moved up, seven declined and one was static. The volume was impressive. The turnover was Rs 1149.02 crore. The CNX Midcap 100 Index closed 1.34 per cent up with an increase of 51.80 points. Analysts now predict a 9,000 Sensex mark as the next target for running bulls. Despite floating stocks drying up fast, the investors find them attractive and don't mind buying them at a premium. The FIIs are picking up Sensex stocks in turns — every day selectively 10 to 15 at a time. — SNS

THE STATESMAN

গাড়ি থামিয়ে, কর্মী আটকে তথ্যপ্রযুক্তিকে শিক্ষা দিল সিটু

স্টাফ রিপোর্টার: সিটুর নেতা-সমর্থকেরা সম্ভবত উপলব্ধিও করতে পারলেন না যে, শুধু গাড়ির চাকা নয়, বৃহস্পতিবার রাজ্যের ভাবমূর্তিকেও আবার ক্রুশবিদ্ধ করেছেন তাঁরা।

বস্তুত এ বার যা ঘটেছে, এক কথায় তা রেকর্ড। বেলা ২টো। পথঘাট খাঁ খাঁ। দু'পাশে ইস্পাত ও কাচ ঢাকা বড় বড় বাড়ি যেন ঝাঁ-চকচকে প্রেতপুরী। প্রতিটি দোকান বন্ধ। আকাশ মেঘলা, গাছের পাতায় হাওয়ার শনশন শব্দ। রিটার আতঙ্কগ্রস্ত নিউ অর্লিয়েন্স? না, সল্টলেক পাঁচ নম্বর সেক্টর। পশ্চিমবঙ্গের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের আঁতুড়ঘর। বৃহস্পতিবার ওই অঞ্চলেও নিজেদের রাজত্ব কায়েম করে সিটুর সমর্থকেরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, কর্মসংস্কৃতির গ্যারান্টি দিতে এই শিল্পকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'অত্যাবশ্যক পরিষেবা'র তকমা দান প্রহসনের পর্যায়েই পড়ে।

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প যাতে বন্‌ধ বা ধর্মঘটের মতো কর্মনাশা রাজনৈতিক স্লোগানের বলি না-হয়, সেই জন্য ২০০২ সালে রাজ্য সরকার এই সংস্থাগুলিকে 'পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিস' বলে ঘোষণা করেছিল। শ্রম দফতরের সেই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই শিল্পের কর্মীরা ধর্মঘট করতে পারেন না। তাই বৃহস্পতিবারের ধর্মঘটের আওতা থেকে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে মুক্ত রাখতে তাদের বিশেষ স্টিকারও দিয়েছিল সরকার।

বৃহস্পতিবার বেহালা, তারাতলা, দমদম, সল্টলেকের মতো জায়গায় সিটু সমর্থকেরা ওই সব সংস্থার কর্মীদের গাড়ি থামিয়ে ওই স্টিকার ছিঁড়েছেন। গাড়ি আটক করেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কর্মীদেরও আটক করেছেন।

রাজ্য সিটুর সাধারণ সম্পাদক কালী ঘোষ বুধবারেই বলেছিলেন, "আইটি বলে বিশেষ কোনও শিল্প নেই। তাকে ছাড় দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।" তাঁর অনুগামীরা নেতার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এ দিন উইপ্রো, জিই ক্যাপিটালের মতো সংস্থার গাড়ি আটকেছেন তাঁরা।

নভেম্বরে কলকাতায় বড় গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র চালু করার কথা হংকং ব্যাঙ্কের। এখন কিছু কর্মীর প্রশিক্ষণ চলছে। সকালে সেই কর্মীদেরও পথ আটকেছেন সিটুর সমর্থকেরা। অনেক কর্মীকে বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। লিমটেক্স ইনফোটেকের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকে একটা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, এমন একটা ভাব এ দিন ছিল সিটু-সমর্থকদের মধ্যে। এটা যে আগে দেখা যায়নি, তা সরকারের অন্দরমহলও স্বীকার করে নিয়েছে। বস্তুত, গত বছর তিনটি বন্‌ধে এমন ঘটনা ঘটেনি।

সল্টলেকের পাঁচ নম্বর সেক্টরের দু'টি মূল প্রবেশদ্বারে সকাল থেকেই সিটু-সমর্থকেরা পথ আটকে কর্মীদের ঢুকতে বাধা দিয়েছেন। এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা থেকে কলসেন্টারের মতো বিভিন্ন বি পি ও সংস্থা— সবাই।

কলকাতায় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প যখন সিটুর হাতে এ ভাবে আক্রান্ত, তখন তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায় তাঁর দফতরে ঘণ্টা দুয়েকের প্রতীকী হাজিরা

এর পর এগারোর পাতায়

শিক্ষা দিল সিটু

প্রথম পাতার পর

দিয়েছেন মাত্র। সকাল সাড়ে ৮টায় দফতরে গিয়ে একা কুন্ত হয়ে দফতরের সচিব জ্ঞানদত্ত গৌতম নানা সংস্থার অভাব-অভিযোগ সামাল দেওয়ার নিষ্ফল চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। সন্ধ্যায় মানববাবুর সাফাই, "সিটু বুধবার বলেছিল, গাড়ি আটকানো হবে না। কিছু অতি উৎসাহী সমর্থক না-বুঝে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এমন না-ঘটে, তার জন্য আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে।"

চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি, ইনফোসিস টেকনোলজিসের চেয়ারম্যান এন আর নারায়ণ মূর্তি শহরে এসে বলে গিয়েছেন, "দল ও সরকারের মধ্যে প্রভেদ করতে হবে। দেখতে হবে সরকার ধর্মঘট সমর্থন করে কি না।"

এ দিন নিষ্ক্রিয় নির্বিকার প্রশাসনের সুযোগ নিয়ে সিটুর নেতৃত্বে বামপন্থীরা প্রমাণ করে ছাড়লেন, মূর্তির আশঙ্কাই সত্যি। দলের বিরুদ্ধাচরণের ক্ষমতা প্রশাসনের নেই। ফলে বামপন্থীরা যাকে দেশ জুড়ে ধর্মঘট বলেন, তা হয়ে দাঁড়ায় পশ্চিমবঙ্গ বনধ।

স্থানীয় শিল্পমহল সম্ভবত প্রতিবাদ করার স্পৃহাটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। বণিকসভা সি আই আই-এর পূর্বাঞ্চলীয় কর্তা রবি পোদ্দার বললেন, "আপনি যদি বাম বঙ্গে থাকেন, তা হলে এটা ভবিতব্য। এমন ছুটির দিন মাঝেমধ্যেই আপনাকে চমৎকৃত করবে।" চমৎকৃত হওয়ার মতোই পরিসংখ্যান। ইনফিনিটি বিল্ডিংয়ের মতো সুনসান ছিল সল্টলেকের সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের দ্বিতীয় বাড়িটিও। এক বি পি ও কোম্পানি অ্যাকলারিস ছাড়া, এ দিন এই বাড়িতে অন্য কোনও সংস্থাতেই কাজ হয়নি। টি সি এস, অ্যাটস, ইন্টেরার মতো প্রতিটি সংস্থাই এ দিনটাকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করে দিয়েছিল। তার পরিবর্তে তারা শনিবার কাজ করবে বলে ঠিক করে নিয়েছে।

সল্টলেকে কলসেন্টার লিমটেক্স ইনফোটেক। সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট চিত্তরঞ্জন নাগ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবারের ধর্মঘটের কারণে দু'টি শিফটের কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন তাঁরা। ফলে আর্থিক ক্ষতি প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। সকাল ৯টা নাগাদ বেশ কিছু সিটু-সমর্থক দফতরে এসে বুধবার রাতের কর্মীদের বাড়ি ফিরতে বাধা দেয়। কর্মীদের নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা, রাতে গেস্টহাউসে রাখার জন্য অ্যাকলারিসের কর্মী-পিছু খরচ হয়েছে প্রায় ১০০০ টাকা। ২৫০ জন কর্মীর জন্য নিট বাড়তি ব্যয় আড়াই লক্ষ টাকা। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর কল্যাণ কর বলেন, ধর্মঘটের দিনে সল্টলেকে এ-রকম ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা আগে হয়নি। রাজ্য সরকারের দেওয়া জরুরি পরিষেবার স্টিকারকে সিটুর অনুগামীরা আমল দেননি। সকালে সংস্থার কিছু কর্মীকে রাস্তায় আটক করেও রেখে দেওয়া হয়।

সিটু প্রত্যক্ষ ভাবে এই ধর্মঘটের সঙ্গে জড়িত, তাই কোনও ঝুঁকি নেয়নি গ্লোবসিন টেকনোলজিস। সংস্থার প্রধান বিক্রম দাশগুপ্ত জানান, এ দিন সাপ্তাহিক ছুটির আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন তাঁরা। পরিবর্তে শনিবার কাজ করবেন। একই কৌশল টি সি এস এবং প্রাইসওয়াটারহাউস কুপার্সের। ধর্মঘটের দিনে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে গাড়ি ভাড়া দিয়ে থাকে ওরিক্স অটো বিজনেস বলে একটি সংস্থা। সংস্থার প্রধান সুপ্রতীক রায় বলেন, "শহরের বিভিন্ন এলাকায় গাড়ির চালকদের হুমকি দিয়ে মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে গাড়ি আটকে রেখে দেওয়া হয়। কোথাও বাস থামিয়ে কর্মীদের গাড়ি থেকে নামানো হয়েছে। টায়ারে পেরেক ঢুকিয়ে, হাওয়া খুলে ধর্মঘট কার্যকর করা হয়।"

কয়েক বছর আগে কলকাতায় দাঁড়িয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অরুণ শৌরি বলেছিলেন, ভাবমূর্তি এমন জিনিস, যা এক বার হারালে ফিরে পেতে দীর্ঘ সময় লাগে। সাম্প্রতিক কালে রাজ্য ভাবমূর্তি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করলেও ধর্মঘট-প্রিয় বাম নেতারা আবার সেই চেষ্টা পিছিয়ে দিলেন অনেকটা।

অকাতরে আতঙ্ক ছড়িয়ে।

ANANDABAZAR PATRIKA

সংস্কারের পথে বুদ্ধের নয়া কদম

সরকারি মদতে বন্‌ধ বন্ধের প্রয়াস শুরু

দেবব্রত ঠাকুর

সরকারি মদতে রাজ্যে এটাই বোধ হয় শেষ বাংলা বন্‌ধ। অন্তত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ মহলের সে-রকমই ধারণা।

রাজনৈতিক দল সাধারণ ধর্মঘট ডাকতে পারে, শিল্প ধর্মঘট ডাকতে পারে, বন্‌ধও ডাকতে পারে। কিন্তু তার পিছনে সরকারি 'মদত'-এর ছাপ পড়লে যে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের ছবিটাই ধাক্কা খেতে বাধ্য, বৃহস্পতিবারের নাম-কা-ওয়াস্তে ভারত-জোড়া ধর্মঘট, নির্দিষ্ট করে সার্বিক বাংলা বন্‌ধের পরে মুখ্যমন্ত্রী সেটা সম্যক বুঝেছেন। বুঝেছেন তাঁর সহকর্মী এবং দলীয় নেতাদের অনেকেই।

বুদ্ধবাবু প্রকাশ্যে নীরব। তাঁর দলের সম্পাদক অনিল বিশ্বাস কিন্তু সরব, "সরকার আলাদা, পার্টি আলাদা, ট্রেড ইউনিয়ন আলাদা। আর সরকার কখনওই কোনও বন্‌ধ বা ধর্মঘট সমর্থন করতে পারে না। আমরা তেমনটা চাইও না।" বুদ্ধবাবুর 'টিম ইন্ডাস্ট্রি'র এক শীর্ষ কর্তা বলেন, এই ধর্মঘটের কারণে অন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে শিল্প-প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ যে অসুবিধায় পড়বে, এটা তো অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই।

ওই কর্তার মতে, "রাজনৈতিক বাস্তবতা যা-ই হোক না কেন, আসলে বলির পাঁঠা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গই। আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করছি। দেখা যাক, কী হয়।" কার্যত আলোচনা একটাই, পার্টি বা দলীয় ট্রেড ইউনিয়নের কাজকর্মের সঙ্গে সরকারি কাজকর্মকে মিশিয়ে না-ফেলা। পার্টি আন্দোলনের কর্মসূচি নেবে রাজনৈতিক প্রয়োজনে, বাধ্যবাধকতায়। সরকার চলবে তার নিজের পথে।

অনিলবাবুর কথায়, "সরকারি মদতে বন্‌ধ, ধর্মঘট হয় নাকি। আমরা সব সময়েই সরকারকে আলাদা রাখতে চাই। আমরা যে সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার বলে মনে করি না, সেটা তো আমাদের পার্টি দলিলেই রয়েছে। তা হলে ধর্মঘটের মতো সংগ্রামের হাতিয়ারে সরকারকে চাইব কেন?" তবে নিজেদের সরকার থাকলে ধর্মঘটীদের উপরে দমনপীড়ন যাতে না-করে, সেই প্রত্যাশা অনিলবাবুর রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, "সরকার পরিবহণ শিল্প চালু রাখতে পারে। মন্ত্রী নির্দেশ দিতে পারেন। তবে বাসচালকেরা ধর্মঘটও তো করতে পারেন। শিক্ষামন্ত্রী স্কুল-কলেজ খোলা রাখার নির্দেশ দিতে পারেন। ছাত্র-শিক্ষকেরা ধর্মঘটে গেলে সরকারের কী-ই বা করার আছে?"

অর্থাৎ ধর্মঘট, বন্‌ধের মতো কর্মসূচিতে সরকারকে আলাদা রাখার যে-কথা এত দিন শুধু কাগজে-কলমে রয়েছে, এ বারের ধাক্কার পরে তা ত্বরান্বিত হতে পারে।

এক সরকারি কর্তার কথায়, পার্টি আন্দোলন করবেই। কিন্তু 'সরকারি মদত'-এর তকমাটা তার সঙ্গে জুড়ে যাওয়ায় শিল্প ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হবেই। ভুল বার্তা যাচ্ছে, এটা বলাই বাহুল্য। বুধবার ইনফোসিসের প্রধান নারায়ণ মূর্তি যত না ধর্মঘটের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন, তার থেকেও বেশি প্রশ্ন তুলেছেন বন্‌ধের পিছনে সরকারের স্পনসরশিপ নিয়ে। শিল্পোন্নয়ন, দেশি-বিদেশি নয়া পুঁজি আমদানির উদ্যোগ, নয়া পরিকাঠামো ক্ষেত্রে মরিয়া হয়ে ঝাঁপানোর প্রয়াস— কার্যত এই গুণাবলির জন্য প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ গত মাস দুয়েকের মধ্যে বুদ্ধবাবুকে 'রোল মডেল সি এম' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার ডজনখানেক টিভি চ্যানেল যখন বারবার দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, বাঙ্গালোরের কর্মময় দিনটির পাশাপাশি 'সাম্মাটা' কলকাতার ছবি তুলে এনেছে, তখন ভিতরে ভিতরে ক্রমশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে মুখ্যমন্ত্রীর 'টিম ইন্ডাস্ট্রি'। ক্ষিপ্ত হয়েছে পুরুলিয়ার মতো প্রত্যন্ত জেলায় শিল্প-কারখানায় বাম ক্যাডারদের ভাঙচুরের ঘটনায়। তারা প্রশ্ন তুলেছে, ব্লাস্ট ফার্নেস যখন-তখন বন্ধ করা যায় নাকি? 'টিম ইন্ডাস্ট্রি' ক্ষুব্ধ, বুদ্ধবাবুর নেতৃত্বে যখন কলকাতা তথা বাংলার গা থেকে 'কর্মনাশা' শব্দটি তুলে ফেলার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে, তখন '২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৫' তারিখটা সেই তকমাই নতুন করে সেঁটে দিল বাংলার গায়ে।

প্রতিবাদেই কি না বলা যাচ্ছে না, তবে এমন একটি কর্মহীন দিনে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু নিজেকে কাজের মধ্যেই রেখেছিলেন। সকালে নির্দিষ্ট সময়ে মহাকরণে পৌঁছে গিয়েছেন। মহাকরণের পথে রাস্তায় সাধারণ গাড়ি চলাচল আটকানোর জন্য দলীয় ক্যাডারদের বকুনিও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মহাকরণে সাক্ষাৎপ্রার্থী বাংলাদেশি ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে দেখা করেছেন, কথাবার্তা বলেছেন। সরকারি ফাইল দেখেছেন। বেলা দেড়টায় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে চলে গিয়েছেন বাড়িতে, মধ্যাহ্নভোজ সারতে। আবার ফিরেছেন ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়, বিকেল ৪টেয়। জৈব প্রযুক্তি নিয়ে বৈঠকে ডেকেছিলেন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন, শিল্পসচিব সব্যসাচী সেন এবং শিল্পোন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর গোপালকৃষ্ণকে।

তথ্যপ্রযুক্তির পাশাপাশি জৈব প্রযুক্তির উপরে সমান গুরুত্ব দিতে চান বুদ্ধবাবু। সম্প্রতি জৈব প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কলকাতায় আসার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন বাঙ্গালোরের বায়োকন গোষ্ঠীর প্রধান কিরণ মজুমদার শ। সল্টলেকের ৫ নম্বর সেক্টর যেমন তথ্যপ্রযুক্তির সমার্থক হয়ে উঠছে, রাজারহাটে তেমনই জৈব প্রযুক্তি সেক্টর গড়ে তুলতে চান মুখ্যমন্ত্রী। বায়োকনকে সামনে রেখে এ দিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে সেই বিষয়েই।

এর পর এগারোর পাতায়

● **গাড়ি আটকাচ্ছেন কেন, পথে নেমে বুদ্ধের ধমক...পৃঃ ৬**

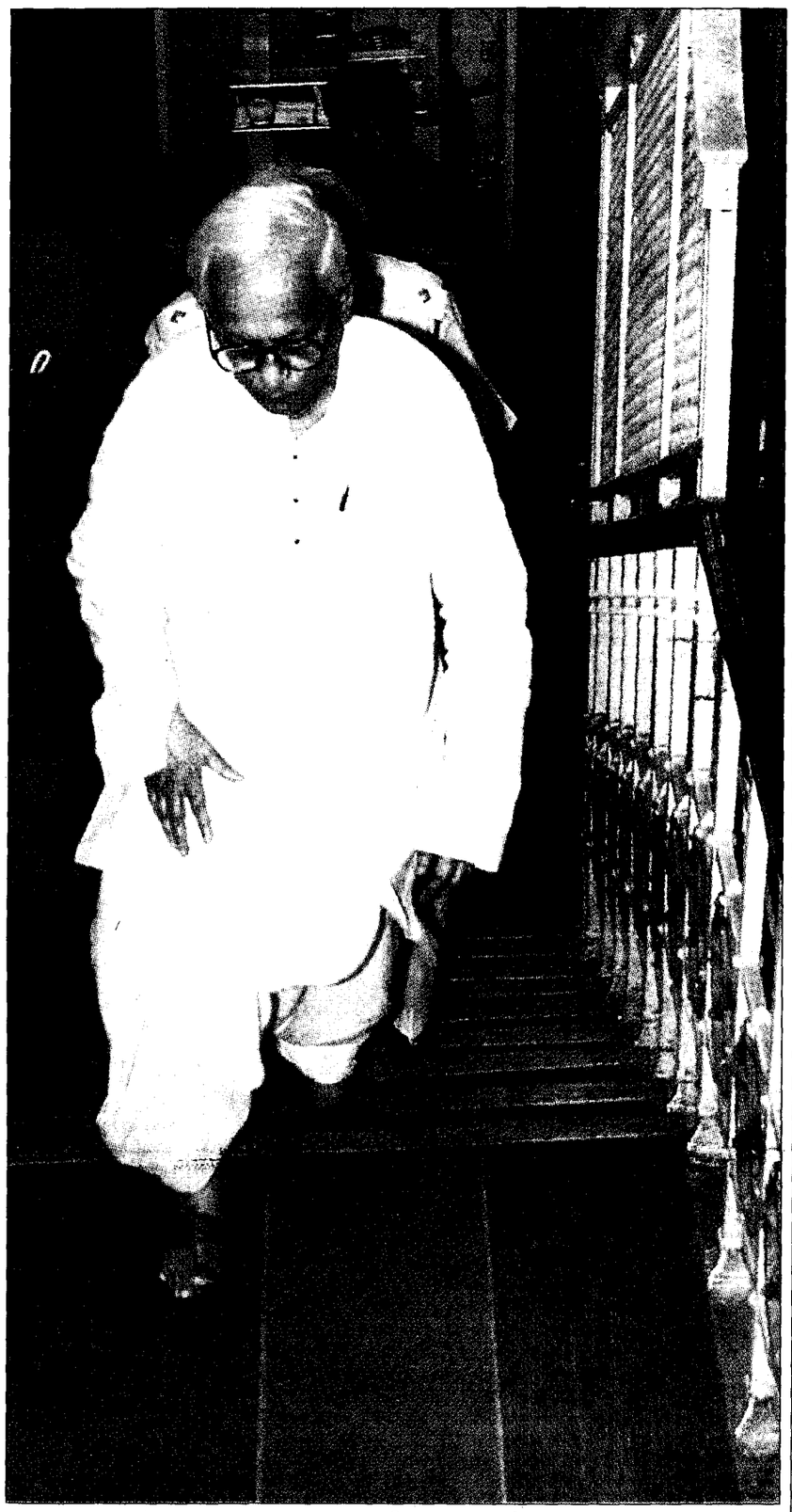

দৃপ্ত পদক্ষেপে চড়াই ভাঙা। বন্‌ধের মহাকরণে বৃহস্পতিবার। — দেবাশিস রায়

সাধারণ ধর্মঘট: দুই চিত্র

কলকাতা বিমানবন্দর অচল, জলও অমিল

স্টাফ রিপোর্টার: ফ্রান্স থেকে মুম্বই পর্যন্ত কোনও সমস্যা ছিল না। কলকাতা বিমানবন্দরে নামতেই অন্য ছবি। প্রথম বার ভারত-ভ্রমণে এসেই হতবাক গেতোঁ রোকোফর্ট। ২২ বছরের ফরাসি যুবক।

কলকাতার বন্ধ কেমন হয়, রোকোফর্টের মতোই দেখলেন রাঁচির আনন্দ দে। ছ'মাসের শিশুকে নিয়ে সেনাবাহিনীর জওয়ান প্রকাশ মগধের অভিজ্ঞতাও বেশ করুণ। 'বৃহত্তর' স্বার্থে ডাকা বৃহস্পতিবারের বন্‌ধ রেয়াত করেনি ওঁদের কাউকেই। অপরিচিত শহরের থমকে যাওয়া রূপ দেখে প্রত্যেকেই বিস্মিত।

কলকাতা বিমানবন্দরের লাউঞ্জ খাঁ খাঁ করছে। রোকোফর্ট এ দিন সকালেই ফ্রান্স থেকে মুম্বইয়ে পৌঁছন। সেখানে সব কিছু স্বাভাবিকই ছিল। মুম্বই থেকে উড়ান ধরে কলকাতা। রবিবার রাতে দার্জিলিং যাবেন। কলকাতায় নামার পরে জানতে পারেন ধর্মঘটের কথা। বান্ধবী ক্যামিলিয়ার প্রশ্ন, "বাইরে কি কিছুই পাওয়া যাবে না? সদর স্ট্রিটের একটি হোটেলে আমাদের বুকিং রয়েছে। আমরা সেখানে যেতে চাই।" কিন্তু চাইলেই বা দিচ্ছে কে? অগত্যা পানীয় জল আর বিস্কুট খেয়ে বিকেল পর্যন্ত কাটিয়ে দেন প্রণয়ী-যুগল।

রাঁচির বাসিন্দা আনন্দবাবুর অভিজ্ঞতা আরও ভয়াবহ। স্ত্রী রিনা ও ১০ বছরের ছেলে অর্ণবকে সাইকেল ভ্যানে চেপে হাওড়া থেকে বিমানবন্দর পৌঁছেছিলেন আগরতলা যাবেন বলে। এসে দেখেন, উড়ান বাতিল। রাঁচি থেকে বৃহস্পতিবার সকালে তাঁরা পৌঁছন হাওড়ায়। সাঁতরাগাছিতে ট্রেন আটকে পড়ায় বাক্সপ্যাটরা নিয়ে সেখান থেকে হাওড়ায় আসেন রিকশায়, ৭০ টাকা ভাড়া দিয়ে। হাওড়া থেকে দে পরিবার একটি সাইকেল ভ্যান পায় এবং ৩০০ টাকার বিনিময়ে সেই ভ্যানচালক তাদের বিমানবন্দরে নামিয়ে দেন। আনন্দবাবু বলেন, "এক ঘণ্টা ৩৫ মিনিট লেগেছে। ফাঁকা কলকাতা দেখতে দেখতে এলাম।" আগরতলায় আত্মীয়ের কাছে বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল আনন্দবাবুর। কিন্তু বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখেন, কেউ কোথাও নেই। বাইরের বোর্ডে শুধু লেখা— উড়ান বাতিল।

ঘোষণামাফিক কলকাতা বিমানবন্দর অচল করতে পেরে কর্মী ইউনিয়নের নেতারা বেশ খুশি। জেদাজেদির লড়াইয়ে নেমে সকাল থেকে দু'টি উড়ান চালিয়ে মুখরক্ষা হয়েছে বলে মনে করছে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সও। এই মুখরক্ষা করতে গিয়ে ১৪৫ আসনের বিমানে কলকাতা থেকে মাত্র ন'জন যাত্রী নিয়ে তারা

এর পর বারোর পাতায়

বাধা নেই, সব বিমানই উড়ল আমদাবাদে

স্টাফ রিপোর্টার: কে বলবে, বিমানবন্দরের কর্মীরা দেশ জুড়ে ১২ ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন!

শহরের ভিতরে তবু বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের ডাকা সাধারণ ধর্মঘটের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে ব্যাঙ্কে। কিন্তু বিমানবন্দরে ধর্মঘটের প্রভাবই পড়েনি আমদাবাদে! কলকাতায় যখন একটার পর একটা বিমান বাতিল হয়ে যাচ্ছে, নিরাপত্তার অভাবে এয়ারলাইন্সগুলি উড়ান বন্ধ করছে, আমদাবাদে তখন কোনও উড়ানেই ব্যাঘাত ঘটেনি।

বিমানবন্দরের অধিকর্তা সুরেশ দত্ত অবস্থি বলেন, "সন্ধ্যা পর্যন্ত আমদাবাদ বিমানবন্দর থেকে ১১টি অন্তর্দেশীয় বিমান উড়েছে। নেমেছে ১২টি উড়ান। জেট, সহারা, স্পাইস জেট, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স— সব সংস্থার বিমানই যথারীতি ছেড়ে গিয়েছে।" যদিও অন্য বিমানবন্দরের মতো আমদাবাদেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো।

কর্মীদের একাংশ যদি ধর্মঘটে সামিল হতেন, তা হলেও তেমন প্রভাব পড়ত না বলে দাবি করেছেন আমদাবাদ বিমানবন্দর-কর্তৃপক্ষ। কারণ, বিমান ওঠানামা স্বাভাবিক রাখতে বিকল্প ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন তাঁরা। অবস্থি বলেন, "বিমানবন্দরের ১২২ জন কর্মী ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন। তাঁদের বাদ দিয়ে কাজ চালানোর জন্য আমাদের আপৎকালীন ব্যবস্থা রাখতেই হয়েছিল। অফিসারেরা সমস্ত কাজ সামলেছেন। সকাল থেকে ধর্মঘটী কর্মীরা বিমানবন্দরের বাইরে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিয়েছেন, পিকেটিং করেছেন। কিন্তু নিয়মিত কাজকর্মে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি করেননি।"

কলকাতা থেকে ফোনে যোগাযোগ করা হলে অবস্থি জানান, বিমানবন্দরের পরিবেশ অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক ছিল। যাত্রী ও বিমান সংস্থার কর্মীদের বিমানবন্দরে আসতে এবং বিমানবন্দর থেকে শহরে ঢুকতে কোনও সমস্যা হয়নি। তিনি বলেন, "আমাদের এখানে

এর পর বারোর পাতায়

বন্‌ধ বন্ধের প্রয়াস শুরু

প্রথম পাতার পর

কিন্তু এই বার্তাও যথেষ্ট নয়। ঘনিষ্ঠ মহলে মুখ্যমন্ত্রী হতাশ, সরকারকে নিরপেক্ষ করে তুলতে না-পারলে এই তকমা গা থেকে ঝেড়ে ফেলা যাবে না। তাই তিনি চান, কোনও বন্‌ধের পিছনেই আর সরকারি সমর্থন নয়। মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ এক সরকারি কর্তার বক্তব্য, পরিবহণ সমস্যা না-থাকলেই সমস্যা অনেকটা কমে যাবে। সরকার যদি যান চলাচল নিশ্চিত করতে পারে, তা হলে মানুষ ঘরে বসে থাকবে না। যার প্রমাণ বিরোধীদের ডাকা বন্‌ধে পরিবহণ চালু থাকায় কর্মীদের উপস্থিতি। সেই ভাবেই উদ্যোগী হতে হবে সরকারকে। দলীয় নেতৃত্বকেও মুখ্যমন্ত্রী বোঝাবেন, দল ও সরকারের মধ্যে সীমারেখা টানাটা জরুরি। এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর কথায়, রাজ্যের ভাবমূর্তি যে এই ধরনের বন্‌ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষ করে ভারত বন্‌ধে যদি প্রতিযোগী রাজ্যগুলিতে কাজকর্ম পুরো মাত্রায় চলে এবং পশ্চিমবঙ্গে সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়, তখন লগ্নি টানার প্রয়াস ধাক্কা তো খাবেই।

তবে সরকারি কর্তাদের বক্তব্য, গত কয়েক বছরে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-অনিল বিশ্বাসেরা যে-ভাবে পার্টির দীর্ঘলালিত নীতির উল্টো পথে হাঁটা শুরু করেছেন, তাতেই দলে আলোড়ন উঠেছে। একই সঙ্গে বন্‌ধের দিনে উল্টো পথে হাঁটলে সেই আলোড়ন আরও বাড়বে। একসঙ্গে এতটা বোধ হয় ক্যাডারদের পক্ষেও বদহজম হয়ে যাবে। সামনে নির্বাচন। তার আগে বেশি 'শক' দলের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। তবে 'টিম ইন্ডাস্ট্রি'র আশা, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্মণরেখা পার হলে বদলে যেতে পারে এই রাজ্যের ছবিটাও।

রাজ্যে লগ্নি করতে পারে ইনফোসিস

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্যে বিনিয়োগ করতে নীতিগত ভাবে রাজি হয়েছে ইনফোসিস টেকনোলজিস।

বুধবার নেহাত 'সৌজন্য সাক্ষাৎকার' বলে আধ ঘণ্টার এক বৈঠকে সংস্থার চেয়ারম্যান এন আর নারায়ণ মূর্তি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে গেলেন, লগ্নির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য মাস দেড়েকের মধ্যে চিফ অপারেটিং অফিসার এস গোপালকৃষ্ণন এবং চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার টি ভি মোহনদাস পাইকে কলকাতায় পাঠাবেন তিনি। 'দ্য টেলিগ্রাফ স্কুল অ্যাওয়ার্ডস ফর এক্সেলেন্স'-এর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শহরে এসে মূর্তি যা বলে গেলেন, তাতে ইনফোসিসের বিনিয়োগ টানার প্রয়াসে এ যাবৎ ব্যর্থ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মুকুটে সবচেয়ে বড় পালক হতে পারে এটাই।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক সেরে সাংবাদিকদের নারায়ণ মূর্তি বলেন, "আমরা এখানে বড় বিনিয়োগ করার চেষ্টা করছি।" তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায়ের সংযোজন, "মূর্তি আমাকে জানিয়েছেন, তাঁরা এ রাজ্যে বড় মাপের বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছেন।" যদিও এর অঙ্ক নিয়ে কোনও জল্পনায় যেতে চাননি কেউই।

এই আশ্বাসের পাশাপাশি বুদ্ধবাবুকে জরুরি পরামর্শও দিয়েছেন ইনফোসিস চেয়ারম্যান। মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি বলেছেন, "বাঙ্গালোরের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিন।"

অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো নিয়ে ঢালাও বিনিয়োগ আকর্ষণ করলে কী বিষম ফল হতে পারে, বাঙ্গালোর তার প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতটাই যে ইনফোসিস, উইপ্রো, বায়োকনের মতো বাঙ্গালোরে বেড়ে ওঠা সংস্থা এই শহরে আর লগ্নি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূর্তির পরামর্শ, কলকাতার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এমন ভাবে করা উচিত, যাতে সড়কের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো মুখ থুবড়ে না-পড়ে।

মূর্তির যুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তিতে যত বিনিয়োগ বাড়বে, তত এই ধরনের

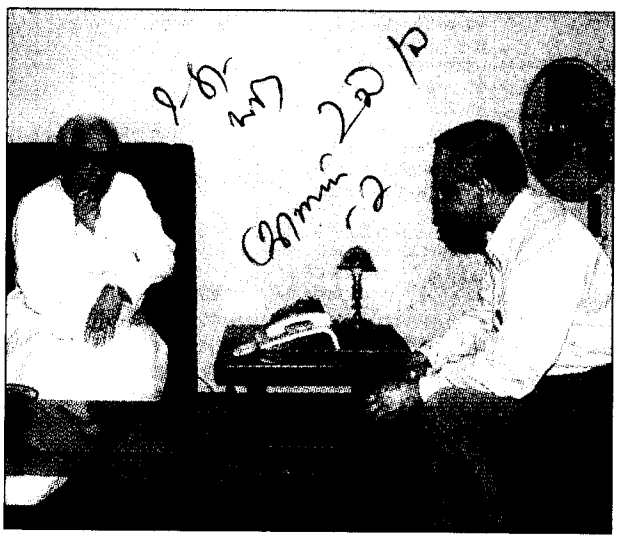

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নারায়ণ মূর্তি। বুধবার মহাকরণে। — সুদীপ আচার্য

পরিকাঠামোর উপর প্রবল চাপ বাড়বে। কারণ, এই শিল্পে নিযুক্ত পেশাদারদের সকলেরই নিজস্ব বাসস্থান ও গাড়ি থাকে। ফলে আবাসন, সড়ক ও সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোর দাবি বাড়তে থাকে দ্রুত। সরকার যে এই ভবিষ্যতের চিত্র মাথায় রেখেই কাজ করছে, বুদ্ধবাবু মূর্তিকে সে কথা বলেন। কেএমডিএ কলকাতার জন্য যে ভিশন-২০২৫ তৈরি করেছে, সে বিষয়েও মূর্তিকে অবহিত করেন বুদ্ধবাবু। কলকাতার সাম্প্রতিক উন্নতি যে তাঁর নজর এড়ায়নি, মুখ্যমন্ত্রীকে তা অবশ্য জানান ইনফোসিস চেয়ারম্যান।

এ রাজ্যে সফ্‌টঅয়্যার ক্যাম্পাসে বিনিয়োগ করার জন্য মূর্তিকে অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মহাকরণে আসার আগে ক্যামাক স্ট্রিটে সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি দফতরে গিয়ে মন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায় ও সচিব জ্ঞানদত্ত গৌতমের সঙ্গে মিনিট চল্লিশেক আলোচনা করেছিলেন মূর্তি। সে প্রসঙ্গ তুলে মূর্তি বলেন, ওই প্রেজেন্টেশনটি তাঁকে পাঠালে তিনি সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। তার পর ইনফোসিসের দুই ডিরেক্টরকে কলকাতায় পাঠাবেন শহরে বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে। এই অনুরোধের আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওই তথ্য মূর্তির ই-মেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি দফতর।

মূর্তি যে নেহাত সরকারকে সান্ত্বনা দিতে কলকাতায় তাঁর প্রতিনিধিদের পাঠাবেন না, তার সবচেয়ে বড় ইঙ্গিত ওই দুই কর্মীর পদমর্যাদা। গোপালকৃষ্ণন এবং মোহনদাস পাই, দু'জনেই সংস্থার পরিচালন পর্ষদের সদস্য। ২৫ বছর আগে যে ছ'জন ইনফোসিস স্থাপন করেছিলেন, গোপালকৃষ্ণন তাঁদের অন্যতম। মোহনদাস পাই সংস্থার আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কর্তা।

২০০২ সালের ডিসেম্বর, ২০০৪ সালের মার্চ, ওই বছরেরই নভেম্বর — ইনফোসিসের লগ্নি টানার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের মন্ত্রীরা গত তিন বছরে মূর্তির সঙ্গে চারটি বৈঠক করেছেন। গত নভেম্বরে তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের মন্ত্রী এবং সচিব মূর্তির সঙ্গে বাঙ্গালোরে গিয়ে দেখা করেন। ইনফোসিস চেয়ারম্যান সে দিন বলেছিলেন, সংস্থার পরবর্তী সম্প্রসারণের সময় তাঁরা অবশ্যই কলকাতার দাবি বিবেচনা করবেন। তাঁদের ক্যাম্পাসের জন্য যে বড় মাপের জমি প্রয়োজন, মূর্তি তাঁদের সে কথাও জানিয়েছিলেন।

রাজ্যে টিসিএস বা উইপ্রোর মতো সংস্থাকে আকর্ষণ করতে পারলেও, ইনফোসিসকে আনতে না-পারার গভীর খেদ ছিল বুদ্ধবাবুর মনে। শেষ পর্যন্ত তিনি ইনফোসিস নামক সোনার হরিণের নাগাল পাবেন কি না, এই বছরেই মিলবে তার উত্তর।

THE SALIM DEBATE-III

Choice Between Survival And Terminal Decay

By SUBRATA SINHA

After sailing across the oceans, the sharks of the East India Company came to roost around the villages of Sutanuti, Gobindapur and Kolikata. The location was beyond the lush mangrove forests of the Hooghly delta — the gateway to the Ganga basin. The zone was liberally endowed with water resources fed by the monsoon and prime land for urban settlements and farming. The zone also had the strategic advantages of the navigational facilities of a major river system and easy export access through the Bay of Bengal.

The long stretch of wetlands had the ability to tackle the inherent problems of drainage, conservancy and flood control. The Ganga basin and the hills and plateaus framing it were a treasure trove of agricultural products, fossil fuel and mineral resources. The city became the trading centre for the entire basin. Kolkata was internationally cited as a classic metropolitan example having its economy interwoven with the framework of nature.

Wetlands

To appreciate the vital role of the wetlands, an evaluation of the realities of Greater Kolkata's natural setting is called for. Beyond the raised land along the Hooghly are huge tracts of low-lying basins known in geographical jargon as back-swamps. During the floods, the river spilled into such tracts through "avulsion channels" (akin to distributaries). Much beyond them are located higher grounds linked to river channels nearer Bangladesh.

Even before the growth direction changed, old Kolkata's drainage easement and clearance of sewers were accomplished only with the help of heavy-duty pumping at Palmer Bazar off Tangra. Thereafter, two channels transported storm water and sewage effluents, respectively, to the drainage outfall at Kulti Gang. The latter provided nutritive sewage to the wetland fisheries in the process of getting sanitised. In fact, the Bantala sewage treatment plant became a victim of disuse atrophy. Unfortunately, over the decades, premature reclamation of the delta areas, aggravated by the huge post-partition influx, shrunk and degraded the outfall areas for Kolkata.

The city had been expanding northwards along the naturally raised riverbank in a direction that was sensible both environmentally and economically. However, the pattern started changing a few decades before partition. The early colonial urban Bengali culture was dominated by the feudal classes of north Kolkata. Their "babu" culture revolved around the role of being "providers" of multifarious needs of the colonial masters. With the resurgence of an anti-colonial wave along with social reforms, a sizeable portion of the neo-middle class wanted to make a clean break from the ambience of the north.

Grabbing the opportunity, entrepreneurs began the process of wetland (and lowland) reclamation in the eastern and southern tracts. Prime residential zones emerged in Ballygunge, New Alipore and Jodhpur Park. These enabled the neo-elite to live beyond the "downtown" din and bustle. This marked the first tentative step in the shift towards eastern wetlands and the delta. This also marked the initial stages of urban morbidity.

The proximity of the eastern fringe to East Bengal spawned dense refugee settlements along and near the roads and rail tracks traversing the eastern and south-eastern fringes of the core city. Kolkata remained the shelter for uprooted millions who were terrified to venture beyond the Bengali language barrier.

Influx

To its credit, the city did absorb the influx but at a heavy price. The population of the southern and southeastern sectors far exceeded that of "core Kolkata". The massive influx, however, included the bonus of a non-conformist political and cultural ethos. Besides, their arsenal of agricultural know-how enabled West Bengal to have a broader primary sector base. The tradition of the Tebhaga movement germinated a powerful struggle by peasants for land reforms. Ultimately, these factors helped the emergence of an agricultural economy for the state.

With the avowed intention of providing settlements to tackle the sudden population explosion, the Congress government in the state started a major project for wetland reclamation to develop Salt Lake City in the fifties. Unfortunately, the Yugoslav contractors (Elektrosond) had no notion about the natural characteristics of Kolkata region or the consequences of such reclamation. This is now an enclave for the privileged and well-connected who were leased out land for a song at a formidable social cost. It has definitely not provided large-scale housing for the lower echelons of society.

Despite this, the Left Front Government has been consciously decimating the invaluable eastern wetlands ignoring warnings about the disastrous long-term consequences. Virtually, a new city — stretching from Rajarhat in the north to beyond Biashnabghata-Patuli in the south — is developing with formidable infrastructural support. This is a classical example of "devils daring where angels fear to tread". The process was only temporarily stalled in the 1980s by an orchestrated resistance by sensible elements within and outside the Left Front, the administration and civil society.

The continuing reclamation of the wetlands is robbing the city of the much needed facilities of flood easement and sewer clearance. By shrinkage of such facilities, the city sewers remain perennially overcharged with noxious waste. These have become veritable breeding grounds for diseases like malignant malaria, dengue and encephalitis.

Since the nineties, globalisation and consumerism accompanied by unbridled upper and middle class affluence have increased urban malignancy in most major cities in the developing world. Kolkata is not an exception. Hand in hand, the government and corporate developers are constructing institutional areas and housing enclaves to destroy the core wetlands and stretching well beyond. The "group owners" and "corporate developers" are using virtually "donated" reclaimed land. A bonanza of bank housing loans is abetting the process.

More crucially, the construction bonanza is debilitating the drainage and flood easement facilities. Paving the land with roads and buildings totally destroys natural functions. Even drainage easement becomes a problem in such low land zones. The Eastern Metropolitan Bypass is turning out to be the central corridor for the rapidly developing eastern metropolitan extension.

Northwards expansion along the riverside highlands had the advantage of higher elevations away from the delta with fewer problems of drainage and conservancy. The northern stretch of the river is less polluted, and a source for arsenic-free water supplies. The areas beyond Dum Dum have prolific potable and unconfined groundwater aquifers that can absorb flood waters.

Advantages

There are lots of available land for planned urbanisation in the Barrackpore-Kalyani zone and even beyond. Even the land in the numerous moribund or abandoned riverside industries and jute mills can be utilised. Open-air activities like the Haringhata dairy can be shifted to the reclaimed wetland zones to make the way for more urban space in the north. With bridges available, even the other bank of Hooghly can be judiciously urbanised. The proximity of the main northern hinterland would have considerable planning advantages. The package would include the offloading of heavy transport at terminals outside the core city, reduction of freights and less "core city" pollution and traffic hazards.

The choice between survival and terminal decay of Kolkata has to be made. The possible alternative for arresting this urban malignancy has been proposed. The city can only be rescued by an immediate pro-active policy initiative to provide infrastructural facilities to develop the northern corridor and call a moratorium on further south-eastwards expansion. Colossal funds even from external sources (like the UK) are being frittered away to strengthen the city core. Most of it should be diverted for developing this alternative package and halting further encroachment of the wetlands.

This may be transformed into a reality through an interactive campaign. This has to involve the political forces, government functionaries and grassroots-level voluntary agencies. For a government that has a track record of decentralisation with empowerment of the people, it should not be impossible.

The author is a retired deputy director-general of the Geological Survey of India

KMC team to tame dengue

Statesman News Service

KOLKATA, Sept. 26. — A surveillance team will monitor the outbreak of dengue and malaria throughout the city. The team will be formed in the civic body. At a special meeting called by the opposition leader of the civic body, Mr Javed Ahmed Khan to discuss the status of the disease in the city and to formulate guidelines to combat dengue, the mayor, Mr Bikash Bhattacharya said that mosquito repellent must be sprayed in all mosquito breeding grounds across the city.

The mayor admitted that the civic body had no infrastructure to test blood for the detection of dengue. At present, the civic body has no plans to start blood testing facilities immediately following temporary outbreak of the disease. A blood detection centre for dengue may be set up in the event of regular outbreaks.

The mayor said that KMC had been able to control the spread of the disease, although there had been lapses in implementing measures by the civic body.

When opposition councillors attacked the mayor for undermining the impact of dengue by refusing to call it an "epidemic", the mayor said that there were certain criterion declared by the state health department for declaring an "epidemic". The state government did not officially declare an "epidemic". "The term, 'outbreak' was used by me after discussion with senior specialised physicians," the mayor added.

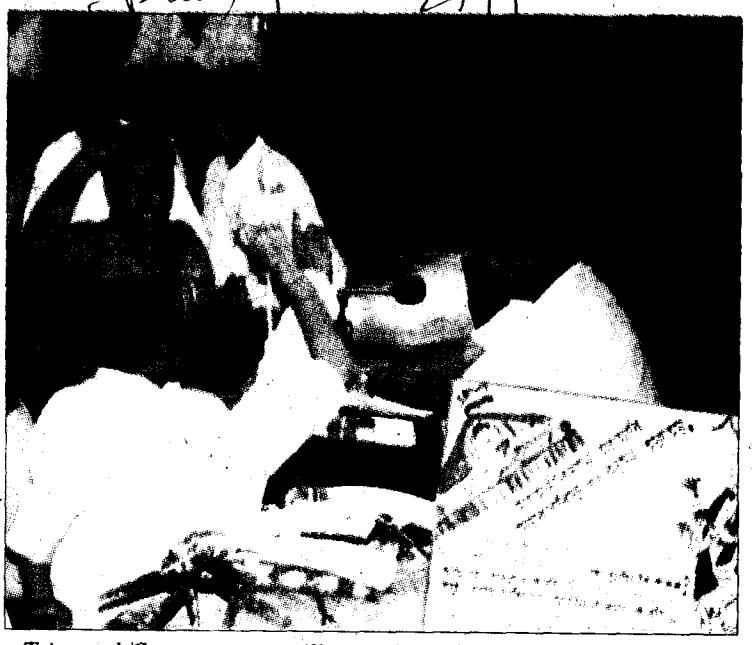

Trinamul Congress councillors agitate during the meeting at the KMC headquarters on Monday. — The Statesman

Trinamul Congress councillors carried the effigy of the mayor, a mosquito net and a mosquito replica before the meeting started this morning. They shouted slogans against the mayor's failure to control dengue in the city.

The Leader of the Opposition, Mr Javed Ahmed Khan and the chief whip of Trinamul Congress in the civic body, Mr Anup Chatterjee, criticised civic authorities for their negligence in warding off the disease.

The meeting turned unruly when some CPI-M councillors started criticising the failure of the former Trinamul Congress and BJP-led civic board, to strengthen the health department. BJP councillor, Mr Debabrata Majumdar, former chairman of the civic body, Mr Anil Mukherjee and leader of Unnayan Mancha, Mrs Mala Roy appealed to the mayor to formulate a policy and ensure its proper implementation. Congress councillors boycotted today's requisition meeting because the chairman had allotted only one seat in the KMC chamber although they had 17 councillors, Mr Pradip Ghosh, leader of the Congress municipal party said.

Compensation balm to soothe farmers

HT Correspondent
Bhangore, September 26

SATYBRATA DAS/HT

The chief minister addresses the rally on Monday.

FARMERS WHO will be evicted from their land for the purpose of industry and the proposed four-lane road to be built by the Salim Group will get jobs, houses and adequate compensation. Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee on Monday assured farmers that theirs interests would never be compromised with. "Our party never lies. We will not stay in Writers' Buildings by harming farmers," he said.

Addressing a huge gathering at Bhojerhat in Bhangore, the chief minister said his government would not touch even one plot of land there. Though this assurance was limited only to Bhangore, land and land reforms minister Abdur Rezzak Mollah shelved his earlier belligerence and announced that the differences that had erupted in the party on the issue of conversion of land was clearly over.

The visibly happy crowd, who had earlier been apprehensive that their agricultural land might be taken over by the government to make way for the Salim Group's project, cheered through the chief minister's speech. "We have built 1600 houses for those who had been evicted at Rajarhat. It's been done at Haldia, Bankura, Asansol and Durgapur and the same will be done in South 24-Parganas. But we are not touching any land in Bhangore, which is the main source of fish and vegetables for Kolkata," Bhattacharjee said.

Assurances for the people notwithstanding, the chief minister clearly indicated that he would not buckle under pressure coming from within the Left Front and his party against his aggressive policy of wooing industrialists — both domestic and foreign. "Agriculture alone can't save us or create jobs. We need modern industries. We are competing with Gujarat, Maharashtra, Karnataka and others. But the Opposition wants us to stick to agriculture alone. That is not going to work," Bhattacharjee said. "But we will not touch fertile land as far as possible. We are doing a cost-benefit analysis before making any move," he said.

Mollah, who had earlier been the most vocal in the CPI(M) against Bhattacharjee's policy of taking over agricultural land for industries, welcomed the chief minister to the podium and claimed that the "misunderstanding" in the party over the issue was now over for good. "Those who are trying to create trouble over the issue are actually trying to fish in troubled water. Industries can't be built in air. We need land," Mollah said. "Land in Bhangore will not be touched. Those who will lose land elsewhere, would be compensated at a rate above the present market rate. People losing their homes would be given alternative houses. We will do nothing without ensuring support from the farmers,"

Site inspection

A LOCAL team of the Salim Ciputra Group is inspecting the site where the proposed West Howrah township would come up. The township would come over 390 acres of land, of which 82 acres have been acquired in the first phase.

According to NRI industrialist Prasun Mukherjee, a team of engineers from abroad was supposed to inspect the site at Uluberia, where the proposed two-wheeler factory would come up. However, no one had come from abroad and no one had gone to Uluberia. The visit of a local team of engineers has sparked off suspicion if the proposed projects would come through.

Separate state impossible, CM tells rally

PRAMOD Giri & RAHUL Das
Siliguri/Cooch Behar, September 25

THE CHIEF minister has a stern message for those fighting for statehood: His government would not give in to demands for dividing the state. But the Greater Cooch Behar People's Association is not ready to budge from its stance and is even planning to meet the Union home minister with its demands.

Addressing a CPI(M) rally in Siliguri on Sunday, Buddhadeb Bhattacharjee came down heavily on both GNLF chief Subash Ghisingh and the Greater Cooch Behar People's Association (GCPA), saying the government would never give in to their demands. He termed Ghisingh's demand to include Siliguri and the Dooars in the DGHC and the Sixth Schedule as ridiculous and unjustified.

Now that the state government has agreed to accord Sixth Schedule status to the DGHC, the GNLF supremo should consent to hold DGHC election in the hills, Bhattacharjee said.

Criticising Ghisingh for clinging to the post of DGHC chairman without holding elections, the chief minister said bringing in an amendment to the constitution to complete the Sixth Schedule formalities would take some time and Ghisingh should agree to hold polls in the hills before that. The state gave Ghisingh his fourth extension as caretaker chairman of the DGHC for the next six months after his term expired on September 25.

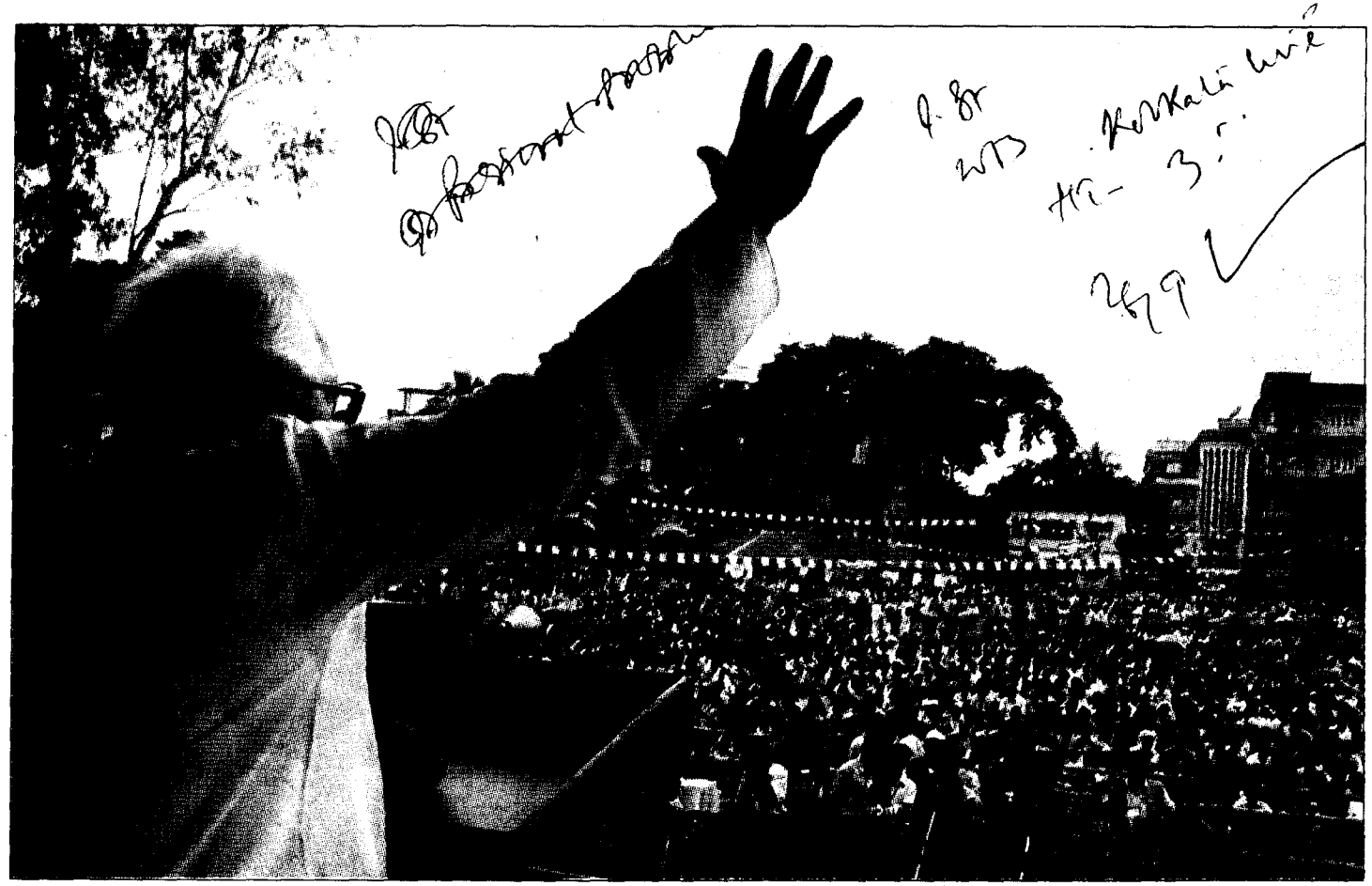

NEELAM GHIMEERAY/HT

Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee addresses a public meeting at Baghajatin Park in Siliguri on Sunday.

As for the GCPA, the chief minister said the association had dared to place a demand for a separate state for Cooch Behar because it had the backing of the Ulfa, Congress and the Trinamool Congress. He said the CPI(M) was a party of the Rajbonshis and the latter had no misgivings against either the party or the government and denied that separatist movements were being born in North Bengal because of the backwardness of the people and the region. Places such as Bankura, Midnapur and Purulia are more backward than North Bengal and more needs to be done for them, he said.

Meanwhile, GCPA general secretary Bangshi Badan Burman plans to meet Union home minister Shivraj Patil during his visit to the Cooch Behar on September 30 and place the demand for a separate state for the Koch-Rajbonshi people in North Bengal and Western Assam. GCPA leaders have already requested the district administration of Cooch Behar to arrange their meeting with the home minister.

The members of the group ended their fast-unto-death on the assurance that the state government would take up the issue with New Delhi.

The government has promised GCPA leaders that Centre's view on their demand for statehood would be intimated to them by October 15. Burman said if he failed to meet Patil and the state government failed to give them any positive information by October 15, he would go to New Delhi with his group members in November. He even threatened go on a mass hunger-strike in front of Parliament in New Delhi if the Centre and the state government do not react positively to their demand.

The association has dismissed allegations of the association's nexus with KLO and Ulfa, claiming that the government was trying to tarnish its association silence the voice of Koch-Rajbonshi communities.

Meanwhile, state agriculture minister Kamal Guha said the government's assurance to the GCPA was "just a formality" to withdraw their fast. The Forward Bloc chairman's statement gives a clear indication that the state is not taking the demand seriously.

THE HINDUSTAN TIMES

RALLY | Warns Ghising on Gorkhaland, asks him to focus on development work

No Greater Cooch Behar: Buddha

SUBRATA NAGCHOUDHURY
SILIGURI, SEPTEMBER 25

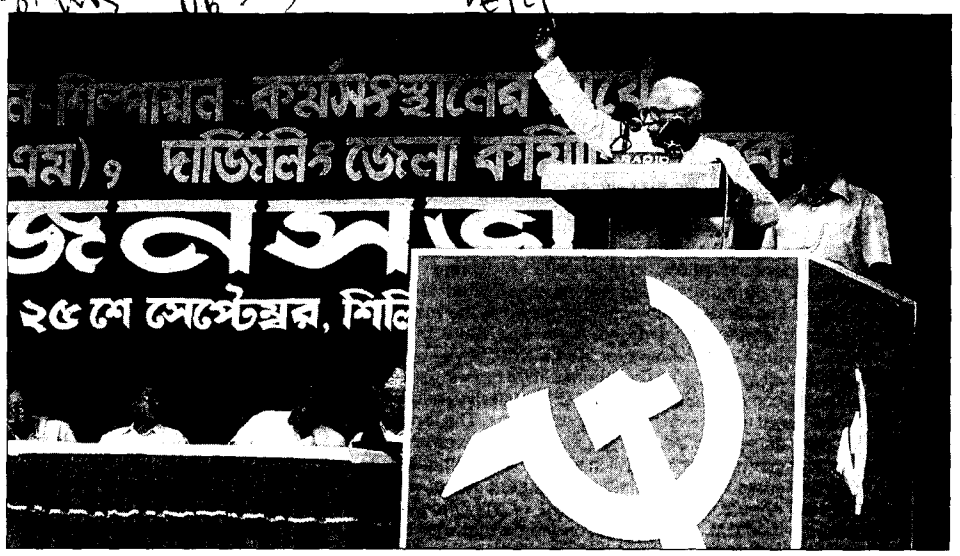

SANDIPAN CHATTERJEE

CM Bhattacharjee at a rally in Siliguri and (right) GNLF chief Subhash Ghising prepares to leave for New Delhi on Sunday.

WEST Bengal Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee today said that Greater Cooch Behar and Gorkhaland becoming states will never become a reality. With around six months to go for the Assembly polls, the CM has been facing a renewed stir for Greater Cooch Behar, and constant threats from Subhash Ghising—the Gorkha National Liberation Front chief—of reigniting the Gorkhaland agitation any moment. Bhattacharjee today made his stand clear on both.

Addressing a rally here this morning, he said: "Neither Greater Cooch Behar nor a separate Gorkhaland will ever be a reality. It's impossible. We have lived together for the last 58 years and will continue to do so." "If Subhash Ghising is thinking of extending his territory by incorporating Siliguri into the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) area, he is making a mistake. He must not have forgotten the bloodshed in the past. We will not allow that again. We have agreed to give constitutional guarantee to the DGHC under the 6th Schedule. But it is a task of the Centre and will take some time to be implemented," he said.

Accusing Ghising of ignoring development in the hills, he said, "The roads are pathetic and there is acute water scarcity. Many foreign tourists visit the hill station. Ghising should concentrate on these instead of fomenting trouble."

Hours later, a Delhi-bound Ghising said here that he had no "political issues" to settle with the state at the moment. "My demand for constitutional guarantee has been agreed upon, and the faster it is implemented, the sooner the Hill Council election will be held. As far as my Delhi trip is concerned, I am going to pursue some tourism projects for Darjeeling," Ghising added.

The Darjeeling Hill Council polls have been put on hold for more than a-year-and-a-half now with Ghising setting a condition after another for it to be held. On the CM's accusation of lack of development, Ghising said: "You will only have to climb any tall building and look around in the hills to see how it is developing. Huge development work is in progress. If I meet the CM, I will tell him to finalise the modalities for constitutional guarantee so that elections can be held as early as possible."

Regarding Siliguri's inclusion in the DGHC area, Ghising said, 'Legally, Siliguri has always been part of Darjeeling. I have time and again made this position clear to both the Central and state governments. But who actually administers Siliguri is a different question."

Yesterday, the state government extended Ghising's tenure as caretaker chairman of DGHC by another six months. For Ghising, it appears to be truce time now. And a breather for Bhattacharjee. But for how long, is the question.

THE SALIM DEBATE-II

CPI-M's Volte-Face On The Poor May Backfire

By BIBEKANANDA RAY

Curiously, the Communist Party of India was formed outside the country, at Tashkent in the then USSR, on 17 October 1920 by M N Roy. As in every other country where communism spread, the CPI thrived on liberal promises to ameliorate the condition of the poor in cities and villages and free them from so-called bourgeois exploitation. It made rapid strides in two Indian states — Bengal and Travancore-Cochin (what is now known as Kerala) — whose economies were then predominantly agricultural.

This was contrary to its founder, Karl Marx's prediction that communism will have faster growth in industrial countries. After nearly four and half decades, the CPI gave birth to a radical faction, the CPI-M, in 1964. Five years later, in 1969, a CPI-M peasant leader, Kanu Sanyal launched an extremist faction CPI(M-L), adding Lenin's revolutionary ideas to Marx's.

Farmers' movement

Before Independence, the CPI spearheaded a farmers' movement, called *Tebhaga* in Midnapore, Birbhum and 24-Parganas districts. It roused them against the zamindars to change the share-cropping ratio from one-third to two-thirds, achieved through "blood, sweat and tears". From the mid-1940s, its influence spread among the refugees from East Bengal before and after Partition. In 1977 when half a dozen Left parties came to power in West Bengal, the whole of India was in a rebellious mood against the Emergency which Indira Gandhi had proclaimed. From Day One the Leftist government in Writers' Buildings swore to improve the lot of the rural and urban poor. It succeeded where the previous Congress governments had failed. The latter's vote-bank comprised the *bhadralok* middle class and in nearly 30 years of its rule, its policies did not touch the fringe of the classes below.

In fact, in its first decade, the Front did significant work for the poor. Even when it was not in power, it focussed on building its vote-bank among them. Although the Congress had passed two revolutionary laws in the 1950s to end the zamindary system and to acquire surplus land, it was the Left Front which dismantled the zamindars by taking away their excess land and distributing it to the landless through Operation Barga. In 1977, it introduced meagre monthly allowances for the unemployed, widows and the old people. As long as Jyoti Basu was at the helm, the party's pro-poor image did not suffer. With Buddhadeb Bhattacharjee in the saddle since the year 2000, certain events seem to be weaning the party away from its pro-poor agenda.

Amid great fanfare, the chief minister has signed a MoU with Indonesia's Salim group for setting up an economic zone over some 5100 acres of land in north and south 24-Parganas. Mr Bhattacharjee's previous business tours to Italy and Japan were futile but his tour to Singapore and Indonesia was very high-profile with MoUs signed with their governments and private companies for setting up a number of infrastructural and manufacturing projects. Returning home, he faced opposition from his own party stalwarts and partners in the Left Front.

Reversal of policy

They opposed his assurance to foreign investors for acquisition of 5100 acres of agricultural land in two contiguous districts. Jyoti Basu called it a "reversal of the party's pro-farmer policy"; the CPI, Forward Bloc and the RSP alleged lack of transparency in the unilateral move.

There is not much barren or single-crop contiguous land in these two districts, certainly not to the extent of 5100 acres, that is, about 21 sq. miles. Many acres acquired for industry in other districts of north and south Bengal are lying fallow but adequate compensation has not been paid to many farmers who were forced to part with their meagre holdings. The CPI-M's Politburo which met in Delhi on 2 September 2005, took a policy decision not to acquire agricultural land for industrial purpose but the next day, Anil Biswas added a rider that acquisition of some 5000 acres of agricultural land is unavoidable but handsome compensation would be paid.

The chief minister defends his move, saying globalisation is inevitable. This is a volte-face by his party which opposed computerisation in the 1980s. Globalisation, however desirable, was a ruse played by developed countries. There is no level-playing field among WTO's member-countries. For example, Chinese products abound in the US department stores but Indian goods are rare. Developed countries are making a beeline to invest in India because the Indian economy is growing much faster than theirs.

Secondly, globalisation cannot have the same pace in India as in other countries. There is no work culture in government offices in West Bengal. Factories close or lay off workers to survive. Hunger, starvation, deaths and disease are endemic in tribal regions, where Naxalites, like the Naxalites in the late 1960s, are preparing them for an uprising. Allowances for the unemployed, widows and old people have either stopped or have become irregular. Adult literacy programmes have ceased; midday meals have spoilt the atmosphere in primary schools. Outdoor treatment in government hospitals has become a farce. Erosion of river banks is rendering thousands in Malda and Murshidabad homeless. Millions of rupees spent to protect the banks have been swindled by contractors and officers and have literally gone down the Ganga. In this backdrop, the chief minister dreams of a capitalist utopia. His desperate move makes one wonder whether the CPI-M is reneging on its promises to the poor.

The China model

Mr Bhattacharjee cites China as a model but in a one-party country, it is easier to stifle the opposition, or decimate them. The massacre of students in Tiananmen Square and of Muslims in central China are still fresh in people's minds. The work culture of China and south-east Asian countries is to be seen to be believed. Governments of many of these countries are despotic in character; their courts are pro-government. In West Bengal, no government can inculcate such impeccable work culture. People cannot be silenced, nor can the judiciary be browbeaten to be always with the government.

Communism in West Bengal and Kerala is a misnomer because in a federal democracy, a communist State is a contradiction of terms. The two states are pining for a capitalist regime. All over the world, communism is passing through a crisis of identity.

Unless given up, or drastically modified, the CPI-M's volte-face on the poor may backfire. If it really wants West Bengal to develop like a South-east Asian country, it need not go for massive foreign investment. Instead, it can invite non-resident Bengalis and other Indian entrepreneurs abroad to invest in the state as China did so successfully. The Salim group has a notorious record in Indonesia and may renege on its promises. Bengalis and other Indians abroad will not have any such motive.

The author is former member of the Indian Information Service

26 SEP 2005 THE STATESMAN

THE STATESMAN

THE SALIM DEBATE-IV

Farm Land For Industrialisation Will Help The Economy

By KALIPADA BASU

The controversy over the use of agricultural land for urbanisation and establishment of industry is meaningless on the ground that urbanisation and industrialisation is more beneficial to society from the economic point of view. Industrialisation is economically more desirable than agriculture. An agricultural-based economy is weak; a country based on agriculture is said to be underdeveloped having a low per capita income with a low standard of living. West European countries have a higher standard of living because those countries are industrially more developed.

A point has been unnecessarily raised on the issue of urbanisation and industrialisation of 32,000 acres of land in South 24-Parganas, one of the backward areas of the state. Whether the land is handed over to the Salim Group or not is not the issue. The main issue is whether agricultural land should be used for urbanisation or industrialisation.

Cultivated area

According to the Central Statistical Organisation, only 40 per cent of land in India is cultivated, and 14 per cent of the cultivated area is sown more than once, that is, only 26 per cent of the agricultural land is cultivated once a year. In India, 19 per cent of the geographical area is covered with forest and 23 per cent of land is not fit for farming. Side by side only 10 per cent of world's land is cultivated.

India is self-sufficient in food which is also exported. Foodgrain production in India can be augmented by expanding cultivation to uncultivated areas and also by producing two or three crops in a year. India produced 213.5 million tons of foodgrains in 2003-04. Starvation deaths in some states are no sign of shortage of food. The people who die of starvation have weak or no purchasing power. Purchasing power of the people can be increased through urbanisation and industrialisation. Urbanisation and industrialisation are co-related. Urbanisation attracts entrepreneurs because of the development of infrastructure and the service sector. Industrialisation automatically creates urban centres.

According to an estimate made by a professor-farmer of Hooghly, in a fertile area in West Bengal one acre of land can produce 2,160 kg of paddy and its market value of Rs 11,700. The cost of production of 2,160 kg of paddy is nearly Rs 10,000 and profit is around Rs 1,700 for a single crop in a year. Approximately 100 mandays are created for the cultivation of one acre of land or one agricultural labourer can get employment for 100 days in a year or 100 workers can get employment for one day only for the cultivation of one acre of land. The wage rate of an agricultural labourer in West Bengal varies from Rs 50 to Rs 70 per day. Whereas if an industry is built on that land total production may be Rs 1 one crore or more and nearly 150 to 200 people may get employment throughout the year.

Of course there must be certain conditions for taking over the land. The owners of land must be given market value and there should be employment guarantee. That can be settled through a written agreement.

The theory of comparative cost advantage is the root of international trade. Every country has specialisation in the production of certain goods. All countries cannot produce all goods. On the basis of this theory, the UK does not try to increase production of foodgrains, although the UK is not self-sufficient in food. What foodgrains the UK produces in a year is consumed by its people in three months.

Industrial goods

The foodgrains for nine months are imported from, say, the USA, Australia, and Canada. The UK is specialised in the production of industrial goods; it does not like to waste land for the production of agricultural goods. The country manufactures machinery and other industrial goods and sells those goods in the international market at the highest cost and purchases foodgrains from other countries at a low cost. The UK gains from this policy.

Another point is that in India the population has been growing annually at the rate of 1.9 per cent as per census report (2001). That is, every year, nearly 20 million of people are added to the population. These additional people need food, houses, roads, schools, colleges and hospitals. In a year, a certain percentage of agricultural land is used for building dwelling houses and industry. There is hardly any fallow land in the areas where population is concentrated. Very few people protest against encroachment of agri-land. New townships have grown up automatically on many crop growing lands. For instance, the Delhi Road connecting Dankuni and Magra and Bombay Road connecting Dankuni and Kona Expressway were built on agri-land. There are many such roads. On both sides of these national and state highways paddy or foodgrains were grown. But now hundreds of medium, small and big industries have come up on both sides of the highways. The villagers have been benefited in many ways. The scope for employment has increased in the periphery. Thousands have been employed in the factories, hospitals, schools, hotels and shops in those places.

It is suggested by some leaders that the closed industries should be revived without encroaching on agri-land. This idea is not pragmatic. First, many of the closed industries cannot be revived, for these are age-old and have no market for their products. Secondly, there are litigation problems. If lands of closed industries are taken over, the owners will go to court. Thirdly, no one will agree to bear the liabilities like huge outstanding bank loans, arrears due to employees, arrears taxes etc. Fourthly, these industries are scattered throughout the state. Consolidated land is required for construction of industrial hubs and townships. Fifthly, choice of land depends on entrepreneurs and not on any political party. An industrial group will prefer land where there are infrastructural facilities like roads, power, air and sea ports, market, banks and skilled labour.

The Salim Group has not yet visited the land in South 24-Parganas. They may not choose fallow or marsh land. They are also unlikely to be satisfied with land, say, in Purulia or Bankura or any other place where infrastructural possibilities are few.

Mr Razzak Molla, minister for land and land reforms, West Bengal, has contended that he is not against industrialisation, but against urbanisation on agri-land. Industry cannot grow without cutting some trees, filling up low lands, acquiring some cultivated land. Urbanisation and industrialisation are interlinked; one can hardly grow without the other. The giant Durgapur Steel Plant was set up in 1956 on eight villages including some agricultural land and the villagers were rehabilitated on Gopalhat. They were compensated at the prevailing rate of the value of land. The steel plant has changed the economic scenario of the region in particular and the state of West Bengal as a whole. Every one knows that 22,000 people were initially employed in this plant. Many of the displaced persons were provided with gainful employment.

In the red

The fact is that militant trade unionism, insufficient infrastructure, power shortage, indiscipline among workers, political interference, constant threats to owners and the management, theft and non-cooperation from bureaucrats have affected industrialisation in West Bengal. There are 65 state government undertakings of which 36 came up during Left Front rule but 54 units are in the red and in 2003-04, these units had incurred losses to the tune of Rs 1,200 crore. Only 11 units earned a meagre profit of Rs 14 crore.

Those who have been opposing conversion of agri-land to industrial estates are guided by political considerations. The process of urbanisation and industrialisation on agricultural land has been continuing with the growth of population. Salim or no Salim, this process will continue. It will benefit the state. The Left parties have taken a wrong decision by opposing the conversion of agri-land for the purpose of urbanisation and industrialisation.

The Salim Group is aware of local politics. They know the attitude of Miss Mamata Banerjee and the Trinamul Congress. The dissenting parties should note that percentage of land taken for industrialisation throughout the country since Independence is not more than two per cent and it will not matter even if the percentage goes up to ten. The gain will be more than the loss to the economy as a whole.

The author, who concludes the series, is a retired teacher of Economics

CM sees statehood threat

AMIT UKIL AND MAIN UDDIN CHISTI

Cooch Behar, Sept. 24: Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee today publicly acknowledged that the movement for a separate state spearheaded by the Greater Cooch Behar People's Association has become a new threat to Bengal.

Bhattacharjee stressed that the Ulfa and other extremist organisations were also involved in this movement for a separate state.

The agitation had led to the death of five persons in violence during a hungerstrike on September 20.

After the Maoists in the western districts of the state and the Kamtapuris in north Bengal, the Greater Cooch Behar demand "is a new movement that has to be quelled for the peace and progress of the state", Bhattacharjee said at a rally at the Airport ground.

There was unprecedented security amid apprehensions that the association members might try to create trouble at the venue at which nearly one lakh people had gathered.

The chief minister appealed to "everyone, including the misled supporters of the new movement", not to encourage the "sudden demand" for a new state.

"Why was it necessary for them to brew a movement for their demand over the last few months, when for 58 years they have been quiet?" he asked.

The chief minister recognised that the root cause for separatism was poverty and unemployment and promised some development projects for the area.

"Much work has to be done for the state and for Cooch Behar. The airport here will be coming up here after the Pujas, assisting the growth of industry and opportunity in the region," Bhattacharjee said.

"The quality of jute here is good, and some industrialists have expressed willingness to promote the fibre. Plastic is another area that has to be encouraged," he said.

Agriculture minister Kamal Guha advised the chief minister to take a new approach to the development of the district. "The chief minister is known for his do-it-now approach. I must tell him that he must do it now for Cooch Behar. Development here has been slow, leading to the growth of divisive forces," he said.

Bhattacharjee addressing the rally.
Picture by Diptendu Dutta

BUDDHASPEAK

KLO, Ulfa behind Cooch Behar stir

RAHUL Das
Cooch Behar, September 24

WHO WANTS a Greater Cooch Behar? Buddhadeb Bhattacharjee knows who these people are. "It is an extremist group the KLO and the Ulfa are trying to foist on North Bengal," the chief minister said here on Saturday, referring to the Greater Cooch Behar People's Association (GCPA) and calling it a new threat to the state.

"We flushed out the KLO from the jungles of Bhutan. But now some of its members are regrouping under the banner of GCPA," he told a Left Front meeting at Cooch Behar airport.

He also admitted to be a worried man. "We have to be very alert. Extremists are rearing their ugly head again in North Bengal. I would request them to return to the mainstream. We are ready to help them," he told a gathering of nearly 1 lakh people.

Minister for agriculture Kamal Guha alleged that "hired hands" had killed ASP Mustaq Ahmed and his men. "No normal person can commit such brutal murders," he said.

Blaming himself for the day's incidents and loss of lives, the chief minister said he had made a mistake by asking the police not to carry arms. "I was told the GCPA would stage a

non-violent protest in front of the DM's office. So I told them to go unarmed. Today I am ruing my decision," Bhattacharjee told the Left Front meeting.

The GCPA reacted by saying it wasn't worried about what the chief minister said or thought of its members. It was interested only what the Centre might have to say. GCPA general secretary Bangshi Badan Burman told *Hindustan Times* over the phone that the chief minister's remarks were "an attempt to gloss over the sufferings and backwardness of the people of Cooch Behar, a bid to justify the illegal rule of West Bengal over the people of Cooch Behar. We have nothing more to do with the state government. We will take up our demand with the Centre."

But these defiant words had little impact on the streets of North Bengal. The KLO's bandh call in support of the Greater Cooch Behar demand found almost no takers. "Though some private buses didn't come out, train and state bus services were regular. Most shops and establishments, too, remained open," a senior police officer said.

CPI(M) district secretary Chandi Pal said the Left parties had taken the KLO's bandh call as a challenge. "Yes, the GCPA mobilised 20,000 people. We mobilised five times more."

But the meeting was not exactly the show of Left unity against separatists it was meant to be. Kamal Guha alleged the chief minister's 'Do-It-Now' mantra wasn't working fast enough in North Bengal. The chief minister told Guha that he knew North Bengal better than him.

Both, however, asserted that a Greater Cooch Behar was an absurd proposition. A pipedream.

Cooch Behar violence

Marxists playing a dangerous game

Last week's violence in Cooch Behar, which killed five people including three policemen, is a consequence of major Left Front constituents fishing in troubled waters with an eye on next year's assembly poll. All those spearheading the organization that demands a separate state of Greater Cooch Behar, encompassing five districts of north Bengal, have for long been key figures of important front organisations of the CPI-M and Forward Bloc. The young secretary of the outfit was, until six years ago, a fire-belching leader of the SFI. The organisation's cultural secretary is a Forward Bloc activist and a confidante of agriculture minister Kamal Guha. All the members of a convener's family are CPI-M activists. Playing on emotive issues such as stark backwardness and massive unemployment, these indigenous Left leaders mustered overnight support for their demand for a separate Cooch Behar state. The purpose of raising this demand was to project it in next year's state assembly poll as the third partition of Bengal, and swing both sentiment and votes to the Left Front. That the demand would receive such a huge and spontaneous response did not form part of the calculations. The scale of violence suggests that the ruling Left is no longer in control of the movement.

The massive turnout at the Greater Cooch Behar People's Association rallies is explained by the sense of alienation that people of north Bengal have felt since independence, a concern the Marxists have never addressed. Tea, forestry and other industries contribute handsomely to the state's coffers, but the region gets little back in terms of investment. From Jyoti Basu to Buddhadeb Bhattacharjee, people have heard promises of development, but seldom seen implementation. In spite of having 10 representatives in the Cabinet, the region feels an acute sense of deprivation.Matters are worsened by the near defunct state of the North Bengal Development Council, of which the Chief Minister is the chairman. Instead of acting as a catalyst for regional development, the Council has become a forum for CPI-M-Forward Bloc bickering. Anil Biswas and Biman Bose would do well to introspect on the Left's failures and take corrective steps, instead of blaming Maharani Gayatri Devi, Trinamul Congress and the BJP for the violence.

THE STATESMAN

THE SALIM DEBATE-I

Under a cloud for alleged acts of omission and commission, the Salims seized the opportunity to invest in West Bengal without being finicky about its investment climate

By BIBHUTI BHUSAN NANDY

AT the end of the Cold War, the whole world courted globalisation and economic reform, but the Indian communists dragged their feet. Lately, the Left's policy has become obvious from its diametrically opposite stands on economic reforms and globalisation. It has been thwarting every initiative of the Union government towards reforms but in this state ideology has not deterred the CPI-M top brass from courting the business class. Nor is running from pillar to post in search of investment by foreign multinationals a taboo here.

During the last leg of his long chief ministerial innings, Jyoti Basu visited London every year. His long sojourns to the UK fetched not even a penny by way of FDI. As chairman of the West Bengal Industrial Development Corporation, Somnath Chatterjee hosted many a high-profile drink and dinner party at home and abroad. Although this waste of public money hit the headlines, it didn't move investors beyond signing a few MoUs.

Buddhadeb Bhattacharjee's innovative "do-it-now" slogan had no impact on the work culture of the state bureaucracy and all his promises in Italy failed to inspire Gucci and other multinationals to open shops in West Bengal. Undeterred by those failures, he soldiered on and his tenacity has finally paid off. The ingenuity of an expatriate Bengali in Jakarta put him in touch with the ethnic-Chinese multinational Salim group.

Under a cloud for alleged acts of omission and commission in the post-Suharto era, the Salims have been relocating their corporate assets outside Indonesia. No wonder, they seized the opportunity offered by the chief minister to invest in West Bengal without being finicky about the investment climate and murky industrial relations in the state. Wanting to restore West Bengal to its lost industrial glory, Buddhadeb Bhattacharjee quickly signed a memorandum of understanding with the Salims who will build an industrial town on 5000-acre land in a primarily agricultural belt of the South 24-Parganas district, a motorbike production factory at Uluberia and an industrial estate at Dankuni. The total investment is expected to be Rs 44,000 crore. The chief minister has also urged the Salim conglomerate to build a new airport in North 24-Parganas on a 100 per cent foreign investment basis.

From the furore created by Jyoti Basu, two cabinet ministers, Rezzak Mollah (CPI-M) and Kamal Guha (Forward Bloc) as well as the CPI secretary Manju Majumdar, it is clear the chief minister had not taken his own party and other constituents of the Left Front into confidence before signing the MoU. By blacking out much of what the chief minister had said and done in Jakarta, the CPI-M mouthpiece *Ganashakti* has made the party's displeasure clear. Mamata Banerjee's hostile reaction is an indication that the Trinamul Congress wants to turn the proposed transfer of agricultural land to the foreign multinational into a campaign plank in next year's assembly election.

What has outraged Left Front leaders is Buddhadeb's full-throated paeans for globalisation, stressing that reforms were overdue

What has outraged Left Front leaders is Buddhadeb's full-throated paeans for globalisation, stressing that reforms were overdue, necessary and inevitable, and its live telecast by a CM-friendly Kolkata-based TV channel. They have realised to their horror that their facile anti-reform pontification to the UPA government will have no credibility.

There is no doubt the state government has been less than transparent about the full scope and parameters of the investment package and their commitments regarding provision of land, energy, roads and communication. Acquisition of 5,000 acres of land within a reasonable time-frame and compensation to be paid would predictably stir a hornet's nest. Also, there is no knowing how many families would be uprooted in the process and what would be the rehabilitation and alternative employment programmes. Above all, the fear uppermost in the minds of the people is whether transfer of land on such a massive scale to foreign realtors would not undo the creditable Left Front performance on the land reform front, besides seriously affecting the state's food production and ecology. Moreover, the state government's track record regarding acquisition of land at Haldia, Palta and other places, and related issues pertaining to payment of compensation and rehabilitation do not inspire much confidence.

Historically, centre-left political forces in India, particularly the communists, have been deeply suspicious of all multinational corporations because of the bitter experiences of some Asian, African and Latin American countries. Some years ago, an American company proposed setting up a modern film production unit in or around Kolkata. The foreign investor needed some 60 acres of land which had the potential of creating no fewer than 1,000 jobs. The project could not take off because the state government thought that the American company would import perverse Hollywood culture to West Bengal. The real story is that fearing competition and loss of business, a Hyderabad-based film production company, pulled strings with the central CPI-M leadership and got the scheme scuttled. For all the noises against him, Buddhadeb Bhattacharjee does not appear to be perturbed. Information is that he had obtained the approval of Prakash Karat, party general secretary, and Anil Biswas. Further, the arguments on fringe benefits from the investment inflating the party coffers before the state assembly election next year is expected to be the last word in inner-party confabulations.

Decades of crony capitalism and close links with Suharto had enabled the ethnic Chinese-owned Salim group to become the largest multi-national business conglomerate in Indonesia. Headed by Liem Sioe Liong, it once controlled an estimated 200 companies ranging from listed blue chips such as Indofood and Indocement in Indonesia, QAF in Singapore, First Pacific Co in Hong Kong and the Metro-Pacific group in the Philippines. Its sprawling corporate empire also ran palm oil plantations, owned coalmines and produced textiles. In Indonesia, the Salims' $20 billion annual revenues account for five per cent of the GDP. Of its 200,000 employees around the world, 91,000 are based in Indonesia.

The financial crisis that swept over Asean and the fall of Suharto in the late nineties badly affected the Salims. When its Bank Central Asia faced a run, the Indonesian government bailed it out by providing credit of $12 billion. For paying off its debt, the Salim group has sold off 20 of its companies including its Batman and Bintan Industrial estates. In the post-Suharto era, the Indonesian ministry of forest and plantation investigated complaints that the Salims had misappropriated land of thousands of villagers. In the Philippines, the Salim group faced accusations of securing through corrupt officials tax breaks in billions of pesos for its Metro Pacific Group, the owner and developer of the Fort Bonifacio Global City project in Taguig. That resulted in a big tax collection shortfall which, in turn, contributed greatly to a record-breaking budget deficit of the national government. Anil Biswas has confessed that he knows next to nothing about the Salim group.

On account of its known antecedents, the Salim group would need to be kept on a tight leash if and when it comes in. Does the Left Front regime have the organisation and expertise to monitor its activities?

The author is former Additional Secretary, Research and Analysis Wing

Carrefour call for Calcutta

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta, Sept. 23: Carrefour, the world's second-largest supermarket chain after Wal-Mart, is looking to set up base in Calcutta.

The French retail chain, which has overall sales of 90 billion euro and 11,000 stores in 31 countries, is planning to start cash-and-carry operations, which bars it from selling directly to consumers. A cash-and-carry licence requires the company to operate like a wholesaler, selling its products through a number of retailers.

Representatives from Carrefour recently met Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee to discuss their proposal. It could not be ascertained how much Carrefour intended to invest and whether it was looking at other destinations in the country.

Carrefour won't be the first retailer to use this route to enter the country. Metro AG, the German retailer, has acquired a cash-and-carry licence. It established base in Bangalore in October 2003 with an investment of Rs 180 crore.

Buddhadeb Bhattacharjee with CII president Y.C. Deveshwar in Calcutta on Friday. Picture by Kishor Roy Chowdhury

Several telecom companies like Nokia and Motorola have also established cash-and-carry operations in the country. Now that the government has raised the limit on foreign direct investment (FDI) in the telecom sector to 74 per cent, they are planning to establish manufacturing bases as well.

Carrefour's move is significant since it comes at a time when the Manmohan Singh government has started to push hard for a consensus on allowing foreign investment in retailing — a proposal that the Left is vehemently opposed to. The Left has opposed the idea of allowing retailers like Wal-Mart, Carrefour and Tesco of the UK to establish a presence in India on the ground that it would hurt the local mom-and-pop kirana outlets.

"We will not allow FDI at the retail level. If they (Carrefour) are keen to enter the wholesale market which will benefit the farmers, we are in favour of it," Bhattacharjee said. Metro has also evinced interest in Calcutta. "We have made our conditions clear to them also," he said.

"Last week, I had met M.S. Swaminathan (the agricultural scientist who started the green revolution in Punjab back in the sixties) to discuss retailing in the food sector. He had explained that it would benefit the farmers and also the consumers who will be able to buy fresh vegetables. However, the small vegetable sellers will be adversely affected as the small vegetable market will totally collapse," the chief minister said.

Carrefour has five leading retail formats, including hypermarket, supermarket, convenience stores, cash-and-carry food service and hard discount stores.

Last week, commerce minister Kamal Nath said the government was preparing a paper on FDI in retail that it intended to float for discussion.

In an interview with *McKinsey Quarterly* last month, Manmohan Singh said he hoped to convince all political parties about the virtues of allowing FDI in retail. "We have to carry conviction with our political colleagues. Over a period of time we can do that," he had said.

কোচবিহারে অনশন উঠল, আজ যাচ্ছেন বুদ্ধ

কিশোর সাহা ও অরিন্দম সাহা ● কোচবিহার

চার দিন পরে অবশেষে গ্রেটার কোচবিহারের সমর্থকদের অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করাতে সফল হল কোচবিহার জেলা প্রশাসন।

শুক্রবার দিনহাটার ভেটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত দফতরে জেলাশাসক রবীন্দ্র সিংহের সঙ্গে গ্রেটার কোচবিহারের নেতা বংশীবদন বর্মনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলের বৈঠক হয়। সেখানে জেলাশাসক পৃথক রাজ্যের দাবির বিষয়টি কেন্দ্রকে জানানোর পাশাপাশি কেন্দ্রের বক্তব্য জানার জন্যও সময় চান। ১৫ অক্টোবরের মধ্যে গ্রেটার কোচবিহারের নেতাদের সঙ্গে ফের বৈঠকে বসার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেই অনশন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

আন্দোলন তুলে নেওয়ার পর বংশীবদন বর্মন-সহ অন্যেরা। — পবিত্র দাস

আজ, শনিবার কোচবিহারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। গ্রেটার কোচবিহারের নেতারা অনশন প্রত্যাহার করায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে জেলা প্রশাসন। জেলাশাসক বলেন, "পৃথক রাজ্যের দাবির বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে। কেন্দ্রের উত্তর পাওয়া মাত্রই ফের বৈঠকে বসব।" বৈঠকের পরে বংশীবাবু বলেন, "১৫ অক্টোবরের মধ্যে কেন্দ্রের বক্তব্য জেলা প্রশাসন না-জানালে বা ইতিবাচক সাড়া না-পাওয়া গেলে ফের অনশন আন্দোলন হবে।" বংশীবাবুর অভিযোগ, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় তাঁদের সমর্থকদের উপরে সিপিএম-ফরওয়ার্ড ব্লক অত্যাচার শুরু করেছে। জেলা সিপিএম সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অনন্ত রায় বলেন, "এমন হওয়ার কথা নয়। বিষয়টা খোঁজ নিয়ে দেখছি।"

কলকাতায় স্বরাষ্ট্র সচিব প্রসাদরঞ্জন রায় জানান, রাজ্যের মতামত-সহ রাজ্য ওঁদের দাবি সনদ কেন্দ্রের কাছে পাঠাবে। যাঁরা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, তাঁদের পুলিশি হয়রানি করা হবে না। তবে পুলিশ খুনের মামলায় যাঁদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে আইন মেনে ব্যবস্থা হবে। গ্রেটার সমর্থকদের বাড়ি পৌঁছতে বাস-ট্রাকের ব্যবস্থাও করেছে প্রশাসন। প্রসাদবাবু বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলার কোনও সম্ভাবনা নেই। রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের রাজ্য সফরে এসে কোচবিহার-বাংলাদেশ সীমান্তে বেরুবাড়িতে যাওয়ার কথাও ছিল। সেই সফর আপাতত স্থগিত। তবে তা এই আন্দোলনের জন্যই কি না, বলতে পারব না।"

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস এ দিন বলেন, "আগেই বলেছি, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বেশি দিন টেকে না!" তবে ওই আন্দোলন নিয়ে দলীয় নেতা ও কর্মীদের সজাগ থাকতে বলেছে সিপিএম। এ দিন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকেও কোচবিহারের ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়। অন্য দিকে, রাজ্যের বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের কাছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ

এর পর বারোর পাতায়

অনশন উঠল

প্রথম পাতার পর

বিবরণ এবং আহত ও নিহতের সঠিক সংখ্যা জানানোর দাবি করেন। কোচবিহার নিয়ে মেদিনীপুরে এ দিন বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেছেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। তাঁর মতে, গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে অনেকে নানা ভাবে তোয়াজ করছে বলেই উত্তরবঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বাড়ছে। তবে কারা তোয়াজ করছে, সে বিষয়টি তিনি খোলসা করেননি। মন্ত্রী বলেন, "দার্জিলিংয়ের আন্দোলনকে লোকে নানা ভাবে তোয়াজ করেছিল। তাই নানা জাতির মানুষ নিজেদের দাবিতে সোচ্চার হচ্ছে। সারা ভারতে ১১ হাজার ৬০০ জাতি-উপজাতি রয়েছে। সবার জন্য কি আলাদা রাজ্য হবে?"

এ দিন বিকালে জেলা প্রশাসনের দফায় দফায় অনুরোধের পর গ্রেটার নেতারা বৈঠকে বসতে রাজি হন। অনশনকারী মহিলারা উলুধ্বনি দিতে শুরু করেন। বৈঠক যাতে ভেস্তে না যায় সেইজন্য প্রথম থেকেই জেলাশাসক ঢালাও আশ্বাস দিতে থাকেন। পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া, গ্রেটার সমর্থক বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া, গ্রামে সমর্থকদের উপরে সিপিএম এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের অত্যাচার বন্ধ করার বিষয়গুলিও আলোচিত হয়। সন্ধ্যা থেকে কোচবিহার-দিনহাটা সড়কের ভেটাগুড়ির রাস্তা থেকে গ্রেটার সমর্থকেরা উঠে যাওয়া শুরু করেন। বৃহস্পতিবার বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পর এদিন সকাল থেকেই বৈঠক নিয়ে তোড়জোড় শুরু করে প্রশাসন। শুক্রবার রাতেই কোচবিহারে এসেছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সুভাষচন্দ্র অবস্থি। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে তিনি যান জলপাইগুড়িতে। সেখানে নিহত কনস্টেবল যোগেশ চন্দ্র সরকারের অসুস্থ স্ত্রী শান্তিদেবীর হাতে একলক্ষ টাকার চেক তুলে দেন তিনি।

2 / SEP 200
ANANDABAZAR PATRIKA

Cooch Behar killings spark Left row

Statesman News Service

KOLKATA, Sept. 21. — A day and five deaths later, Cooch Behar emerged as a potential potboiler with the CPI-M and Forward Bloc exchanging blames, at a level rarely witnessed before.

While Mr Kamal Guha, state agriculture minister and vice- chairman of the North Bengal Development Council, blamed the administration for the chaos that was reigning in Cooch Behar, the CPI-M state secretary, Mr Anil Biswas, found Mr Guha "instigating the agitators" instead of doing something for the region as NBDC vice-chairman.

Today's exchange is likely to add a new dimension to the local political equations when the chief minister, Mr Buddhadeb Bhattacharjee, addresses a Left Front meeting on 24 September. The Union home minister, Mr Shivraj Patil, is scheduled to visit the Berubari area on 25 September to oversee BSF operations.

"I had warned the government two years ago and asked the chief minister as well as the chief secretary and the home secretary to take action. But they did not bother to react. The Greater Cooch Behar Peoples' Association is spreading canards about the agreement that was signed between the Maharaja of Cooch Behar and the Government of India before the merger of the state", Mr Guha said at Writers' Buildings today.

"Why is he blaming others? As vice-chairman of the NBDC, why didn't he convene a meeting to discuss these issues? What initiative has he taken to ensure development of the region? We should exercise restraint when we talk. There is no point instigating the local people now", Mr Biswas said while reacting to Mr Guha's statement. He also issued a statement giving details of what the Left Front had done for the poor and and landless farmers. Without naming any political party, Mr Biswas said those demanding a judicial inquiry were indirectly instigating the agitators.

Mr Guha claimed that the GCPA was telling the local people that they need not pay taxes and that the Maharaja had left a fortune for the development of the state which continued to lie unutilised with the government. "I requested the chief minister to take up the issue with the Centre and procure a copy of the original agreement and make it public. But I was laughed aside. Only the Forward Bloc tried to address the issue politically at local levels but other Left parties kept mum," he said.

"I don't think many Rajbansis are supporting the movement. There is a possibility that Kamtapuris were behind the violence yesterday. However, it is our failure even if one local resident takes their side", said Mr Guha

The minister said he did not know Mr Bansibadan Burman, the GCPA leader. "I have heard that he used to be an SFI activist. But I don't know about the forces behind him."

North-South divide reflected, page 8

GCPA denies hand in top cop's death

COOCH BEHAR/KOLKATA, Sept. 21.— Thousands of Greater Cooch Behar People's Association (GCPA) supporters continued their fast-unto-death agitation, having begun it yesterday. Six of them, ill, have had to be shifted to hospital. The GCPA, to be at it until the home ministry yields, denied attacking policemen yesterday. It said it did not know who had done so. According to it, it does not harm even the CPI-M. The Forward Bloc claimed to have organised anti-GCPA rallies around the district today as the separatists vowed to carry on till "victory" was achieved. In Kolkata, grieving people poured into Gas Street today for a last glimpse of Mustaq *bhai*, the additional superintendent of Kalimpong slain in yesterday's police-GCPA confrontation. The body was flown in from Bagdogra. Ahmed, a *pan*-vendor's son, was born and brought up in this economically low-profile area. He is the first high-rank West Bengal police officer to have died in action in more than two decades. Vinod Mehta, deputy commissioner (port), was killed by a Garden Reach mob in 1984. Some 25 junior policemen have died since 2003 whilst doing duty in West Bengal's Maoist-dominated districts. — SNS

COOCH BEHAR SEPARATISTS ON THE RAMPAGE

Top cop among five killed

Statesman News Service

COOCH BEHAR/KOLKATA, Sept. 20 — Five people, including three policemen, were killed and several others injured in a clash between The Greater Cooch Behar People's Association activists and the force at Khagrabari near Cooch Behar town today. A curfew has been imposed upon the area.

The GCPA wants an "interim government in Cooch Behar" and no polls in the district as the terms on which it allowed itself to be included in India have been "violated."

The previously Princely state of Cooch Behar had joined the Union of India on 12 September, 1949, before merging into West Bengal on 19 January, 1950.

Mr Mustak Ahmed, Additional Superintendent of Police, Kalimpong, was killed at Chakchaka when a mob threw stones at him. He led the police contingent at Chakchaka, Mr Raj Kanojia, inspector-general, law and order, said. The two other policemen to have been killed are Gour Chandra Dhar (48) and Jogesh Chandra Sarkar (47), said North Bengal's inspector-general, Mr KL Meena. Two GCPA activists died in police firing. Mrs Tanushree Biswas, officer-in-charge of the Siliguri police women's cell, Ms Mumtaz Begum, inspector, Bagdogra, and constables Gore Tamang and Dilip Pradhan, injured, were taken to a nursing home at Siliguri. The IG said the police had told the GCPA to remove a road-block. Then they started firing: "only eight rounds," said the police while locals alleged a 15-minute fusillade. Mr Meena, too, was injured in the scrimmage. At Khagrabari and Chakchaka, several police vehicles and the Cooch Behar magistrate's car were damaged. The magistrate, Dr Ravi Inder Singh, ordered an extension of prohibitory orders under Section 144 Cr PC by another 24 hours. Some 23 GCPA supporters found themselves in MJN Hospital. Four hundred people were arrested. The GCPA general secretary, Mr Bangshi Badan Sarkar, demanded an inquiry by a Supreme Court judge into today's incident, alleging that the party's fasting supporters had been stopped by the police from moving towards the town. The district Trinamul Congress president, Mr Rabindra Nath Ghosh, too, demanded a judicial inquiry. Mr Buddhadeb Bhattacharjee is to come here on Saturday for an 'anti-Greater Cooch Behar' gathering organised by the Left Front at the airport ground.

Earlier, the GCPA announced a mass fast-unto-death programme, scheduling its start for today. It wants Cooch Behar made a C-category state.

THE STATESMAN

New force to fight Maoists

A STAFF REPORTER

Calcutta, Sept. 20: The government today announced its plan to set up a special force to tackle Naxalites.

"If they continue to use arms, we will respond in a befitting manner," said home secretary Prasad Ranjan Roy, who returned from Delhi today after attending a meeting of a committee comprising representatives from the 13 states hit by extremist activists.

Ruling out possibility of any immediate dialogue with the CPI (Maoist) activists, Roy said: "As long as they are carrying weapons, there is no room for talks."

However, the state, Roy added, is still not considering banning the rebels, as in Andhra Pradesh.

The new force would comprise personnel from the Indian Reserve Battalion and the Eastern Frontier Rifles.

The areas that appear prominently on Maoist maps are seven districts of Orissa and parts of Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra and Andhra Pradesh.

Rebel activities are relatively less in Bengal, but the police in the state had been shaken up by a series of strikes in the past few years.

Maoists in the state are active in the hills and jungles of Purulia, Bankura and West Midnapore. "Although there are some activities of the Maoist rebels in some pockets of the three districts, life is more or less normal there," the home secretary claimed.

The government is in contact with other Maoist-hit states and exchanging information. "A joint action against the rebels has been launched in Jharkhand," Roy said, adding that they were spreading base in Uttaranchal, Uttar Pradesh and parts of Kerala. "This information is new to us."

Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee had said last week that the Maoists were trying to create a corridor from Nepal through Bengal.

আজও চলবে না বাস, মিনি: ট্যাক্সি ধর্মঘট প্রত্যাহার

৪ জেলায় উত্তাল নদী, বাঁধ ভাঙছে, জমি ডুবছে, মৃত্যু ৪

● কলকাতা
● শিলিগুড়ি
● আগরতলা

আজ আজকাল ১২ পাতা

ক্রোড়পত্র
আয়না ● অন্য দেশ
সুস্থ-সফর ● খেলা

আজকাল

৪ আশ্বিন ১৪১২ বুধবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৫ কলকাতা সংস্করণ ২.৫০ টাকা **

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.aajkaal.net

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা
সব ঋতুতেই ভরসা
ZEOLINE®-200
পানীয় জল পরিশোধক
নতুন Seal Cap প্যাক
ISO 9001 Company Product
SINCE 1974

পৃথক রাজ্যের দাবিতে রক্তাক্ত কোচবিহার

নিহত কালিম্পঙের অতিরিক্ত পুলিস সুপার, ২ কনস্টেবল সহ ৫, গ্রেপ্তার ৬৫০

দেবব্রত দে সরকার, কোচবিহার

২০ সেপ্টেম্বর— 'বৃহত্তর কোচবিহার' রাজ্যের দাবিতে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে আমরণ অনশন কর্মসূচির প্রথমদিনেই মঙ্গলবার রণক্ষেত্র হয়ে উঠল কোচবিহার। হাজার হাজার অনশনকারীর লাগাতার অবস্থানে দুপুর থেকেই শহরমুখী সব পথ বন্ধ হওয়ায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে কোচবিহার শহর। বিকেলে অনশনকারীদের হটাতে পুলিস বলপ্রয়োগ করতেই আন্দোলনকারী-পুলিস ব্যাপক খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায় শহর লাগোয়া চকচকা, খাগরাবাড়ি, হরিণচড়ায়। বিক্ষোভকারীদের ইট, পাটকেল ও লাঠির পাল্টা ব্যাপক লাঠি, গ্যাস ও গুলি চালায় পুলিস। খাগরাবাড়িতে পুলিসের গুলিতে ২ আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম জানা যায়নি। চকচকায় আন্দোলনকারীদের হামলায় মৃত্যু হয়েছে অতিরিক্ত পুলিস সুপার (কালিম্পং)-সহ ২ পুলিস কনস্টেবলের। দুই কনস্টেবল গৌরচন্দ্র ধর ও যোগেশ সরকার। দু'জনেই বাইরে থেকে ডিউটি করতে কোচবিহারে এসেছিলেন। রাতে মারা যান কালিম্পংয়ের অতিরিক্ত পুলিস সুপার মুস্তাক আহমেদ (৪৫)। তিনি এদিন চকচকা এলাকায় ডিউটিতে ছিলেন। তাঁর মাথায় ইটের টুকরো লাগে। লাঠিও পড়ে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘক্ষণ কোমায় আচ্ছন্ন থাকার পর রাত সাড়ে নটা নাগাদ চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রাতেই পদস্থ আধিকারিকরা নার্সিংহোমে যান। রাতে আই জি (আইনশৃঙ্খলা) রাজ কানোজিয়া বলেন, ছ'মাস আগে প্রমোশন পেয়ে অতিরিক্ত পুলিস সুপার হন তিনি। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিস সার্ভিসের সাহসী পুলিস অফিসার ছিলেন। এদিন সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। প্রায় ১ কেজি ওজনের ইটের টুকরো মাথায় লাগে। তিনি ১৯৮৮ সালের ডব্লু বি পি এস ক্যাডার। এখন পর্যন্ত ৬৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখনও ২ জন মহিলা সাব-ইনস্পেক্টর হাসপাতালে ভর্তি। মহাকরণে রাজ কানোজিয়া বলেন, যোগেশচন্দ্র সরকারকে. একটি ইট দিয়ে থেঁতলে মারার পর নৃশংসভাবে তাঁর দুটি চোখ উপড়ে ফেলা হয়। কোচবিহারের পুলিস সুপার জগমোহন জানিয়েছেন, ব্যাপক সঙ্ঘর্ষে উত্তরবঙ্গের আই জি কিষনলাল মিনা ও কোচবিহার অতিরিক্ত পুলিস সুপার জেমস কুজুর-সহ অন্তত ১০০ পুলিসকর্মী আহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ২৫ জনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং শিলিগুড়ির বিভিন্ন নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। জখম আন্দোলনকারী ও আমজনতার সংখ্যাও শতাধিক। আন্দোলনকারীরা ১৪৪ ধারা ভেঙে পুলিসের ওপর চড়াও হওয়ার পর গুলি চালানো ছাড়া পথ ছিল না বলে জানিয়েছেন পুলিস সুপার। গুলি ও গ্যাস ঠিক কত রাউন্ড চলেছে তার হিসেব দিতে পারছে না পুলিস। পুলিসি লাঠি, গুলির পরও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আন্দোলনে সামিল হতে আসা জনতা ছত্রভঙ্গ হয়নি রাত পর্যন্ত। বেশি রাতে পুলিস জানিয়েছে ১৪৪ ধারা অনির্দিষ্টকালের জন্য জারি হয়েছে। আনা হচ্ছে জলকামানও। বিক্ষিপ্তভাবে বড় জমায়েত কোথাও কোথাও থাকায় সশস্ত্র পুলিস, র‍্যাফ, কমান্ডো টহল চলছে এন্তার। রাতেই জলপাইগুড়ি থেকে বাড়তি পুলিস আনা হচ্ছে। শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর সফরের ৩ দিন আগেই এই ঘটনায় চাঞ্চল্য জেলা প্রশাসনে। আন্দোলনকারীদের নেতা বংশীবদন বর্মন বিকেলেই জানিয়ে দিয়েছেন, পুলিস যা-ই করুক, আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। আলাদা কোচবিহার রাজ্যের দাবি নিয়ে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন কয়েকমাস আগেই কোচবিহারে বিপুল জনতার সমাবেশ করে। আন্দোলন যে ভালই দানা বাঁধছে তা সেবারই প্রকাশ্যে আসে। রাজনৈতিকভাবে ওই আন্দোলন মোকাবিলায় নেমে পড়ে বামফ্রন্ট। জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে আমরণ অনশন কর্মসূচিকে ঘিরে প্রশাসনের প্রস্তুতি ছিল ব্যাপক। বহিরাগত আরও দেড় হাজার পুলিস নামিয়ে ডি আই জি বি এন রমেশ ঘাঁটি গেড়েছিলেন শহরে। ৭টি ওয়ার্ড এবং তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙা, দিনহাটা, আলিপুরদুয়ার ছুঁয়ে শহরের সব কটি প্রবেশপথে ১৪৪ ধারাও জারি করা হয়। মঙ্গলবার সকালে জড়ো হতে থাকা আন্দোলনকারীরা দুপুর পর্যন্ত ছিল অহিংস। তুফানগঞ্জ থেকে আগতদের মাড়ুগঞ্জে, দিনহাটার লোকদের দেওয়ানহাটে, আলিপুরদুয়ারের দিক থেকে আসা জনতাকে খাগরাবাড়িতে আটকায় পুলিস। ঘুঘুমারি ও চকচকাতেও আটকানো হয় মিছিল। সর্বত্রই রাস্তার একধারে বসে স্লোগান চালাতে থাকে আন্দোলনকারীরা। বক্তব্য : ১৯৪৯ সালে কোচবিহারের মহারাজার সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তিমাফিক কোচবিহার 'গ' শ্রেণীর রাজ্য। এখানকার লোকের মত না নিয়ে 'ক' শ্রেণীর রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে ঢোকানো মানব না। পশ্চিমবঙ্গে ভোট হোক আগামী বছর। কিন্তু অন্য রাজ্য কোচবিহারকে ভোট চাপানো চলবে না। কোচবিহার, গোটা উত্তরবাংলা এবং আসামের গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ি নিয়ে বৃহত্তর কোচবিহার রাজ্য চাই। দুপুরে ১২টার পর থেকেই আন্দোলনকারীরা রাস্তা অবরোধ করে শহরের সব প্রবেশপথে এবং জোর করে পুলিসের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা শুরু হয়। শহরমুখী জমায়েত তখন সরকারিভাবে হাজার দশেক। বেসরকারি মতে ৩০ হাজার। পুলিস বারবার মাইকে ঘোষণা করেও তাদের দমাতে পারেনি। বাধ্য হয়ে পুলিস লাঠি চালায় খারিজা কাকরাবাড়ি, খাগরাবাড়ি ও ঘুঘুমারি ছোঁয়া হরিণচড়ায়। খারিজায় রাস্তা ফাঁকা করতে কিছু লোককে পুলিস সাময়িক একটি স্কুলে আটকেও রাখে। পাল্টা ইটে এখানেই জখম হন অতিরিক্ত পুলিস সুপার। হরিণচড়ায় পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসেন জেলাশাসক ও পুলিস সুপার। বেধড়ক লাঠিতে সেখানে জনতা ছত্রভঙ্গ হতেই মাথাভাঙা ছুঁয়ে শিলিগুড়ি-কোচবিহার পথ খুলে যায়। প্রবল বর্ষণে আন্দোলনের তাপ সামান্য কমলেও সরেনি আন্দোলনকারীরা। বিকেলে খাগরাবাড়িতে র‍্যাফ, কমান্ডো নামানো হয়। বিকেল ৪টে নাগাদ আচমকা খাগরাবাড়ি ও চকচকায় একসঙ্গে উন্মত্ত হয়ে ওঠে আন্দোলনকারীরা। ইট-পাটকেল ছুঁড়ে পুলিসকে টপকে শহরমুখী হতে জনতা ধেয়ে আসছে দেখে পুলিস প্রথমে লাঠি চালায়। ইটের ঘায়ে এখানেই জখম হন আই জি। ডি আই জি-র নির্দেশে এর পরই প্রথমে কাঁদানে গ্যাস ও পরে গুলি চালায় পুলিস। চকচকাও তখন রণক্ষেত্র। গোড়া থেকেই এখানে ছিল লাঠিধারী পুলিস। বিপুল জনতাকে তারা সামলাতে তো পারেইনি উল্টে ক্ষুব্ধ জনতা মাটিতে ফেলে লাঠিপেটা করে কয়েকজন পুলিসকর্মীকে। দু-একজন পুলিসকে লাগোয়া পুকুরে নিয়ে গিয়ে চোবানোর চেষ্টাও করে। ইটের ঘায়ে জখম হন বহু পুলিসকর্মী। এখানেই ২ জন কনস্টেবল মারা যান। জেলাশাসক ও পুলিস সুপার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই ঘটে যায় এই ঘটনা। গোয়েন্দা রিপোর্টে ছিল, গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের নেপথ্যে কে এল ও বা কে পি পি-র সামনের সারি বা আঞ্চলিক ডাকসাইটে নেতাদেরও যোগসাজসের তথ্যপ্রমাণ মেলেনি। তবে কে এল ও বা কে পি পি-র কট্টর একশ্রেণীর সমর্থকদের উসকানি উড়িয়ে দিতে পারেনি পুলিস। সীমান্ত-ছোঁয়া

এরপর ২ পাতায়

◀ খণ্ডযুদ্ধে রক্তাক্ত খাগরাবাড়ি। ছবি: দেবব্রত দে সরকার

অতিরিক্ত পুলিস সুপার মুস্তাক আহমেদ। ছবি: দীপ্তেন্দু দত্ত

শনিবার কোচবিহার যাচ্ছেন বুদ্ধ ■ ২ পাতায়

AAJK

21 SEP 200

জমি বিতর্কে সি পি এমের পাশেই সি পি আই

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর: সালিম গোষ্ঠীকে জমি দেওয়া নিয়ে বিতর্কে ধীরে ধীরে সিপিএমের পাশে সরে এল সিপিআই।

দিল্লিতে আজ সিপিআইয়ের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকের পর এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, সালিমদের জমি দেওয়া নিয়ে বিতর্কে রাজ্য নেতৃত্বের উপরে যথেষ্টই চাপ তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বৈঠকের পরে, দলের সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন জানান, "জমি দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের মত হল, প্রথমে কৃষি জমি ছাড়া অন্যান্য জমি যতটা দেওয়া সম্ভব তার ব্যবস্থা করা। শেষে প্রয়োজন হলে কৃষি জমি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবুও যতটা সম্ভব কম কৃষি জমি ব্যবহার করতে হবে, এবং তা-ও কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরেই।"

দলের রাজ্য নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে সরব থাকলেও সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন প্রথম থেকেই সংঘাতের পক্ষপাতী ছিলেন না। শিল্পের জন্য কৃষি জমি নেওয়া চলবে নাএ --- এমন অনড় অবস্থান কোনও দলের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয় বলে আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন তিনি। শিল্প গোষ্ঠীকে জমি দেওয়া নিয়ে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকেও আলোচনা হয়েছিল। সেখানে স্থির হয়, ভাল কৃষি জমি শিল্পায়নের কাজে দেওয়া হবে না। চেষ্টা করা হবে, অকৃষি জমি যাতে এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তবে কোনও পরিকাঠামো নির্মাণের সময় সংলগ্নতা বজায় রাখতে যদি কৃষি জমির প্রয়োজন হয়, তাহলে সে জমি দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের পর বামফ্রন্টের বাকি তিন শরিক, সিপিআই, আরএসপি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে রাজ্য সরকার ও সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব। সেই আলোচনা এখনও চলছে। এখন সিপিআইও যে সংঘাতের পথ থেকে সরে আসবে তা-ও এ দিন স্পষ্ট হয়ে গেল।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাপে সিপিআইয়ের রাজ্য নেতারাও জমি বিতর্ক নিয়ে নিজেদের অনড় অবস্থান থেকে সরে আসছেন। সিপিআইয়ের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নন্দগোপাল ভট্টাচার্য জানান, "পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা রিপোর্ট দিয়েছি। দলের কর্ম সমিতির বৈঠকে তা অনুমোদিত হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজ্য কমিটিই বিষয়টির মোকাবিলায় সক্ষম।" মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে সিপিআইয়ের রাজ্য নেতৃত্বের যে আলোচনা চলছে, তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য নেতৃত্বকে বলা হয়েছে। দলের নেতা পল্লব সেনগুপ্ত জানান, "প্রত্যেকেই নিজের অবস্থান থেকে কিছু না কিছু সরে এসেছে। গোটা বিষয়টির একটি ইতিবাচক সমাধানের লক্ষে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হবে।"

বিহার নিয়ে রণকৌশল: বিহারে রামবিলাস পাসোয়ানের লোকজনশক্তি পার্টির সঙ্গেই জোট বাঁধছে সিপিআই। দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে আজ এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ছাড়াও, সিপিআই(এমএল), ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গেও কথা হচ্ছে। এই জোটে যোগ দিতে মুলায়ম সিংহের সমাজবাদী পার্টিকেও আহ্বান জানানো হয়েছে। সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন জানান, "বিহারে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের ১৫ বছরের অপশাসনের বিরুদ্ধে এবং এন ডি একে আটকাতেই এই জোট গড়া।" বর্ধনের মতে, কংগ্রেস-আরজেডি ও সিপিএম নিঃসন্দেহে ধর্মনিরপেক্ষ জোট। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাই সরকার চালানোর জন্য যথেষ্ট নয়। সব আসনেই এই জোট প্রার্থী দেবে।

Dengue affected nears 3,000 mark in state

Statesman News Service

KOLKATA, Sept. 18. — The dengue menace continues to give sleepless nights to the state health department. Though no more death was reported, the number of those affected with the disease has nearly touched the 3,000 mark.

A total of 2,957 people have been affected with the disease across the state. The number of affected in Kolkata Municipal Corporation area has reached 1,861 with 122 more people affected with the disease in the past 24 hours.

However, the health authorities have now started visiting affected areas outside Kolkata. Dr Prabhakar Chatterjee, director of health services, today visited Malda, the district that is in the grip of a mystery fever attack.

Dr Chatterjee told The Statesman that kits and chemicals needed for dengue and Japanese encephalitis confirmation test that were ordered a few days ago have reached the state and the confirmation test for both these diseases have started once again in the government medical colleges in the districts.

"Proper measures have been initiated to arrest the crisis in Malda. However, the dengue menace is completely under control. The situation would become normal soon," Dr Chatterjee said.

TAKING STOCK

- **2,957 affected across state**
- **1,861 in KMC area alone**

In Malda, Dr Chatterjee had to face the fury of BJP leaders today when he reached here to take stock of the situation in the district in the wake of outbreak of mystery disease.

In another development, the health department has sanctioned Rs 11 lakh for Malda district to deal with mystery fever disease here which has taken alarming proportions.

Humdreds of BJP supporters gheraoed Dr Chatterjee in front of the Malda CMOH office, besides welcoming him with black flags. Peeved at fresh outbreak of mystery fever in Manikchak block and death of three persons, the BJP leaders even tried to prevent Dr Chatterjee from entering the hospital.

The protest continued for more than an hour. Police had to intervene to bring the situation under control.

Talking about the mystery fever which has claimed so many lives in the district over the past two weeks, Dr Prabhakar Chattapadhyay said: "Encephalopathy is a broad term. It includes encephalitis, Japanese encephalitis, plasmodium or falciparum, malaria and many diseases, but not dengue".

According to sources at Malda district hospital, of the 28 fever victims, 17 persons have died of encephalopathy in the district hospital since 30 August and over 1500 have been affected by the same disease.

According to a definition in a website, encephalopathy is a "serious brain function abnormalities experienced by some patients with advanced liver disease. Symptoms most commonly include confusion, disorientation, insomnia, and may progress to a coma".

Speaking to reporters here today, Dr Chatterjee said: "Without serology test, we can not identify a dengue patient. In Malda, 24 cases have been detected as having anti-body to dengue. No person has died due to dengue here so far."

He, however, refused to comment on blood test reports in the private clinics in the district. On an average, 10 per cent of total blood test reports have been identified as anti body to dengue reactive cases in this district.

জমি নিয়ে আপত্তিতে অন্য শরিকদের আর পাশে পাচ্ছে না ফব

সঞ্জয় সিংহ

শিল্পের জন্য পতিত জমি বরাদ্দের ব্যাপারেও ফরওয়ার্ড ব্লক যে-আপত্তি তুলেছে, তাতে সায় নেই অন্য শরিকদের। ফলে জমি-বিতর্কে সি পি এম-কে কোণঠাসা করার জন্য বাম শরিকদের পরিকল্পনা প্রায় ভেস্তে যেতে বসেছে। আর এস পি এই বিষয়ে প্রকাশ্যে মুখ না-খুললেও সি পি আই পরিষ্কার প্রশ্ন তুলেছে, তা হলে শিল্প হবে কোন জমিতে?

ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য নেতৃত্ব জানান, বামফ্রন্টের আগামী বৈঠকেই তাঁরা দাবি তুলবেন, কৃষি-ভিত্তিক শিল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং পতিত জমি দখল করে তা চাষের উপযোগী করে তুলতে হবে। পতিত জমিতে উন্নত মানের চাষের ব্যবস্থা করতে হবে বলে কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ থেকে শুরু করে তাঁর দলের রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষ ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন। কিন্তু সি পি আইয়ের রাজ্য নেতা দেবাশিস দত্ত, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, ফরওয়ার্ড ব্লকের এই দাবি অযৌক্তিক। তাঁদের কথায়, "কৃষিজাত শিল্প গড়তেও তো জমি দরকার। সেই জমিটা আসবে কোথা থেকে?" ফরওয়ার্ড ব্লকের এই দাবির ব্যাপারে আর এস পি-র রাজ্য সম্পাদক দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার বলেন, "আসলে ওঁরা কী বলতে চাইছেন জানি না। বিষয়টি নিয়ে ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

তবে ফ্রন্টে আলোচনা না-করে বাইরে কথা বলায় সি পি এম নেতৃত্ব প্রচণ্ড বিরক্ত। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, "আগে তো বিষয়টা ফ্রন্টে বলা উচিত। ফ্রন্টে যে-বিষয়ে আলোচনা হতে পারে, তা আগে বাইরে বলা হবে কেন?" সি পি এমের নেতারা প্রশ্ন তুলেছেন, "কৃষি দফতর তো ফরওয়ার্ড ব্লকের হাতেই আছে। এত দিন এই ব্যাপারে ওঁরা কী করেছেন? শিল্পায়নে যে জমি দরকার, সেই বিষয়ে তো বহু আগেই ফ্রন্টে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তা হলে ওঁরা আজ আপত্তি তুলছেন কেন।" শিল্পায়নের জন্য যে কৃষিজমি প্রয়োজন, তা জানিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী নিরুপম সেন বলেন, "হুগলি নদীর দু'ধারে হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগনা জুড়ে যে-সব শিল্প গড়ে উঠেছে, তা কোন জমির উপরে হয়েছে?"

জমির ব্যাপারে অবশ্য ফরওয়ার্ড ব্লকের পাশে আছে কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মানস ভুঁইয়া এ দিন বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু জমির পরিমাণ অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক কম। মাথাপিছু ১০ কাঠা। ভবিষ্যতে যাতে খাদ্যসঙ্কট না-হয়, তা মাথায় রেখে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা অনুর্বর, কাঁকুরে জমিকেও চাষের উপযোগী করতে চাইছেন।"

ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীকে কেন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জমি দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তুলেছে ফরওয়ার্ড ব্লক। দলের রাজ্য সম্পাদককে প্রশ্ন করা হয়, হাওড়া, হুগলি, দুর্গাপুর, কল্যাণীতে যে-শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে, তা কি পতিত জমির উপরে?

অশোকবাবু বলেন, "আমরা তো রাজ্যে শিল্প গড়ে তোলার বিরুদ্ধে নই। শিল্প গড়তে হলে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূমে গড়া হোক।" কংগ্রেসের মানসবাবুও বলেন, "ওই সব জেলায় প্রচুর অনুর্বর জমি পড়ে আছে। বাম সরকার তো সেখানেই শিল্প গড়ে তুলতে পারে।"

ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের সুরে কথা বলায় ক্ষুব্ধ সি পি এম নেতা ও শিল্পমন্ত্রী নিরুপমবাবু। তিনি বলেন, "কে বলল, ওই সব জেলায় শিল্প গড়া হচ্ছে না? যাঁরা বলছেন, তাঁদের তো একটু খোঁজখবর নিয়ে কথা বলা উচিত।" তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে জানান, পশ্চিম মেদিনীপুরে শিল্প গড়া হচ্ছে। ওখানে ইস্পাত কারখানা গড়ার জন্য জিন্দল গোষ্ঠী জায়গা পছন্দ করে গিয়েছে। তা ছাড়া প্রায় ৩০০০ একর জায়গা নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি করা হচ্ছে। আর বাঁকুড়াতেও তো ৩০০ একর জায়গা নিয়ে শিল্পতালুক গড়েছে রাজ্য সরকার। সেখানে শিল্প হচ্ছে। নিরুপমবাবু জানিয়েছেন, বিষ্ণুপুরের শিল্পতালুকে সমস্ত জমি বণ্টন করা হয়ে গিয়েছে। আরও জমি লাগবে। ওখানেও শিল্প স্থাপিত হচ্ছে।

Mamata assails move to acquire farmland for industrial use

Alleges "hidden" intentions to harm farmers' interests

Special Correspondent

KOLKATA: Ridiculing the assurance that the interests of farmers would be safeguarded in any move to set up new industries in the State, Trinamool Congress chief Mamata Banerjee said here on Wednesday that they were a part of a design to "hoodwink" people on the hidden intentions of the Communist Party of India (Marxist) to acquire agricultural land for industrial purposes and real-estate.

In what is being construed as an attempt to refurbish the party's image in rural West Bengal where it has suffered an erosion in support base Mamata Banerjee announced at a rally here that the Trinamool would launch a series of agitation across the State to "expose the CPI(M)'s design" to dispossess farmers of their land.

"It will be the farmers who will ensure that the Left Front is not returned to power in the next polls," she said.

Ever since the party's debacle in the last Lok Sabha elections in 2004 the Trinamool leadership has been looking for ways to revive the morale of its party workers. The party believes that the land transfer controversy can help it win the confidence of the rural voter.

On the pretext of industrialisation the CPI(M) was dispossessing farmers of their land. The Trinamool had chalked out a campaign against the move till next year's Assembly elections, party leaders said.

Ms. Banerjee's decision to address the rally from a jeep parked at the centre of a major intersection led to traffic being held up. A steady shower did not deter her. She was particularly critical of the proposal to invite the Indonesia-based Salim Group for setting up an economic zone and health city in the two districts of South and North 24 Parganas — projects which would require at least 5,000 acres of land.

UP IN ARMS: *Trinomool Congress chief Mamata Banerjee leading a protest a rally in Kolkata on Wednesday.* – PHOTO: SUSHANTA PATRONOBISH

শরিকদের বুদ্ধির নোট : ফ্রন্টের নীতি মেনেই জমি

অরুন্ধতী মুখার্জি

শিল্পের জন্যে কোথায় কোথায় জমি দেওয়া হবে তা বামফ্রন্টের নীতি অনুসরণ করেই দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বামফ্রন্টের শরিকদের একটি নোট দিয়ে এ কথা জানালেন। ওই নোটটি মুখ্যমন্ত্রী বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানকে দেন। তিনি সব শরিককে তা পাঠিয়ে দেন। শুক্রবার বামফ্রন্টের বৈঠকে শরিকরা বলেন, শিল্পের জন্য জমি দেওয়া নিয়ে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে রিপোর্ট চান। শিল্পের জন্য জমি যে দেওয়া হবে তা কোন কোন শিল্পের জন্য তা-ও জানতে চান শরিকরা। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এর জবাবে তাঁর নোটে কীভাবে জমি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এখনও পর্যন্ত কী প্রস্তাব এসেছে তা জানিয়েছেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, ১৯৯৪ সালে বামফ্রন্ট সরকার যে শিল্পনীতি ঘোষণা করে এখন তাকে ভিত্তি করেই এগোনো হচ্ছে। রাজ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিল্পায়ন। কৃষির সাফল্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে শিল্পায়ন করতে হবে। রাজ্যে সবজি, ফল, ফুলের চাষ, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীর স্বার্থ বজায় রাখা হবে। শুক্রবার সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস যাদবপুর স্টেডিয়ামে দলীয় কর্মীদের বলেন, শিল্পায়নের জন্য দোফসলি জমি নিলে পরিবারপিছু একজনকে চাকরি দেওয়া হবে। বুদ্ধদেব তাঁর নোটে বলেন, যেখানে কৃষকেরা উচ্ছেদ হবেন সেখানে জমির দাম ছাড়াও যথাসম্ভব কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। শিল্পের জমির জন্য উন্নতমানের উর্বর জমি থেকে দূরে থাকতে হবে। যতখানি সম্ভব উর্বর কৃষি জমি এড়িয়ে পতিত, অনুর্বর জমির ওপর যাতে শিল্প গড়ে ওঠে তার চেষ্টা করতে হবে। একান্ত প্রয়োজন না হলে দোফসলি বা তিনফসলি জমি ব্যবহার না করাই ভাল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর নোটে ২০ দফা প্রস্তাবের কথা জানিয়েছেন।

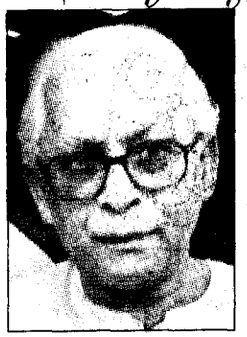

● রাজারহাটে উপনগরীতে আবাসন শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বহু সংস্থা এগিয়ে আসছে। এই এলাকাটি সম্পূর্ণ অনুর্বর। এখানে কৃষকদের স্বার্থ কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। পরিকল্পিত নগরায়নে জমি আরও ভালভাবে ব্যবহার করা যায়।

● পশ্চিম হাওড়া উপনগরীতে চাষযোগ্য জমি ছিল না। তবুও বসবাসকারীরা জমির মূল্য পেয়েছেন। উপনগরীর কাজ খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে।

● ডানকুনি উপনগরী মূলত শিল্পনগরী। উর্বর জমি বিশেষ ছিল না। বেশিরভাগই মূলত অকৃষি নিচু জমি। এখানে টেন্ডার হয়েছে।

● গড়িয়া-সোনারপুর-বারুইপুর এলাকাজুড়ে একটি উপনগরী হবে।

● কুলপিতে একটি ছোট নদী-বন্দর করার প্রস্তুতি চলছে।

● জিন্দালগোষ্ঠী গুপ্তমণি এলাকায় ৫০০০ একর জমি চায়। বড় শিল্প গড়ে উঠবে। পাশের রাজ্য থেকে খনিজ লোহা পাওয়ার ওপর এটি নির্ভর করছে।

● বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় ৩০০ একর জমি লোহা ও প্লাস্টিক শিল্পের জন্য কেনা হয়েছে। এই জমি চাষযোগ্য নয়। হাওড়ায় ফাউন্ড্রি এবং রবার পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। এখানে কৃষকদের সহযোগিতা পাওয়া গেছে।

● সিঙ্গাপুরের এসেন্ডার গোষ্ঠী রাজারহাটে তথ্যপ্রযুক্তির জন্য ২৫ একর জমি কিনেছে।

● সালেম গোষ্ঠী উলুবেড়িয়ায় ৬৫ একর জমি নিচ্ছে। উদ্দেশ্য, চীনের সঙ্গে সহযোগিতায় মোটরসাইকেল কারখানা গড়ে তোলা। এখানে চাষ হয় না। এটি অনুর্বর

এরপর ২ পাতায়

শরিকদের বুদ্ধর নোট

১ পাতার পর

জায়গা। এ রাজ্যে টু-হুইলারের খুব চাহিদা।

● পশ্চিম হাওড়ায় কোনা এক্সপ্রেসওয়ের উপকণ্ঠে লজিস্টিক হাব-এর জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

● একটি স্বাস্থ্যনগরীর রূপরেখা তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের একগুচ্ছ হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে।

● একটি শিক্ষানগরীও গড়ে তোলা হবে, যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ হবে।

● সালেম গোষ্ঠী একটি বিশাল মাপের আধুনিক শিল্পতালুক গড়ে তুলতে চায়। মূলত ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স, মেশিন টুলস এসব শিল্প। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তাদের জমি দিলে ভা[illegible] হয়।

● এপ্রিল পাইন [illegible] রাজ্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এরা পৃথিবীর বৃহত্তম কাগজ প্রস্তুতকারক কোম্পানি। এরা নদীর পাড়ে স্বল্প জমি চায়। একটি বন্ধ কারখানার জমি দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে।

● বাখরি গোষ্ঠী কোলমিক্সিংয়ের জন্য এ রাজ্যে আসতে চায়।

● একটি রবার প্রস্তুতকারক সংস্থা হলদিয়ায় টায়ার প্রস্তুত করার উৎসাহ দেখিয়েছে।

● সালেম গোষ্ঠী স্বাস্থ্যনগরী, শিক্ষা, শিল্পনগরী, বন্দর পর্যন্ত ৮৬ কিলোমিটারের একটি রাস্তা তারা নিজেদের অর্থ ব্যয়ে তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

● ইন্দোনেশিয়ার একটি দল হরিণঘাটা ঘুরে গেছে। তারা ডেয়ারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

● রাশিয়ানদের উরাল গোষ্ঠী হলদিয়াতে বিশাল ট্রাক প্রস্তুত করার কাজ শুরু করেছে। এ বছরের নভেম্বর মাস থেকে উৎপাদন শুরু করবে বলে আশা।

● আম্বানি গোষ্ঠী কল্যাণীতে আই টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গড়বে।

● হিন্দুজারা হলদিয়াতে অশোক লেল্যান্ড কোম্পানির বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সংযোগ স্থাপনকারী কারখানা তৈরি করতে চায়।

● টাটা গোষ্ঠী হলদিয়াতে কোক-ওভেন শিল্প [illegible] করেছে।

● উইপ্রো কোম্পানি তাদের আর একটি তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য রাজারহাটে ৫২ একর জমি চেয়েছে।

● রাজারহাটে ১০০ একর জমির ওপর আধুনিক পরিকাঠামো যুক্ত একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে।

এই নোট পেয়ে সি পি আই, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক দলের সম্পাদকমণ্ডলীতে আলোচনা করবে। প্রয়োজনে দলের অভ্যন্তরেও আলোচনা করা হবে। তারপর তার মূল কথা তাঁরা বামফ্রন্টের বৈঠকে জানাবেন। এদিকে সি পি এমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত একটি প্রবন্ধে লিখেছেন : শিল্প, নগরায়ন এ সবের জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। তবে চাহিদা মেটানোর জন্য পতিত জমি, চাষের অযোগ্য জমি মূল উৎস হিসেবে গণ্য করা হবে। তিনি লিখেছেন : কৃষি জমি ব্যাপকমাত্রায় শিল্প এবং অ-কৃষিকাজের জন্য দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। আরও বলা হচ্ছে আইন পরিবর্তনের ব্যাপারে নাকি সি পি এমের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। প্রকাশ কারাতের মতে, এ সব বিকৃত খবর। জমি নেওয়ার ক্ষেত্রে দেখতে হবে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের [illegible] বৃদ্ধি পায়, প্রযুক্তিগত উন্নতি হয়, কর্মসংস্থান বাড়ে, রাজ্যের উন্নতি হয়। প্রকাশ কারাত লিখেছেন, বেশ কয়েকটি জায়গায় গণমাধ্যম বিকৃতভাবে এটা দেখানোর চেষ্টা করছে যে, 'সংস্কারবাদী' মুখ্যমন্ত্রী বিরাট পরিমাণে উর্বর চাষের জমি শিল্পগোষ্ঠীর হাতে তুলে দিতে আগ্রহী। মোটের ওপর প্রকাশ কারাতের লেখা থেকে এটা পরিষ্কার যে বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পায়ন, জমি নেওয়া এ সবের সঙ্গে দলের সর্বোচ্চ স্তরের কোনও ফারাক নেই।

প্রশাসনিক গলদে ভেস্তে গেল শুনানি

স্টাফ রিপোর্টার: দু'টো জলের বোতলেই ভেস্তে গেল 'গণ-শুনানি'। নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস নিয়ে বৃহস্পতিবার ওই শুনানি ছিল মহাজাতি সদনে।

শিলিগুড়ি, দুর্গাপুরে তবু কয়েক জনের আপত্তি শুনেছিলেন পুনর্বিন্যাস কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি কুলদীপ সিংহ এবং তাঁর সহযোগীরা। কিন্তু এ দিন মহাজাতি সদনে এক জনেরও শুনানি হল না। এ দিন ওখানে কলকাতা, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদের শুনানি ছিল। শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে 'শুনানি বন্ধ' বলে জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন কমিশনের চেয়ারম্যান। কারণ, শুনানির কাজ শুরু হওয়ার আগেই পুলিশের ঘেরাটোপ ভেদ করে দু'টো জলের বোতল এসে পড়ে মঞ্চে। আর তাতেই বিরক্ত চেয়ারম্যান বলেন, "সভা বন্ধ। সভা বন্ধ করে দিলাম। ধন্যবাদ।"

বলেই নির্বাচনী কমিশনার এন গোপালস্বামী, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অজয় সিংহকে নিয়ে হনহন করে মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে যান পুনর্বিন্যাস কমিশনের চেয়ারম্যান।

প্রশ্ন উঠেছে, মহাজাতি সদনে এত লোকের ভিড়ে শুনানির ব্যবস্থা কেন করা হল? পুনর্বিন্যাস কমিশনের হয়ে গোটা বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করেছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অজয় সিংহ। তাঁরাই শুনানির জন্য মহাজাতি সদনকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল, কলকাতার শুনানিতে তেমন ভিড় হবে না। শুনানি-সভা আয়োজনের ভার তাঁরা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অধীন তথ্য দফতরকে। কিন্তু তাদের কাজে তিনি যে বেশ বিরক্ত, কুলদীপ সিংহের হাবেভাবে তা স্পষ্ট। মঞ্চের ভিতরে গিজ গিজ করা পুলিশের ভিড়ে চেয়ারম্যান ও তাঁর সহযোগী অফিসারদের কে কোথায় বসবেন, তারও ঠিক করা ছিল না।

এমনকী মঞ্চে চেয়ারও কম ছিল। চেয়ারম্যান মঞ্চে ঢোকার পরে এক সরকারি কর্মীকে চেয়ার বয়ে আনতে দেখা যায়। তার মধ্যে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিদের তুমুল হইহট্টগোলে চেয়ারম্যান বেশ বিরক্ত হয়েইছিলেন। দু'টো জলের বোতল মঞ্চে পড়ার পরে দেখা যায়, কিছু বলছেন নির্বাচন কমিশনার গোপালস্বামীকে চেয়ারম্যান। পরিস্থিতি সামলাতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার তখন সকলকে শান্ত হওয়ার জন্য মাইকে ঘোষণা করছিলেন। চেয়ারম্যান তাঁর কাছ থেকে মাইক টেনে নিয়ে 'সভা বন্ধ' বলে উঠে পড়েন।

কলকাতার জনবহুল এলাকায় মহাজাতি সদনে হাজার হাজার লোককে ডেকে এনে গণ-শুনানি করার সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না বলে এখন মনে করছে রাজ্য সরকার। যদিও শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুরে গোলমালের পরে মহাজাতি সদনে গণ-শুনানি নিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও আপত্তি তোলা হয়নি। কলকাতা পুলিশও জানত না, কত লোককে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব মহাকরণে বলেন, "এত লোকের শুনানির জন্য মহাজাতি সদন হলটি বাছা ঠিক হয়নি। কে ওই হলটি ঠিক করেছেন? আমাকে কেউ জানাননি। কলকাতায় এত লোককে ডাকা হলে ট্রাফিক নিয়ে সমস্যা হবেই। পুলিশকে রাস্তা বন্ধ করতেই হবে। গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া ছাড়া পুলিশের পথ ছিল না।" কমিশন শুনানি বন্ধ করে দেওয়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়ে গেল কলকাতা। এই কথা শুনে তিনি বলেন, কমিশনে তো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ছিলেন।

কমিশন থেকে জানানো হয়, মহাজাতি সদনে ১৩০০ লোকের বসার জায়গা আছে। কারা ভিতরে ঢুকতে পারবেন, কারা পারবেন না, তার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, আগে এলে আগে ঢোকা যাবে— এই ভিত্তিতে ১৩০০ জন ঢুকেছেন। যাঁরা শুনানিতে আসার জন্য আবেদন করেছিলেন, তাঁদের রসিদ দেওয়া হয়েছিল। সব মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে ১২-১৪ হাজার রসিদ। এর মধ্যে কলকাতাতেই ১৮০০। তার বাইরে থাকা লোকজনও হিসাবমতো বৈধ।

কেন তিনি সভা বন্ধ করলেন, এই প্রশ্নের কোনও জবাবই দেননি চেয়ারম্যান। সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব এ দিনের গোলমালের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করেছেন। কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দলের নাম না-করে কমিশনের সচিব সাঙ্গারা রাম লিখিত বিবৃতিতে জানান, 'সুনির্দিষ্ট কোনও প্রস্তাব না-দিয়ে শুনানি বন্ধ করাই ছিল ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে-হেতু এই পরিস্থিতিতে সুশৃঙ্খল ভাবে শুনানি চালানো সম্ভব ছিল না, তাই চেয়ারম্যান বাধ্য হয়েই সভা বন্ধ করে দেন। এই দুঃখজনক পরিণতিতে শুনানি কেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে যে-ভাবে মানুষকে অসুবিধায়

এর পর দশের পাতায়

● **বিধানসভার ভোটে পুনর্বিন্যাস বলবৎ হবে কি না অনিশ্চিত.... পৃঃ ৮**

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কারের প্রশংসায় রাষ্ট্রপুঞ্জ

পার্থসারথি সেনগুপ্ত ● নয়াদিল্লি

১০ সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাষ্ট্রপুঞ্জ।

মানব-উন্নয়নের নিরিখে অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সারা বিশ্বে 'রোল মডেল' হিসাবে বিবেচিত হতে পারে বলেই অভিমত রাষ্ট্রপুঞ্জের। 'অপারেশন বর্গা'র সাফল্যে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রেরা যে বেশ কিছুটা উপকৃত হয়েছেন, তা জানিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। এই ব্যাপারে চিন, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ কোরিয়ার কৃষি সংস্কারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কারের তুলনা করা হয়েছে। সদ্য প্রকাশিত 'মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৫'-এ পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জ এই গুণগান করেছে।

তবে অবিমিশ্র প্রশংসা অবশ্য রাজ্যের কপালে জোটেনি। কারণ, রিপোর্টের অন্যত্র রাষ্ট্রপুঞ্জ জানিয়েছে যে, গ্রামাঞ্চলে চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করতে হয়, এমন রাজ্যের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান উঁচুতেই রয়েছে। চরম দারিদ্রে ভোগা রাজ্যের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের আগে যে রয়েছে বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ। পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কারের ফলে বিরাট সংখ্যক কৃষকের হাতে জমি এসেছে। এর ফলে, গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন ঘটলেও, রাজ্যের যে সমস্ত এলাকার জমি ও প্রকৃতি কৃষির প্রতিকূল, সমস্যা হয়েছে সেখানেই। সেই সব এলাকায় বিকল্প রোজগারের পথ খুবই সীমিত। ফলে, ভূমি সংস্কারের উপযুক্ত সুফল পাননি অনেকেই। আছে অন্য সমস্যাও। ফলে, বেশ কয়েকটি জায়গাতেই মানুষকে চরম দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। আমলাশোল তারই প্রতিফলন। আমলাশোলের ছায়া যে এখনও ঢেকে রেখেছে পশ্চিমবঙ্গকে, সেই ইঙ্গিতই মিলেছে রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্টে।

তবে এই অন্ধকারের মাঝেও সম্পদের উৎসের বণ্টন ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ যে সামাজিক ন্যায়বিচারের নজির রেখেছে, তার নিদর্শন মিলেছে এই রিপোর্টেই। তাতে বলা হয়েছে, "আর্থিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরি। যেমন, কৃষিক্ষেত্রে বিত্তের সমতা আনার ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভূমি সংস্কারের ফলে উৎপাদনের হারও বাড়তে দেখা যায়। কৃষি সম্পদের পুর্নবণ্টন যে দারিদ্র কমিয়েছে, তারও নজির রয়েছে। বস্তুত, তা ঘটতে দেখা গিয়েছে চিন, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভিয়েতনামের মতো দেশগুলিতে।"

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তো বটেই, সিপিএম নেতৃত্ব খুশি হবেন রাষ্ট্রপুঞ্জের শংসাপত্রের শব্দচয়নেও। রিপোর্ট অনুযায়ী, "পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে উৎপাদন ও রোজগার দুই-ই বেড়েছে বর্গা সংস্কারের দরুণ। পাশাপাশি, দরিদ্র কৃষকদের জমির উপর অধিকারের স্বীকৃতিও অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।"

পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কারের সাফল্যের ইতিবৃত্তের সঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জ কৃষিতে পাকিস্তানের বিবর্ণ ছবিটির তুলনা করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, "এই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে পার্থক্য বড়ই প্রকট।" এই প্রসঙ্গে খাস পাকিস্তানের জাতীয় মানব উন্নয়ন রিপোর্ট থেকেই প্রয়োজনীয় তথ্য পরিসংখ্যান পেশ করেছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। পাকিস্তানের রিপোর্ট অনুযায়ী, সে দেশে দরিদ্রতম বর্গা চাষিরা তাদের মোট উৎপাদনের ২৮ শতাংশই জমিদার-জোতদারদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। অথচ, অন্য ধরনের ভাগচাষীরা দেয় ৮ শতাংশ। উৎপাদিত শস্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ তো বটেই, বর্গা চাষিরা নগদে অর্থও দিতে বাধ্য হয় জমিদার-জোতদারদের।

রাষ্ট্রপুঞ্জের বক্তব্য, পাকিস্তানে জমিদার-জোতদারেরা বর্গাদারদের কাছ থেকে যা 'আদায়' করে, তার আইনি বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু, গরিব চাষিদের আইন-আদালতের শরণাপন্ন হওয়ারও উপায় নেই। কারণ, মামলা চালানোর খরচ, গড়পড়তা বর্গাদারের বার্ষিক রোজগারের বহু গুণ!

ডিলিমিটেশন: এ রাজ্যে আর শুনানি হচ্ছে না, অন্য রাজ্যে পদ্ধতি বদল?

গোপালস্বামী বললেন, তৃণমূলকে এক সাংসদের দল তো আমরা বানাইনি!

দেবারুণ রায় ও ভোলানাথ ঘড়ই ● দিল্লি ও কলকাতা

১০ সেপ্টেম্বর— ডিলিমিটেশন কমিটির জনশুনানি হয়ে গেছে পাঁচ রাজ্যে। গণ্ডগোল হয়েছে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই। তবু, এই তিনদিনের তাণ্ডবের পরিপ্রেক্ষিতেই ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে, এরপর যেসব রাজ্যে যাওয়া হবে, প্রক্রিয়ায় বা ব্যবস্থায় কিছু বদল করা উচিত কিনা। পশ্চিমবঙ্গে যা হয়েছে, তাতে উৎসাহিত হয়ে বিহার ও উত্তরপ্রদেশেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে কোনও কোনও দল, এই আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

এজন্যই জনশুনানিতে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনার কথা ভাবছে কমিশন। বিশেষ করে বিহার, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলোর কথা ভেবে এ ব্যাপারে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াও শুরু করেছেন কমিশনের সদস্যরা। ডিলিমিটেশন কমিশনের সদস্য, নির্বাচন কমিশনার গোপাল স্বামী আজকালকে সরাসরি জানিয়েছেন, যদি কিছু লোক জনশুনানি ভণ্ডুল করবেন বলে ঠিক করে নেন, তা হলে বলে-বুঝিয়ে লাভ নেই। তাই আমরা আইনজ্ঞের পরামর্শ নিচ্ছি। প্রয়োজনে আদালতেও যাব। কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি কুলদীপ সিং বৃহস্পতিবার বিকেলে কলকাতা থেকে চণ্ডীগড়ে নিজের বাড়িতে ফিরে যান। কথা ছিল কিছুদিন বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে দিল্লি যাবেন বুধবার। কিন্তু এ রাজ্যে জনশুনানির তিক্ত অভিজ্ঞতায় তিনি এতটাই উদ্বিগ্ন যে, কলকাতা থেকেই টেলিফোনে কথা বলেন দিল্লি অফিসে। বলেন বুধবার নয়, সোমবারই অফিসে গিয়ে কাজ শুরু করবেন। ডিলিমিটেশন কমিশনের অ্যাসোসিয়েট সদস্য, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কথাটা 'পাবলিক হিয়ারিং' নয়, 'পাবলিক সিটিং'। হিয়ারিং আর সিটিংয়ের মধ্যে অনেক তফাত। নির্বাচন কমিশনার গোপাল স্বামী জানান, জনশুনানি আর জনগণের সঙ্গে বসা, দুটোর আইনগত ব্যাখ্যা চেয়েছি আইনজ্ঞের কাছে। আমরা জানতে চেয়েছি পাবলিক সিটিংয়ের আইনি বৈধতার ব্যাখ্যাও। পরবর্তী শুনানির জন্য আগাম ব্যবস্থা নিতেই এটা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। অন্য দিকে এ কথা প্রায় নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে আর জনশুনানি হবে না। যেসব ক্ষেত্রে আপত্তি উঠেছে, সবই খতিয়ে দেখা হবে। ইচ্ছে করলে কমিটির চেয়ারম্যান কুলদীপ সিংয়ের কাছে বক্তব্য লিখে পাঠানোও যাবে। কিন্তু আর শুনানি নয়। তিনদিনের ঘটনার ভিডিও টেপ সংগ্রহ করা হচ্ছে। সম্ভবত পাঠানো হবে নির্বাচন কমিশনের কাছেও।

দিল্লিতে ফিরে কুলদীপ সিং কী করবেন, বোঝা যাবে আগামী সপ্তাহে। ৬ অক্টোবর কমিটির বৈঠকের আগেই সম্ভবত এ কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে যে, পশ্চিমবঙ্গে শুনানি 'শেষ'। বক্তব্য পেশ করার জন্য যে হাজার হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছিল, জানা গেছে, তার অধিকাংশই ভুয়ো।

এরপর ৫ পাতায়

বৃহস্পতিবার শুনানি ভণ্ডুলের পর মহাজাতি সদন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন কুলদীপ সিং।

১ পাতার পর

একই হাতের লেখা অসংখ্য আবেদনপত্র, স্বাক্ষরেও একই হাতের লেখা নানাভাবে। হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য জানার পর কী বলেন ডিলিমিটেশন কমিটির চেয়ারম্যান, সে বিষয়েও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। শনিবার গোপাল স্বামী আজকালকে জানান, তিনটি শুনানিতেই আমি ছিলাম। সব দেখেছি। আমার মনে হয়েছে, মমতা ব্যানার্জিদের সমস্যা দুটি। প্রথমত, ডিলিমিটেশন কমিশনে তাঁদের প্রতিনিধি নেই। তা আমরা কী করব? একজন সাংসদের দল তো আমরা বানাইনি। কমিশন, সরকার, লোকসভা বা স্পিকার— এ ব্যাপারে কারও কিছু করার নেই। তিনি বলেন, মমতা তো ২০০৪ সালে সদস্য ছিলেন, তাঁর তো জানার কথা। পাশাপাশি তিনি বলেন, মুখ্যসচিব বা সরকারের সঙ্গে কথা বলিনি, কারণ তাঁদের কিছু করণীয় ছিল না। শুনানি বানচাল করতেও আসেননি তাঁরা। শিলিগুড়িতে কুলদীপ সিং মমতাকে একান্তে সব কথা বুঝিয়েছেন। তবু গোলমাল করলেন। ওঁরা দাবি তুললেন ১০ হাজার মানুষের কথা শুনতে হবে। হাস্যকর দাবি। গোপাল স্বামী জানান, ওঁদের দ্বিতীয় সমস্যা হল জনসংখ্যা। আচ্ছা, কমিশন কি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করবে? জনগণনাও আমরা করিনি। জনগণনার রিপোর্টের ওপর কাজ করছি। এতে আমরা কী করতে পারি। এই দুটি ব্যাপারে কমিশনের কোনও দায়দায়িত্ব নেই। ওঁরা ভুল জায়গায় দাবি জানালেন, বিক্ষোভ করলেন।

শিলিগুড়িতে জনশুনানির প্রথম দিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন চেয়ারম্যান। তখনই ওষুধ খেতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন, এমন অপমানজনক অবস্থায় কখনও পড়েননি। সৌগত রায়ের প্রশংসা করে বলেন, 'চমৎকার বলেছেন। ওঁর তো বড় আইনজীবী হওয়া উচিত ছিল।' তৃণমূলেরই এক আইনজীবীর মন্তব্যে ও আচরণে কুলদীপ স্পষ্টতই ব্যথিত। বলেছেন, এমন আচরণ কোনও জনপ্রতিনিধির কাছে আশা করা যায় না। অনেক বাঙালি তাঁর বন্ধু, বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা নিবিড়। এক তিনদিনের অভিজ্ঞতায় সেই শ্রদ্ধা চলে যাবে না, ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন চেয়ারম্যান বিচারপতি কুলদীপ সিং অন্য কয়েকটি রাজ্যেও গোলমালের আশঙ্কা করছেন। এজন্যই কমিশন আইনজ্ঞের পরামর্শ নিতে চাইছে। কমিশন মনে করছে, জনশুনানি তো আর বন্ধ করা যায় না। তাই আইন মেনে সাংবিধানিক উপায়েই বিধিনিষেধ জারি করার কথা ভাবছে। প্রয়োজনে আবেদনপত্র শুনানির আগেই ঝাড়াই-বাছাই করা যায় কি না, তা নিয়েও চিন্তাভাবনা শুরু করেছে তারা।

STATE, KMC FILE AFFIDAVIT ON FEVER FIGURE

Dengue toll 16

Our Legal Correspondent

KOLKATA, Sept. 9. — An affidavit filed by the West Bengal Government in Calcutta High Court today stated that 16 people have died of dengue fever and 1,252 affected by it in the State.

The 61-page affidavit gave details of the measures taken by the authorities to combat the disease.

The KMC also filed a 27-page affidavit specifying the preventive and curative measures it had taken to fight dengue in the city.

The Division Bench of the Chief Justice, Mr VS Sirpurkar and Mr Justice Asok Ganguly observed that the KMC should take the help of private practitioners for diagnosing and treating patients. KMC dispensaries should be kept open till 10 p.m.

The state government should issue directions to all district headquarters and make medical facilities available to the people even beyond the regular hours.

Mr Idris Ali and Mrs Sreemoyee Mitra who appeared for the petitioners stated that the disease has assumed epidemic form because of the authorities' failure to take timely action to control it.

The government pleader, Mr Rabilal Maitra and Mr Debabrata Roy appeared for the state.

Mayor begs to differ...

KOLKATA, Sept. 9. — Confusion over the actual number of dengue patients in the KMC area continues. While the mayor today said 674 people in the KMC area were suffering from the disease, health authorities informed that 870 people were afflicted. The dengue toll reached 17 after Snigdha Bhattacharya (23) from Baguihati, North 24-Parganas died yesterday. According to the state health department, the total number of afflicted has gone up to 1,380. The three-member vector management specialist team from the Indian Council of Medical Research, Pune reached the city today. The state health authorities listed the existing vector control facilities. Health authorities reported that that they would visit a few areas where currently vector control measures were being employed. Meanwhile, the SUCI staged a demonstration in front of the VVIP gate of the KMC, alleging that the civic body had neglected to counter the lethal disease effectively. They also demanded compensation for the families of victims. — SNS

NO FARM LAND FOR SALIM GROUP

Allies force Buddha U-turn

Statesman News Service

KOLKATA, Sept. 9. — Buckling under pressure from the smaller parties in the Left Front, Mr Buddhadeb Bhattacharjee took a 180 degree turn today. At the first meeting of the Front after his return from Indonesia, the chief minister declared that land for the Salim Group's knowledge city and health city would be allotted at Rajarhat and not in the agrarian belts of North and South 24-Parganas.

He also agreed to attend all "important meetings" of the Left Front and keep the partners informed of government plans.

Mr Bhattacharjee assured RSP, CPI and Forward Bloc leaders that except for a proposed two-wheeler factory to be set on fallow land at Uluberia, he had not signed any other agreement with the Salim group. The rest, he said, were all MoUs and nothing had been finalised in regard to allotment of land and the nature of the project.

After his so-called dream run in Singapore and Indonesia, it was more of a walk on thin ice for Mr Bhattacharjee at the Alimuddin Street meeting which ended at 1.30 p.m. Mr Jyoti Basu was among those present.

In a bid to project the Front as "one", LF chairman and CPI-M Politburo member Mr Biman Bose said: "There was no disagreement among members. There was no discussion on the Salim Group and there was no debate on distribution of agricultural land for industry. We felt that the Front members should meet more frequently so that there is no communication gap. We unanimously decided that the stress will be on both agriculture and industry".

Though Mr Bose claimed that he did not hear any discordant noises in the meeting, a participant told The Statesman that the smaller parties made it clear that they would not accept "conversion" of agricultural land.

Mr Bose added that land-mapping had already started and that a road connecting Kukrahati with Barasat would be constructed as part of the North-South corridor project taken up during the tenure of Mr Jyoti Basu.

... And what Biswas said

KOLKATA, Sept. 9. — Barely hours after the Left Front meeting, CPI-M state secretary Mr Anil Biswas announced at a general body meeting of the party's South 24-Pragans unit that farmers might have to sacrifice multi-crop producing agricultural land for industries to come up. The meeting was held at the Jadavpur stadium this evening and Mr Jyoti Basu was present. Mr Biswas said that one member from a family losing a multi-crop agricultural land would be given a permanent job by the government. Those losing households would be provided with an alternative household elsewhere. He said Mr Buddhadeb Bhattacharjee was only following the industrial policy initiated by Mr Jyoti Basu. — SNS

দুর্গাপুরে পণ্ড শুনানি, লাঠি, গ্যাস, ভাঙচুর

স্টাফ রিপোর্টার, দুর্গাপুর ও কলকাতা: তৃণমূল সমর্থকদের তাণ্ডবে শিলিগুড়ির পরে দুর্গাপুরেও ভন্ডুল হয়ে গেল পুনর্বিন্যাস কমিশনের শুনানি। তিন ঘণ্টার শুনানি দেড় ঘণ্টাও গড়ায়নি। সেই দেড় ঘণ্টা জুড়েও রইল কমিশনের সদস্যদের দিকে জলের বোতল ছোড়া, প্রেক্ষাগৃহের বাইরে তৃণমূল-সমর্থকদের জাতীয় সড়ক অবরোধ, পুলিশের লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাস।

শুরু থেকেই উত্তেজনা ছিল। ছিল তুমুল হট্টগোল। বুধবার ঠিক বেলা সাড়ে ১১টায় মঞ্চে বসা কমিশনের সদস্যদের দিকে উড়ে গেল জলের খোলা বোতল, বিধায়ক সোনালি গুহ চড়াও হলেন এক মহিলা পুলিশের উপরে। বাইরে তখন লাঠি চালিয়ে, কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে উত্তেজিত ও মারমুখী তৃণমূল-সমর্থকদের ছত্রভঙ্গ করছে পুলিশ। বেগতিক দেখে কমিশনের চেয়ারম্যান কুলদীপ সিংহ ঘোষণা করে দিলেন, "শুনানি বন্ধ করে দেওয়া হল!"

শিলিগুড়ি থেকে দুর্গাপুর এবং আজ, বৃহস্পতিবার কলকাতা— তৃণমূলের অন্দরের খবর, কোনও জায়গাতেই শুনানি শেষ করতে দেওয়া হবে না। দলের নেতাদের একাংশ জানাচ্ছেন, নির্বাচনী কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসে বিরোধীরাই সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। সেই আশঙ্কাতেই রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপাচ্ছে প্রতিটি শুনানিতে। এ দিনও শুনানির শুরু থেকেই তৃণমূল অভিযোগ তোলে, ঘটনাস্থলে হাজির সব সমর্থককে শুনানিতে অংশ নিতে দিতে হবে।

শুনানিতে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি— তৃণমূলের এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার দুর্গাপুর অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পুলিশের উপরে ইটপাথর ছোড়া হয়। ডি আই জি (বর্ধমান) নন্দকুমার বিশ্বাস জানান, উত্তেজিত তৃণমূল-সমর্থকদের হটাতে পুলিশ লাঠি চালিয়েছে, আট রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে হয়েছে। পুলিশ ১৮ জন তৃণমূল-সমর্থককে গ্রেফতার করে।

শুনানির প্রথম থেকে এ দিন তৃণমূলের দাবি ছিল, প্রেক্ষাগৃহের বাইরে অপেক্ষমাণ সব সমর্থককে ভিতরে ঢুকতে দিতে হবে এবং তাঁদের কথা শুনতে হবে। এই দাবিও জানানো হয় যে, প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে থাকা প্রায় দেড় হাজার লোকের সকলের হাতে মাইক্রোফোন দিতে হবে। সরাসরি 'চেয়ারম্যানের মাইক্রোফোনটা কেড়ে নিন না' মার্কা মন্তব্যও ছিল। প্রেক্ষাগৃহ ভর্তি হয়ে যাওয়ার পরেও বাইরের সব লোককে ভিতরে ঢুকতে দেওয়ার দাবি থেকে সরে আসেনি তৃণমূল। ক্রমাগত চলতে থাকে চিৎকার, চেঁচামেচি, হট্টগোল। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে প্রেক্ষাগৃহ চত্বরে না-গেলেও তৃণমূল বিধায়ক এবং নেতারা পদে পদে শুনানিতে বাধা দিয়ে তাঁদের মনোভাব পরিষ্কার করে দেন।

সাড়ে ১০টা থেকে প্রেক্ষাগৃহের বাইরে-ভিতরে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। মাঝে এক বার নাটকীয় ভাবে অশীতিপর বৃদ্ধ মেদিনীপুরের গোপীনাথ চন্দ্র নামে এক জনকে মঞ্চে বসিয়ে তৃণমূল জানায়, ওই 'স্বাধীনতা-সংগ্রামী' পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করবেন। জেলাশাসক-সহ অন্য অফিসারেরা তাঁকে উঠতে অনুরোধ করতেই মঞ্চের দিকে রে রে করে তেড়ে যান তৃণমূলের পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সীরা। বেলা সওয়া ১১টা নাগাদ বাইরে পুলিশের উপরে ইটপাথর পড়তেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ভিতরে আসবাব ভাঙচুর হয়। বাইরে তখন পুলিশের লাঠি, কাঁদানে গ্যাস চলছে। মিনিট পনেরোর জন্য জাতীয় সড়ক অবরোধ শুরু করে তৃণমূল। পুলিশ এসে শেষ পর্যন্ত অবরোধ তুলে দেয়।

কমিশন সমস্ত ঘটনার জন্য তৃণমূলকেই দায়ী করেছে। তৃণমূলের নাম উল্লেখ না-করে কমিশন ঘটনার কড়া নিন্দা করে বলেছে, "সংগঠিত ভাবে কমিশনের জনশুনানি বানচাল করার পরিকল্পনা করে এসেছিল একটি রাজনৈতিক দল। ওই দলের নেতা এবং সমর্থকেরা শুনানি বানচাল করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। জলের বোতল ছোড়া হয়। মঞ্চে এক পুলিশকর্মীর উপরে চড়াও হন এক মহিলা নেত্রী।"

দুর্গাপুরের শুনানি ভন্ডুল হয়ে যাওয়ায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেছেন, "তৃণমূল আগেই ভেবেছিল শুনানি ভন্ডুল করে দেবে। তা-ই দিয়েছে। এটাই ওদের রাজনৈতিক চরিত্র। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ওদের আস্থা নেই। একমাত্র লক্ষ্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। নেত্রী ঘোষণা করেছেন, ওরা নাকি সরকার গঠন করবেন! যাঁরা ৭৩ বছরের বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে জুতো ছুড়ে মারেন, তাঁরা সরকার গঠন করে তো রাজ্যের নিরীহ জনগণকে জুতো ছুড়বেন!" অনিলবাবু বলেন, কর্মীদের উপরে নির্দেশ ছিল, তৃণমূল যা-ই করুক, নীরব দর্শক হিসাবে তা দেখা। কমিশন নাম

এর পর সাতের পাতায়

দুর্গাপুরেও পণ্ড শুনানি

প্রথম পাতার পর

ডাকলে মঞ্চে যাওয়া। সেই নির্দেশ তাঁরা পালন করছেন। দুর্গাপুরে তৃণমূল-সমর্থকেরা ছিলেন মাত্র সাত-আটশো। আমাদের কর্মী ছিল ৭-৮ হাজার। কিন্তু তারা ধৈর্য হারিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেনি।"

শুনানিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য এ বার কমিশনকেই দায়ী করেছে কংগ্রেস এবং রাজ্য বি জে পি। কমিশনের 'পদ্ধতিগত ভুল'-এর জন্যই এমন হচ্ছে বলে তাঁদের অভিমত। শুনানি পুরোপুরি মুলতুবি রাখার জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি কুলদীপ সিংহের কাছে এ দিনও আবেদন জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা ও কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। শুনানি নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে ১৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে কমিশনের বৈঠকে আলোচনা করার জন্যে চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। রাজ্য বি জে পি-র সাধারণ সম্পাদক রাহুল সিংহ বলেন, "কমিশন বলেছিল, জনগণের আপত্তি শোনা হবে। কিন্তু মাত্র এক জায়গায় তিন ঘণ্টার মধ্যে তা সম্ভব নয়। তাই পুলিশ দিয়ে মানুষকে আটকানোর চেষ্টা করে তাঁরা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করছেন।"

এ দিন শুনানি বন্ধ করতে বাধ্য হন কমিশনের চেয়ারম্যান। তৃণমূল-সমর্থকদের চিৎকার আর প্রতিবাদের মাঝে শুনানি ভাল করে শুরুই হতে পারেনি। বিধায়ক সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বলতে থাকেন, "বাইরে যত মানুষ এসেছেন, তাঁদের আলোচনায় ডাকতে হবে।" তুমুল হল্লায় অন্য দলের কথা ঢাকা পড়ে যায়। কুলদীপ সিংহ সভা চালানোর দায়িত্ব দেন দুই কমিশনার এন গোপালস্বামী এবং অজয় সিংহের উপরে। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়ের কথায়, "যাঁদের আমন্ত্রণ করেছে, তাঁদের কথা তো শুনতেই হবে!" মমতা পরে পলাশডিহার সভায় দাবি করেন, "প্রতিটি জেলায় আলাদা ভাবে শুনানি করতে হবে।"

ANANDABAZAR PATRIKA

Hearing put off after violence

Clockwise from the top: A freedom-fighter from Midnapore (East) on a hunger strike on the dais, cops fire tear-gas shells at the mob, a Trinamul supporter being dragged by the policemen, Miss Mamata Banerjee calls for total non-cooperation to the delimitation hearing in Durgapur on Wednesday.
— The Statesman

Statesman News Service

DURGAPUR, Sept 7. — Large-scale violence by Trinamul Congress supporters led to the postponement of the Delimitation Commission hearing for seven south Bengal districts here today. The police resorted to a lathi-charge and fired tear-gas shells to disperse the mob. Eighteen partymen were arrested in two phases. The crowd managed to snatch away an arrested MLA from police custody.

The party MLAs present inside the auditorium abused the commission members and attacked the officials. Trouble started when Trinamul MLAs demanded that thousands of their supporters be allowed to participate in the hearing. The hearing for seven South Bengal districts — Burdwan, Birbhum,Purulia, Bankura, Hooghly, Midnapore (East & West) — was scheduled at Srijoni hall.

The chairman of the Delimitation Commission, Mr Kuldip Singh, postponed the hearing finally around 11.45 a.m. in view of the chaotic scenes. The secretary of the commission, Mr Shangara Ram, stated, "members of the commission and some of the officials were abused and threatened, there were scuffles among the different sections of the public, a lady police officer was assaulted by a lady leader of a political party, the public address system was damaged and water bottles were thrown at the dais.' Addressing a rally, Miss Mamata Banerjee threatened to teach a lesson to the commission and the CPI-M at the hearing in Kolkata tomorrow.

কলকাতাতেও আজ শুনানিতে হাঙ্গামার ভয়

স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা ও দুর্গাপুর: শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুরের পরে আজ, বৃহস্পতিবার কলকাতায় নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস নিয়ে শুনানি হবে। কিন্তু এখানেও শুনানি কেন্দ্রে বড় বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোলের আশঙ্কা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আজ যাতে শান্ত ভাবে শুনানির কাজ সম্পন্ন হয়, সেই জন্য সব রাজনৈতিক দল ও নেতানেত্রীদের কাছে আবেদন জানিয়েছে সীমানা পুনর্বিন্যাস কমিশন। নেওয়া হয়েছে ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থাও।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় পরিষ্কার, বুধবার সকাল থেকেই ওই দলের হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক জড়ো হবেন শুনানি কেন্দ্র মহাজাতি সদনের কাছে। মমতা এ দিন দুর্গাপুরে বলেন, "যত জন আপত্তি জানাবেন, তাঁদের সবাইকে বলতে দিতে হবে। দুর্গাপুরে সাতটি জেলার মোট ২২ হাজার আবেদনকারী আপত্তি জানিয়েছিলেন। কলকাতায় আবেদনকারীর সংখ্যা তার থেকে বেশি। তাঁদের সবাইকে বলতে না-দিলে আমরা কমিশনের এই শুনানি মানব না।" তৃণমূল নেত্রী জানিয়েছেন, দুর্গাপুরে ২০ জন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। কলকাতায় ৩৫ জন বিধায়ক উপস্থিত থাকবেন। দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত তৃণমূল সাংসদ হিসাবে মমতাও শুনানি কেন্দ্রে যেতে পারেন। তিনি বলেন, "কলকাতায় তৃণমূল তার পূর্ণশক্তি দেখাবে।"

হাজার হাজার সি পি এম-কর্মীও যে মহাজাতি সদনের দিকে যাবেন, দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের কথায় তা পরিষ্কার। তিনি বলেন, "দুর্গাপুরে আমাদের দলের ৭-৮ হাজার কর্মী ছিলেন। এখানেও জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি বহু কর্মী যাবেন। কিন্তু তাঁরা আধ কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। কোনও প্ররোচনায় পা দিয়ে তৃণমূলকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে যাবেন না।"

অনিলবাবু জানান, দলের পক্ষ থেকে কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা-ই ঘটুক, তাঁরা যেন ধৈর্য না-হারান। একটা পিনও ছুড়তে পারবেন না। তাঁর আশঙ্কা, দুর্গাপুরের মতো কলকাতাতেও শুনানি ভন্ডুল করার চেষ্টা করবে তৃণমূল।

সি পি এম এবং তৃণমূলের কর্মীদের এই মুখোমুখি হওয়ার ঘটনায় পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেবে, তার ঠিক নেই। প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের আশঙ্কা, শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুরে নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস নিয়ে কমিশনের শুনানিতে গণ্ডগোলের পরে কলকাতাতেও ব্যাপক হাঙ্গামা হতে পারে। তাই অবিলম্বে শুনানি পিছিয়ে দিয়ে জেলা-ভিত্তিক শুনানির দাবি জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচর্য।

এই ভাবে এক দিনে শুনানি সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করে বি জে পি-র রাজ্য সম্পাদক রাহুল সিংহও দাবি জানিয়েছেন, প্রতিটি জেলায় অন্তত ১০ দিন ধরে শুনানির ব্যবস্থা করা হোক। সব শুনে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিলবাবু বলেছেন, "আমরা চাই না, শুনানি বাতিল হোক। কারণ, মানুষ তো এক জায়গাতেই থাকছে। কালীঘাটের মানুষ তো আর মগরাহাটে যাচ্ছে না! বিধানসভার আসন পুনর্বিন্যাস হোক বা না-হোক, আমরা নির্বাচনে যেতে প্রস্তুত।" নির্বাচন কমিশন জেলায় জেলায় শুনানির প্রস্তাব এ দিনই বাতিল করে দিয়েছে।

আসলে মমতা কোনও ভাবেই আসন পুনর্বিন্যাস কার্যকর হতে দিতে চান না। কারণ, তা হলে কলকাতার আসন অর্ধেক হয়ে যাবে। সি পি এম নেতা এবং পুনর্বিন্যাস কমিশনের সদস্য রবীন দেব বলেন, "তৃণমূলের ভয়, সীমানা পুনর্বিন্যাসের পরে নির্বাচনে এ রাজ্যে তাদের ভরাডুবি হবে। সেই কারণেই কমিশনের শুনানি বানচাল করে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে তারা।" আর বুধবার দুর্গাপুর-পলাশডিহার জনসভায় মমতা বলেন, "সি পি এম বুথ দখল করতে অভ্যস্ত। এখন তারা পুনর্বিন্যাস কমিশন দখল করতে চাইছে।"

শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের পায়ের তলার মাটি এখনও যথেষ্ট শক্ত। কিন্তু কলকাতায় বিধানসভার আসন কমে গেলে তৃণমূলের নেতানেত্রীদের কপালে ভাঁজ পড়াটাই স্বাভাবিক। বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য তা মানছেন না। তিনি বলেন, "যাঁরা শুনানির আলোচনায় অংশ নিতে এসেছিলেন, তাঁদের প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। আমাদের ক্ষোভের কারণ সেটাই।" তা হলে কমিশন শুনানি বন্ধ করে দেওয়ার পরে তৃণমূলের অবস্থান কী? এই বিষয়ে সমস্ত প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন তৃণমূল নেতারা।

কমিশন তৃণমূলের বুধবারের আচরণে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। পুনর্বিন্যাস কমিশনের সচিব শাঙ্গারা রাম বিবৃতিতে বলেছেন, "যে-ভাবে একটি রাজনৈতিক দল এ দিন প্রথম থেকে শুনানির কাজে বাধা দিয়েছে, তাতে আমরা স্তম্ভিত।"

● **মমতা-বাহিনী সামলাতে আজ পুলিশি দুর্গ শহরে.... পৃঃ কলকাতা ১**

ডেঙ্গির 'এপিডেমিক' নয়, সুর্যের ঘোষণা নস্যাৎ করে দিলেন মেয়র

স্টাফ রিপোর্টার: চিকিৎসক-স্বাস্থ্যমন্ত্রী সোমবার ঘোষণা করেছিলেন, কলকাতায় ডেঙ্গি 'এপিডেমিক'-এর চেহারা নিয়েছে।

অ্যাডভোকেট বিকাশ ভট্টাচার্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তাঁর সওয়াল, "আমি বলছি, কলকাতায় ডেঙ্গি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। এপিডেমিকের মতো অবস্থা হয়নি।"

এক সপ্তাহ আগে ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রী ও মেয়রের অভিমত ছিল একই। দু'জনের চোখেই ডেঙ্গু পরিস্থিতি ছিল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে। সাত দিন পরে মন্ত্রীর বোধোদয় হলেও মেয়রের হয়নি।

মেয়র বলেন, "রাজ্য সরকার বা মন্ত্রী কী বললেন, জানি না। তিনি যা বলেছেন, আপনারা তা লিখুন। আমি যা বলছি, তা-ও লিখুন। আমাদের হিসাবে কলকাতায় এ-পর্যন্ত ডেঙ্গিতে মৃত্যু হয়েছে সাত জনের। আক্রান্ত ৫৭৩। যাঁরা মারা গিয়েছেন, সেরোলজিক্যাল পরীক্ষায় তাঁদের মধ্যে মাত্র এক জনের ডেঙ্গি প্রমাণিত হয়েছে। বাকিদের ক্লিনিক্যাল ডেঙ্গি।" কীসের ভিত্তিতে মন্ত্রীর ঘোষণাকে নস্যাৎ করছেন তিনি?

মেয়রের দাবি, এ বার পুরসভা ডেঙ্গি প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। ব্যাপক প্রচারের ফলে জ্বর হলেই মানুষ রক্ত পরীক্ষা করাচ্ছেন। ফলে ব্যাপক হারে ডেঙ্গি সংক্রমণের খবর আসছে। সেই তুলনায় মৃত্যুহার কম। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য খণ্ডন করে তিনি বলেন, "পুরসভার কাছে কলকাতায় ডেঙ্গি সংক্রমণ নিয়ে আগের কোনও তথ্য নেই, যার ভিত্তিতে বলা যায়, শহরে অস্বাভাবিক মাত্রায় ডেঙ্গি হচ্ছে।"

মেয়রের ওই সওয়ালকে অবশ্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে তাঁরই পারিষদ (স্বাস্থ্য) সুবোধ দে-র দেওয়া তথ্য। সুবোধবাবুর হিসাবই বলছে, সোম থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে ২৫ ঘণ্টায় শহরে ১০০ জন নতুন ডেঙ্গিরোগীর সন্ধান মিলেছে। সোমবার পর্যন্ত ৪৭৩ জনের শরীরে ডেঙ্গির জীবাণু মিলেছিল। মঙ্গলবার তা হয়েছে ৫৭৩।

এর পরেও কী ভাবে মেয়র দাবি করেন যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে? সুবোধবাবু মন্তব্য করেননি। তবে ডেঙ্গি নিয়ে মন্ত্রী ও মেয়রের দু'রকম দাবি বিরোধীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। পুরসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের উপনেতা রাজীব দেব বলেন, "রাজ্য সরকারের তথ্যও নস্যাৎ করে দিচ্ছে পুর বোর্ড। এ তো অদ্ভুত ব্যাপার!" তাঁর মন্তব্য, "আসলে ডেঙ্গি প্রতিরোধে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই মেয়রের এই ছলনা।"

ডেঙ্গি নিয়ে পুর-কর্তৃপক্ষ যে বেসামাল, তা ফের প্রমাণ করে দিলেন মেয়র। ডেঙ্গির মশা মারতে কামানে ধোঁয়া ছড়ানোর 'নিষিদ্ধ' পদ্ধতি ফের চালু করেন তিনি। কোনও বিশেষজ্ঞ তাঁকে বলেছিলেন, ওই ধোঁয়ায় ডেঙ্গির জীবাণু মরে যায়। তাই মানুষের ক্ষতি হবে জেনেও ধোঁয়া-কামানের অর্ডার দিয়েছিল পুরসভা। দুই সপ্তাহের মধ্যেই অন্য বিশেষজ্ঞের সুপারিশের ভিত্তিতে মেয়র বললেন, "কামান দেগে মশা মারা যায় না। বরং তাতে মানুষের ক্ষতি হয়।" পুরসভা আর ভ্যানফগ যন্ত্র কিনবে কি না, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। পুরসভা ৩৫টি ভ্যানফগের অর্ডার দিয়েছে। কিন্তু নির্মাতা সংস্থা যাতে তা না-পাঠায়, সেই জন্য পুরসভা নির্দেশও দিয়েছে বলে মেয়র জানান। তিনি বলেন, "ভ্যানফগ যন্ত্র কিনে অজ্ঞতার জন্য কিছু টাকা গেল।"

তা হলে মশা মরার কী হবে? পুর ভেক্টর কন্ট্রোল বিভাগ মেয়রের এই খামখেয়ালিপনায় বিভ্রান্ত। তারা বুঝতে পারছে না, কী করণীয়। মেয়র বলেন, যে-সব নির্মীয়মাণ বাড়িতে মশার লার্ভা বা জমা জল পাওয়া যাবে, তাদের 'স্টপ ওয়ার্ক নোটিস' পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জরিমানা তো আছেই। তিনি বলেন, "ভাবছি, যে-বাড়িতে জমা জল থাকবে, তার মালিকের জরিমানা করব। তবে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।" বিল্ডিং বিভাগের আশঙ্কা, ফের যদি মেয়রের সিদ্ধান্ত বদলে যায়! কোনও বাড়ির মালিককে নোটিস দেওয়ার পরে পুরসভা তা ফিরিয়ে নেবে কী করে?

সি পি এমের মেয়র যে-ভাবে সি পি এমের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর যুক্তি খারিজ করেছেন, তার পরিণতি কী হয়, তা জানতে স্বাস্থ্যকর্তারা উদ্‌গ্রীব। তাঁদের মতে, অভিজ্ঞতায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনেক এগিয়ে। তিনি চিকিৎসক। আদালতে সওয়াল করার অভিজ্ঞতা থাকলেও স্বাস্থ্য পরিষেবা বিষয়টি যে কী, সেই ব্যাপারে মেয়র সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

● যন্ত্র মাত্র দুই জেলায়... পৃঃ ৬

Dengue cover-up to crisis

Govt says past its control

A STAFF REPORTER

Calcutta, Sept. 6: The dengue epidemic in the state is "beyond the control" of the government, health secretary Kalyan Bagchi said today.

"Dengue cases are going up daily and so are the deaths," he said.

Bagchi said the number of dengue deaths had today touched 15, up from the 14 announced yesterday, while confirmed cases had risen to 925 from yesterday's 820.

The crisis would not have occurred had the government and civic authorities not chosen to overlook the dengue cases that were reported from various parts of the state over the past decade. Routinely, they were shoved under the carpet as either viral fever or sometimes as "mystery fever".

The government admits that since the 12 haemorrhagic dengue deaths in 1990, there have been similar "sporadic cases" — about two or three — every year.

"But these deaths were not of major concern as they were neither concentrated in one locality nor was there any significant increase in their numbers," said Prabhakar Chatterjee, the director of health services.

"Whenever we received reports from local agencies, we launched vector control programmes to get rid of the dengue-causing Aedes Aegypti mosquitoes. This may not have been enough."

Virologists of the School of Tropical Medicine say it is impossible for an epidemic of this proportion to break out if the mosquito population was under control.

"Mosquitoes have been thriving in ideal breeding grounds right under our noses in open water tanks and other water bodies. The mosquitoes have crossed the critical density level, which is an imaginary line for gauging an epidemic," said a senior virologist.

The virologists blame the authorities, mainly the Calcutta Municipal Corporation's health wing, for being either ignorant or indifferent.

"I am pretty certain that many of the cases of the so-called mystery fever were in reality dengue," said Apurba Ghosh, director of the Institute of Child Health.

Children are especially vulnerable to dengue.

"From the reports I have received from city hospitals in the past couple of years, it is clear to me that dengue has been striking with increasing regularity for quite some time," Ghosh said.

Virologists say vector control is poorly coordinated. Conditions for rapid growth of the mosquito population are also "ideal" — stagnant water at construction sites.

The state has sought the help of the National Institute of Virology and the National Institute of Cholera and Enteric Diseases to combat the epidemic.

■ See Page 6 & Metro

THUMBS DOWN AND THUMB RULE

A Telegraph-Mode Poll

(All figures in %)

Are you satisfied with the administration's handling of dengue in Calcutta?

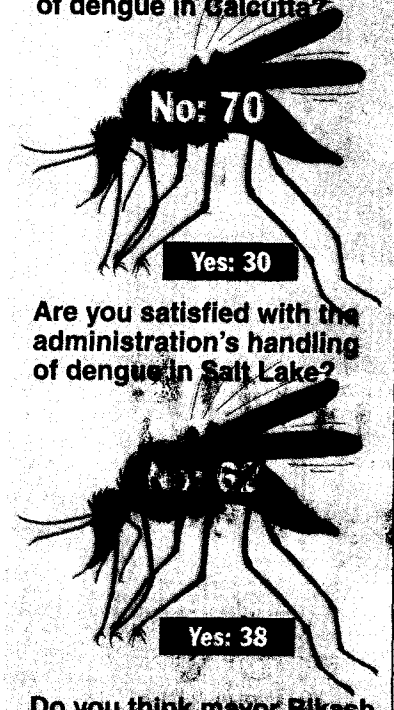

Are you satisfied with the administration's handling of dengue in Salt Lake?

Do you think mayor Bikash Bhattacharya has failed to control the outbreak of dengue?

YES	55
NO	45

Do you think former mayor Subrata Mukherjee would have handled the situation better?

YES	56
NO	44

Opinion poll conducted on Tuesday in Calcutta and Salt Lake

IMA GUIDE FOR PATIENTS

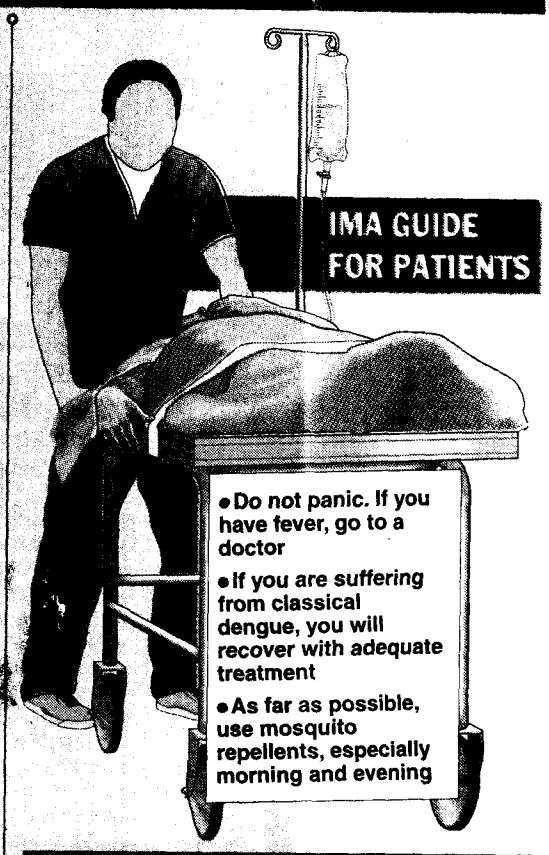

- **Do not panic. If you have fever, go to a doctor**
- **If you are suffering from classical dengue, you will recover with adequate treatment**
- **As far as possible, use mosquito repellents, especially morning and evening**

IMA GUIDE FOR DOCTORS

- Follow WHO guidelines on dengue management (available on Net)
- If symptoms are similar to classical dengue, check platelet count and advise dengue antigen test
- If platelet count is below 1 lakh and there's fluid accumulation or leak, immediately admit patient to hospital and give him plenty of fluids
- Look for rashes in the mouth (soft palate area) and then rashes in the body with severe body ache
- If there's bleeding from nose, refer to hospital

IMA: Indian Medical Association

State not to ban Maoists

Statesman News Service

KOLKATA, Sept. 6. — The Left Front government in West Bengal will not ban the CPI-M (Maoist), said chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee today. "We need not ban them. We are doing things to handle them without the ban," he said when reporters sought his reaction to the Chattisgarh BJP government's ban on the Maoists following the killings of 23 security personnel in a mine blast. Jharkhand has also preferred the same policy as chief minister Mr Arjun Munda indicated in Kolkata yesterday. Mr Munda emphasised on evolving a common and comprehensive strategy for all the nine 'Naxalite-troubled' states.

Launching huge police operations in the tribal areas of West Midnapur-Bankura-Purulia after the killings, Mr Bhattacharjee swooped down on some front-ranking Maoists in the state. He refused to enter into any dialogue with the Maoists despite being urged to do so by the allies as well as the UPA government at the Centre.

Even if CPM general secretary Mr Prakash Karat had a meeting with top guns of Nepalese Maoists in Delhi and opposed Indian military support to that country, Mr Bhattacharjee and state party secretary Mr Anil Biswas ruled out talks with ultras unless they shunned violence. The failure of talks in Andhra and renewal of full-scale police operations against Naxalites there only strengthened Mr Bhattacharjee's stand. The CPM leadership has decided not to clamp an official ban, apprehending that it would allow Maoists to draw political mileage benefiting the Opposition, particularly when Assembly polls are round the corner. Moreover, LF allies are not in favour of a ban.

Other diseases with same symptoms in air

Dengue on scale of epidemic

ASTAFF REPORTER

Calcutta, Sept. 5: Bengal is in the grip of a dengue epidemic, Buddhadeb Bhattacharjee's government announced today, and Calcutta has reported the largest number of cases.

After briefing the chief minister, health minister Surjya Kanta Mishra told reporters at Writers' Buildings this evening: "The number of dengue cases detected are way above normal, so the outbreak can be officially termed an epidemic."

FEVER PITCH

DENGUE ZONES

Figures signify number of cases

Calcutta	518
North 24-Parganas*	58
South 24-Parganas	35
Salt Lake	26
Howrah	22
Hooghly	20
Birbhum	16

*Excluding Salt Lake

SYMPTOMS

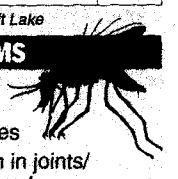

- High fever up to 105 degrees
- Acute pain in joints/ muscles/head
- Vomiting and nausea
- Fever may subside after a few days but beware of relapse

Other than dengue, malaria, typhoid, viral fever and encephalitis are also afflicting people, especially in Calcutta, Mishra said. In many cases, clinical diagnosis has become difficult as most of these diseases have similar symptoms.

"We have reasons to be concerned about the situation and have to be extremely careful in handling it. But we are on the alert," the minister said.

According to the government, there have been 820 confirmed cases of dengue in the past month. Fourteen deaths have been reported from across the state.

"Of the blood samples that have been sent for testing, about 40 per cent have turned out to be positive for dengue," Mishra said. "We will get the reports of another hundred tests tomorrow."

The situation is worst in Calcutta, where official figures state that 518 dengue cases have been detected. Cases have been reported also from Salt Lake, parts of North and South 24-Parganas, Howrah and Hooghly.

Almost every city hospital is handling patients complaining of fever and "dengue-like symptoms". Medical College, NRS and RG Kar Hospital are each receiving about 50 suspected cases of dengue every day. Hospital authorities said they do not have the antigen kits to test dengue and all patients are being directed to the School of Tropical Medicine.

Mishra said sporadic cases of dengue have been reported in the state over the past few years with an annual average of 20 to 30. "These cases have been spread out with not more than one or two being reported from a particular area," he said. "But it appears to have peaked this year."

The Indian Medical Association says the warning was there for all to see. "The government could have nipped the problem in the bud had it acted earlier by destroying the breeding ground of the mosquitoes," said R.D. Dubey, the joint secretary (headquarters) of the IMA.

"Now the mosquito population has reached critical density proportion, enough to cause an epidemic," he said.

Referring to a World Health Organisation report, Mishra said five to 10 crore people are affected by dengue all over the world every year, out of which five lakh are reported to be haemorrhagic dengue, which can be fatal.

In 2003, 12,000 cases of dengue were reported in the country, of which a third were in Delhi and Haryana, another third in Kerala and Tamil Nadu and the remaining in the rest.

Mishra asked people not to ignore fever. "We are issuing publicity campaigns, informing people of the symptoms. One must take medical advice if they have fever. Experience shows how Delhi suffered for two years," he said.

মোকাবিলায় বুদ্ধের সঙ্গে বৈঠক

ডেঙ্গির 'এপিডেমিক' চলছে, কবুল সূর্যের

স্টাফ রিপোর্টার: পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে, তার কোনও আঁচই যে তাঁরা পাননি, সোমবার তা পরিষ্কার করে দিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র। এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরে তিনি স্বীকার করে নেন, রাজ্যে ডেঙ্গির সংক্রমণ খুবই উদ্বেগজনক। বিশেষ করে কলকাতায় তা এতটাই ব্যাপক যে, তাকে 'এপিডেমিক' আখ্যা দিয়েছেন চিকিৎসক-স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ২৯ অগস্টের বক্তব্য থেকে পুরো ঘুরে গিয়ে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এক রকম নিজেদের ব্যর্থতাই এ দিন স্বীকার করে নিয়েছেন।

সাত দিন আগে মন্ত্রী বলেছিলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আত্মসন্তুষ্টির কোনও জায়গা নেই। কিন্তু স্বাস্থ্য দফতরের অফিসারেরা সম্ভবত মন্ত্রীর বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশটি মনেই রাখেননি। তাই রোজই তাঁরা মন্ত্রীকে বুঝিয়ে এসেছেন, পরিস্থিতি একেবারে নিয়ন্ত্রণে। সংক্রমণ ঠেকিয়ে দেওয়া গিয়েছে। দিন কুড়ি আগে দমদমের দু'জনকে দিয়ে যে-রোগ শুরু হয়েছিল, সেই ডেঙ্গি এখন ছড়িয়েছে রাজ্যের ৮২৯ জনের মধ্যে। আরও ১০০ জনের রক্তপরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া বাকি। মন্ত্রী জানান, নমুনা পরীক্ষায় শতকরা ৪০ জনের রক্তেই মিলেছে ডেঙ্গির জীবাণু। অর্থাৎ পরিস্থিতি যে আরও খারাপের দিকে যেতে পারে, তার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন সূর্যবাবু।

কলকাতাকে ধরে রাজ্যের জেলার সংখ্যা ১৯। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এ দিনের উদ্বেগের কারণ, ১৩টি জেলাতেই হানা দিয়েছে ডেঙ্গি। উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ ইতিমধ্যেই ডেঙ্গি প্রভাবিত। বাকি চার জেলায় এখনও ডেঙ্গি ছড়ায়নি বলে দাবি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর। দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া ছাড়া আর সব জেলাতেই ছড়িয়ে পড়েছে সংক্রমণ। তবে তালিকায় বাদ থাকা জেলাগুলিতেও ছড়িয়েছে অজানা জ্বর। তাতে মৃত্যুও হয়েছে। সেই জ্বর যে আসলে কী, সেটাও ধরা পড়েনি। কারণ, জেলাগুলিতে রক্তপরীক্ষার আধুনিক পরিকাঠামোই নেই।

যে-হেতু কলকাতা ও সল্টলেকের আক্রান্ত মানুষেরা রক্তপরীক্ষার সুযোগ বেশি পেয়েছেন, তাই এখানে ডেঙ্গিরোগীর সংখ্যাও অনেক বেশি। কলকাতার ক্ষেত্রে তা ৫১৮। সল্টলেকে ২৬। কলকাতার দুই-তৃতীয়াংশই ডেঙ্গি-কবলিত। একই অবস্থা সল্টলেকের। তবে জেলায় রক্তপরীক্ষার পরিকাঠামো তৈরি হলে সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা

স্বাস্থ্যকর্তাদের ঘুম কেড়ে নিতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

কলকাতার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি যে প্রকৃত অর্থেই 'এপিডেমিক', তা জানিয়ে দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বয়ং। এপিডেমিক শব্দটির অভিধানগত বাংলা হল মহামারি বা মড়ক। অর্থাৎ কোনও রোগে একসঙ্গে বহু লোকের মৃত্যু। কিন্তু ইংরেজি এপিডেমিক কথাটির ইংরেজি ব্যাখ্যার সঙ্গে মৃত্যুর কোনও যোগ নেই। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "একটা এলাকায় অত্যন্ত বেশি হারে কোনও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে সেই অবস্থাকে 'এপিডেমিক' বলে। ডেঙ্গির অবস্থাটা এখন তা-ই।" বাংলায় মহামারি যাকে বলে, ডেঙ্গির ক্ষেত্রে অবশ্য এখনও সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর তথ্যানুযায়ী রাজ্যে সোমবার পর্যন্ত ডেঙ্গিতে মৃতের সংখ্যা ১৪। বেসরকারি হিসাবে সংখ্যাটা ২০।

২০০৩ সালে দিল্লি ও হরিয়ানায় ডেঙ্গির 'এপিডেমিক' হয়েছিল। ১৯৯৪-'৯৫ সালে ম্যালেরিয়া কলকাতায় এপিডেমিক হয়ে উঠেছিল। '৯২ সালে আন্ত্রিকের অবস্থাও ছিল 'এপিডেমিক'-এর মতো। উত্তরবঙ্গে '৯৯ সালে অজানা জ্বরকে 'এপিডেমিক' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এ বার যেমন ডেঙ্গির ক্ষেত্রে তা করা হল।

জেলায় জেলায় পরিকাঠামোর অভাবের কথা উঠলে স্বাস্থ্যকর্তারা কর্ণপাত করেন না। ডেঙ্গি এসে বুঝিয়ে দিল, জেলায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো কতটা ঠুনকো। মালদহ, বীরভূম, হুগলির অজানা জ্বরের রোগীদের কেউ কেউ যখন কলকাতার হাসপাতালে এসে ভর্তি হয়েছেন, তখনই ধরা পড়েছে, তাঁদের অনেকে ডেঙ্গি-আক্রান্ত। ডেঙ্গি সংক্রমণের বাইরে থাকা পাঁচ জেলার অজানা জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের রক্তপরীক্ষার ফল জানার আগে

এর পর নয়ের পাতায়

ডেঙ্গির এপিডেমিক

প্রথম পাতার পর

সেগুলিকে 'ডেঙ্গি-মুক্ত' বলে ঘোষণা করতে পারছেন না স্বাস্থ্যকর্তারা। গত ১৫ দিনের ভুল থেকে তাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন। সিঙ্গাপুর-ইন্দোনেশিয়া ঘুরে এসে ২৮ অগস্ট স্বাস্থ্যমন্ত্রী-সহ স্বাস্থ্য দফতরের কর্তাদের ডেকে পাঠিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পরেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন অবিচল। ওই বৈঠকের আট দিন পরে ফের মুখ্যমন্ত্রীর তলব পেয়ে মহাকরণে যান সূর্যবাবু। সেখানকার আলোচনায় বোঝা গেল, পরিস্থিতি প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে প্রশ্ন করা হয়, পরিস্থিতি কি এপিডেমিকের মতো? মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন, "বলতেই হবে।" গত ১৫ দিন ধরে রোজ সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠক হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বা স্বাস্থ্যসচিবের উপস্থিতিতেই। তবু কেন জানা গেল না আসল পরিস্থিতি? তা জানানোর জন্যও মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হবে কেন? তা হলে আলাদা করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকারই বা প্রয়োজন কী?

স্বাস্থ্য দফতরের মধ্যে এ-সব প্রশ্ন উঠলেও তা গায়ে মাখেননি সূর্যবাবু। এ বারেই হঠাৎ ডেঙ্গির সংক্রমণ হয়েছে, বারবার তা হয় না। তাই জেলার হাসপাতালে জীবাণু ধরার যন্ত্র পাঠানোর প্রয়োজন নেই বলে অফিসারদের সঙ্গে সওয়াল করেছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁর যুক্তি ছিল, যন্ত্রগুলি সারা বছর ব্যবহার করাই হবে না। পরে অবশ্য জেলা স্বাস্থ্য দফতরগুলির দাবির কাছে নতিস্বীকার করতে হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে। এ দিন তিনি বলেন, "ডেঙ্গি তো ব্রিটিশ আমল থেকেই আছে। গত ১৫ বছর ধরে প্রতি বছরই এ রাজ্যে গড়ে ৩০ থেকে ৩৫টি ডেঙ্গিরোগীর সন্ধান মেলে।" স্বাস্থ্যমন্ত্রী 'হু'র তথ্য দেখিয়ে বলেন, "২০০৩ সালে ভারতে ১২০০০ মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তার এক-তৃতীয়াংশই দিল্লি ও হরিয়ানায়। খাস দিল্লিতেই সংখ্যাটা ছিল ৩০০০।" তবে এ রাজ্যের সংক্রমণ রোগ বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, কলকাতায় যত লোকের ডেঙ্গির উপসর্গ ছিল, তাঁদের সবাই যদি রক্তপরীক্ষার সুযোগ পেতেন, তা হলে আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যাটা জানা যেত। তা হলে শহরের ডেঙ্গি-পরিস্থিতির যথাযথ পর্যালোচনা করা যেত। শহরে কিছুটা রক্তপরীক্ষা হলেও জেলায় আদৌ হয়নি। তাই প্রকৃত চিত্রটা এখনও গোপনই রয়ে গিয়েছে।

সালিমের জন্য জমি খোঁজার ভার সেই রেজ্জাককে, সঙ্গী কান্তি-সুজন

স্টাফ রিপোর্টার: দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সালিম গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত শিল্পনগরীর জন্য এক লপ্তে ২৫০০ একর জমি খোঁজার দায়িত্ব দেওয়া হল জেলার দুই মন্ত্রী ও দুই সি পি এম সাংসদকে। সোমবার মহাকরণে শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন এ ব্যাপারে ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় এবং দুই সাংসদ সুজন চক্রবর্তী ও শমীক লাহিড়ীর সঙ্গে বৈঠক করেন। ছিলেন জেলাশাসকও। নিরুপমবাবু পরে বলেন, "এ-সব বিষয় নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। তাই প্রথমে জেলার মন্ত্রী ও এলাকার সাংসদদের ডেকে পুরো বিষয়টি বোঝানো হল। জমি নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করার কথা বলা হল।"

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কৃষি ও শিল্পকে মেলানোর কথা বারবার বলছেন। দিল্লিতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরোও বিষয়টি অনুমোদন করেছে। সোমবার দুই বাম শরিক ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি-র রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব। শিল্পের জন্য জমি নেওয়ার ব্যাপারে শরিকদেরও অবস্থানও আগের তুলনায় অনেকটা নরম হয়। সব মিলিয়ে নানা বাধা সত্ত্বেও বুদ্ধবাবুর 'স্বপ্নের প্রকল্প'-এর ব্যাপারে সরকার অনেকটা এগিয়ে গেল। এ দিন শিল্পমন্ত্রীর কথায় তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

নিরুপমবাবু বলেন, "জমি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব এক-ফসলি ও নিচু জমিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তার পরে সেই জমি দেখানো হবে সালিম গোষ্ঠীকে। মন্ত্রী ও দুই সাংসদকে এ দিনের বৈঠকে সালিম গোষ্ঠীর সঙ্গে ঠিক কী সমঝোতাপত্র সই হয়েছে, তা-ও বুঝিয়ে বলা হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে, তারা এখানে শিল্প করতে আসছে, দাক্ষিণ্য করতে আসছে না। আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই প্রকল্প নিয়ে সম্পূর্ণ পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছি।"

বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বিনিয়োগকে সি পি এম তুলে ধরতে চাইছে। ষষ্ঠ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার সময়েই সি পি এম শিল্পে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছিল। সে-দিকে লক্ষ রেখেই নিরুপমবাবু বলেন, "এত দিন বলা হত, এই রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগ হচ্ছে না। রাজ্য মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। আর এখন যখন বিনিয়োগ আসার কথা হচ্ছে, তখন বলা হচ্ছে কৃষির সর্বনাশ হয়ে যাবে। সম্ভবত এক মাত্র এ রাজ্যেই এটা সম্ভব!"

গত নির্বাচনে যে-দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৃণমূলের থেকেও সি পি এম কম আসন পেয়েছিল, সেই জেলার উন্নয়ন নিয়ে সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব কত চিন্তিত, তা বোঝাতে নিরুপমবাবু বলেন, "কলকাতার কাছে হলেও দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে পশ্চাৎপদ জেলা হিসাবে চিহ্নিত করেছে ভারত সরকার। এই একটি বিনিয়োগেই জেলার চেহারা পাল্টে যাবে। তিন-ফসলি কেন, সালিমদের বিনিয়োগ হলে ওই জমিতে সোনা ফলবে।"

উর্বর জমি নেওয়া নিয়ে ভাঙড়ের কৃষকদের ক্ষোভকে কাজে লাগাতে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাঠে নেমেছেন। সি পি এম নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেই পাল্টা মাঠে নেমেছেন রেজ্জাক মোল্লাও। তবে এ দিনও রেজ্জার মোল্লা হেঁয়ালি করে বলেন, "আমার হাতে তুরুপ আছে। তুরুপ হাত থেকে ছাড়ব না। যাঁরা লাফাচ্ছেন, ঠিক নির্বাচনের কাছাকাছি তাঁদের তুরুপ মেরে শেষ করে দেব।" রেজ্জাক তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে জানাননি।

রেজ্জাকের মন্তব্য সম্পর্কে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাতে চাননি নিরুপমবাবু। তিনি শুধু বলেন, "অনেকেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। কৃষকেরা শিল্পের জন্য নিজের থেকে জমি দিচ্ছেন, এটাই আমার অভিজ্ঞতা। ঝাড়গ্রামের কাছে গুপ্তমণিতে জিন্দলদের প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানার পাশে কৃষকদের কাছ থেকে জমি কিনে রাজ্য সরকারই আয়রন ও স্টিল পার্ক গড়ে তুলছে। হাওড়ায় একই ভাবে ফুড পার্কের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে ৫০ একর

এর পর আটের পাতায়

● **বুদ্ধের পাশে কারাট...পৃঃ ৫**
● **উর্বর জমিতে হাত পড়বে...পৃঃ ৮**

সালিমের জন্য জমি

প্রথম পাতার পর

জমি কিনবে রাজ্য সরকার।"

শিল্পকে কৃষিজমি দেওয়ার ব্যাপারে ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি-র রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হল সি পি এমের। কিছুদিন আগেই এ ব্যাপারে সি পি আইয়ের সঙ্গে সি পি এম নেতৃত্বের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনে শিল্পের জন্য যে কৃষিজমি লাগতে পারে, সেই ব্যাপারে নীতিগত ভাবে শরিকেরা মোটামুটি একমত হয়েছে।

তবে যা করা হবে, সবই হবে আলোচনার ভিত্তিতে। যথাসম্ভব কম কৃষিজমি নেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পরে ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষ পরিষ্কার বলে দেন, "শিল্পের জন্য কৃষিজমি প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু সেটা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করতে হবে।" আর এস পি-র রাজ্য নেতৃত্বের অভিমত প্রায় একই।

সি পি আই এই ব্যাপারে ভূমি সদ্ব্যবহার কমিটি গড়ে তোলার এবং ভূমি-মানচিত্র তৈরির দাবি তুলেছে। এ দিন সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান ও কৃষিমন্ত্রী কমল গুহও দাবি করেন, রাজ্যে কোথায় কী ধরনের জমি আছে, তার একটা মানচিত্র তৈরি করতে হবে। সেই সঙ্গে পতিত জমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তর করার চেষ্টা চালাতে হবে।

ছোট আঙারিয়া কাণ্ডে ৫ অভিযুক্তের আত্মসমর্পণ

স্টাফ রিপোর্টার, মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার ছোট আঙারিয়া গণহত্যায় পাঁচ অভিযুক্ত আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন। সোমবার মেদিনীপুর মুখ্য বিচারবিভাগীয় (সি জে এম) আদালতে ওই পাঁচ জন আত্মসমর্পণ করেন।

পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পাঁচ জনের নাম বাবলু সিংহ, বিল্লাত মোল্লা, আসাজুল খান, সিরাজুল মল্লিক ও মুজিবর মণ্ডল। তবে এই ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে সব থেকে বেশি আলোচিত দু'টি নাম, তপন ঘোষ ও সুকুর আলি (দু'জনেই সি পি এমের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য) এখনও খাতায়-কলমে 'পলাতক'। ওই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে এ দিন নতুন করে সরব হয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতা মানস ভুঁইঞা দাবি করেন, ওই দু'জন বহাল তবিয়তে সকলের চোখের সামনে ঘুরে বেড়ালেও রাজনৈতিক কারণে তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে সি পি এমের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক দীপক সরকার এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এ দিন আত্মসমর্পণকারী প্রত্যেকের বাড়ি গড়বেতা থানা এলাকাতেই। বিচারক সুমিত্রা রায় ওই পাঁচ জনকে ১৪ দিনের জেল হাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। অভিযুক্তদের আইনজীবী দাশরথী নন্দ বলেন, "এই পাঁচ জনের নাম চার্জশিটে ছিল। তাই এঁদের আত্মসমর্পণ করানো হয়েছে।"

প্রসঙ্গত, ২০০১ সালের ৪ জানুয়ারি ছোট আঙারিয়ায় বিস্ফোরণ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মোট ১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল বলে অভিযোগ। চার বছর পরেও ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের কেন গ্রেফতার করা হল না, তা জানতে চেয়ে গত ২৯ জুলাই সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিল 'অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এড ফোরাম'।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং সি বি আই-কে নোটিস জারি করে। ৩০ দিনের মধ্যে ওই তিন পক্ষকে নোটিসের জবাব দিতে নির্দেশ দেয় সর্বোচ্চ আদালত।

প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র মানস ভুঁইয়া বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ও চাপে দীর্ঘদিন বাদে ছোট আঙারিয়া গণহত্যা মামলার চার্জশিটে নাম থাকা পাঁচ জন আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু তপন ঘোষ ও সুকুর আলি এখনও বহাল তবিয়তে পুলিশ-প্রশাসনের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তপন ঘোষ এখনও গড়বেতার স্কুলে শিক্ষকতা করছেন, আর সুকুর আলি মেদিনীপুর শহরেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন।" তবেই ছোট আঙারিয়া গণহত্যার প্রকৃত রহস্য ফাঁস হবে।"

জেলা কংগ্রেসের তরফে আইনজীবী তীর্থঙ্কর ভকত বলেন, "বিচারবিভাগের প্রতি যদি ন্যূনতম সম্মান থাকে তা হলে রাজ্য সরকারের উচিত, বাকি অভিযুক্তদেরও অবিলম্বে গ্রেফতার করা।"

ছোট আঙারিয়া কাণ্ডের তদন্তের দায়িত্ব প্রথমে নিয়েছিল সি আই ডি। কিন্তু তাদের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থের মামলা দায়ের হয়। এর পর হাইকোর্টের নির্দেশে সি বি আই তদন্ত ভার হাতে নেয়। সি বি আই অবশ্য কোনও অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেনি। উল্টে আদালতে স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে সি বি আই তদন্তের কাজে অসহযোগিতার অভিযোগ এনেছিল। তাতেও পরিস্থিতির পরিবর্তন না-হওয়ায় অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এড ফোরাম সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়।

Mamata men scuttle rejig panel hearing

PRAMOD Giri
Siliguri, September 5

THE FIRST-EVER public hearing of the Delimitation Commission in North Bengal was called off on Monday following Trinamool Congress demonstrations, led by party chief Mamata Banerjee and MLA Saugata Roy.

Delimitation Commission chairman justice (retd) Kuldip Singh adjourned the hearing after Trinamool legislator and associate member of the panel, Dipak Kumar Ghosh, staged a walkout and reports poured in that the police had cane-charged Trinamool supporters outside Dinabandhu Manch, the venue of the meeting.

The Delimitation Commission had earned the ire of the Trinamool Congress for fixing only three-and-a-half hours for the hearing on the delimitation of Assembly and Lok Sabha constituencies in six districts of North Bengal. Mamata, who arrived in Siliguri on Sunday, had said the hearing would be a farce because the panel would not be able to lend ear to all objections within the stipulated time. She had threatened to disrupt the proceedings if the time of the hearing wasn't extended.

Trouble brewed on Monday after Trinamool MLA Saugata Roy challenged the presence of the state's chief election officer, Basudev Banerjee. Roy said, since Banerjee wasn't even an associate member of the Delimitation Commission, he had no right to be present in the panel.

Tension inside the hall increased further when representatives of the Darjeeling Hills asked the commission members to stop the hearing, as notifications were not published in Nepali and Hindi dailies.

Meanwhile, anarchy reigned outside Dinabandhu Manch, as thousands of the Trinamool supporters led by Mamata broke police barricades and tried to enter the hall. The Trinamool chief staged a sit-in outside the hall after some of her supporters were injured when cops cane-charged them to prevent entry into the hall. Trinamool workers shouted slogans against the Delimitation Commission, saying the very procedure of the hearing was illegal. Mamata demanded a fresh notification on the hearing.

While chaos reigned both inside and outside the hall, the stipulated three-and-a-half hours for the hearing were over. Trinamool leaders trooped to the dais and started shouting slogans against the hearing. This was followed by a walkout by Trinamool MLA Dipak Kumar Ghosh. After Mamata went inside the hall and told the commission that some people, including her party workers policemen, were injured in the fracas outside, panel chairman Singh was forced to adjourn the hearing at 8.35 p.m. Singh, however, did not clarify whether the hearing will resume on Tuesday.

NEELAM GHIMEERAY/HT

Trinamool chief Mamata Banerjee tries to make way for her supporters' entry into Dinabandhu Manch in Siliguri on Monday.

Trinamool supporters stopped agitating outside Dinabandhu Manch after the news of adjournment reached them. They left the venue and assembled at Baghajatin Park, where Mamata addressed a public meeting.

The Trinamool Congress, which mobilised thousands of supporters in North Bengal in view of the public hearing, has been alleging that the CPI(M)-led Left Front government is trying to influence the Delimitation Commission. The party has demanded that all those who have submitted their complaints be heard individually. Though it is not clear what the Trinamool plans next, sources indicate that if a fresh notification is not issued the party will launch a legal battle against the Delimitation Commission.

রাজ্যে জৈবপ্রযুক্তিতে লগ্নির প্রতিশ্রুতি কিরণের

স্টাফ রিপোর্টার: এ রাজ্যে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন বায়োকনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিরণ মজুমদার শ। দক্ষ মানবসম্পদের কারণেই মেধানির্ভর শিল্প গড়ে তোলার পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ আদর্শ বলে মনে করেন তিনি।

শনিবার ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে কিরণ মজুমদার শ'কে 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার' দেওয়া হয়। এই পুরস্কার কিরণের হাতে তুলে দেন রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি ও পরিবেশমন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায়। এ রাজ্যে ব্যবসা করতে সরকার তাঁকে যাবতীয় সাহায্য করবে বলেও আশ্বাস দেন মানববাবু। আইসিসি ক্যালকাটা ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি এবং অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক রাখী সরকার জৈবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উদ্ভাবনে কিরণের উদ্যোগ ও একনিষ্ঠতার প্রশংসা করেন।

কলকাতার দক্ষ মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে যাদবপুর এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গবেষণায় সহযোগিতা করবে বায়োকন। কিরণ বলেন, দু'বছরের মধ্যেই কলকাতায় ৫০ থেকে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে জৈবপ্রযুক্তি গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলতে চান তিনি। ভারতে আন্তর্জাতিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা তাঁর রয়েছে।

এ দিকে, আগামী বছর থেকেই ক্যান্সারের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবডি মিলবে ভারতের বাজারে। আগামী আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিক থেকেই বাঙ্গালোরের জৈবপ্রযুক্তি সংস্থা বায়োকন-এর তৈরি অ্যান্টিবডি 'বায়োম্যাব' চালু হয়ে যাবে ভারতে। কলকাতায় বায়োকনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিরণ মজুমদার শ শুক্রবার এ কথা জানিয়ে বলেন, এই মুহূর্তে দেশের বেশ কিছু পরীক্ষাগারে মানুষের উপরে এর পরীক্ষা চলেছে।

এখন বিদেশ থেকে অ্যান্টিবডি আমদানি করে ভারত। অত্যধিক দামি এই অ্যান্টিবডি আনার জন্য ভারতের বছরে খরচ হয় ৮০ থেকে ১০০ হাজার ডলার। দেশীয় বাজারে ঢোকার পরেতার দাম হয়ে যায় আকাশছোঁয়া। ফলে এই চিকিৎসা বেশির ভাগ মানুষেরই নাগালের বাইরে থেকে যায়। সেই তুলনায় তাঁদের তৈরি অ্যান্টিবডির দাম সাধারণের সাধ্যের মধ্যেই রাখা হবে বলে দাবি করেন কিরণ।

'আই সি সি লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' কিরণ মজুমদার শ'য়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায়। — তপন দাশ

পাশাপাশি, ২০০৮ সালের মধ্যে তাঁরাই ভারতে প্রথম 'ওরাল ইনসুলিন' আনতে চলেছেন বলেও দাবি জানান তিনি। এটি পাওয়া যাবে ট্যাবলেটের আকারে। এই মুহূর্তে ভারতে ইঁদুরের দেহে এর পরীক্ষা চলেছে। ছ'মাসে আমেরিকায় কুকুরের দেহে পরীক্ষিত হওয়ার পরেই মানবদেহে প্রয়োগ করা হবে এই খাওয়ার ইনসুলিন।

বাঙ্গালোরে ৭৫০ কোটি টাকা লগ্নি করে আন্তর্জাতিক মানের জৈবপ্রযুক্তি পার্ক তৈরি করছে বায়োকন। পাঁচ-ছ' মাসেই তা সম্পূর্ণ হবে। কিরণ জানান, পাঁচ বছরে ১০০ কোটি ডলার ব্যবসার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন তাঁরা।

যথাসম্ভব কম হাত উর্বর কৃষিজমিতে

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, কলকাতা ৩ সেপ্টেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনের আগে কৃষকের ভাত মেরে শিল্প করতে গিয়ে তাঁদের রোষের মুখে পড়তে নারাজ সি পি এম। কারণ, মূলত কৃষকদের ভোটেই ২৮ বছর ধরে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আছে।

তাই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে আলোচনার পর সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস জানিয়ে দিলেন, উপনগরী বা শিল্প-তালুক গড়ার কাজে পাঁচ হাজার একরের মধ্যে বড়জোর চারশো থেকে পাঁচশো একর কৃষিজমি থাকবে, বাকিটা হবে পতিত জমি। অর্থাৎ, আগের হিসাব থেকে সি পি এম অনেকটাই সরে এসেছে। এখন তাঁরা বলছেন মাত্র দশ শতাংশ কৃষি জমি নেওয়া হবে।

শুক্রবার সীতারাম ইয়েচুরি জানিয়েছিলেন, বন্ধ কলকারখানার বিশাল জমি পড়ে আছে এবং তার থেকে পাঁচ হাজার একর দেওয়া হতে পারে। কিন্তু এ দিন অনিলবাবু যা বলেছেন, তার অর্থ হল, বন্ধ কল-কারখানার জমি থেকে সালিম গোষ্ঠীকে জমি দেওয়া হবে— বিষয়টা এমন নয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য তাঁদের যে পাঁচ হাজার একর জমি দেওয়া হবে, তার মধ্যে বড়জোর 'চারশো থেকে পাঁচশো একর কৃষিজমি থাকবে'। এবং ওই চার-পাঁচশো একরের মধ্যে এক-ফসলি জমিই থাকবে বেশি। কিছুটা দু-ফসলি জমিও থাকতে পারে। তার জন্য কৃষকরা পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণও পাবেন।

রাজ্যে সি পি এমের সব গণ-সংগঠনের মধ্যে কৃষক সভার সংগঠনের ভিতই সবথেকে মজবুত। সদস্য সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ। 'কৃষকদের কথা ভুলে সি পি এম এখন বিদেশি শিল্পপতিদের ডেকে জলের দরে কৃষিজমি তাদের হাতে চুলে দিচ্ছে'— এমন একটা রব উঠেছে চার দিকে। কারণ, শুধু বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই নন, ফরওয়ার্ড ব্লক, সি পি আই, আর এস পি সবাই সালিম-গোষ্ঠীর উপনগরী গড়ার প্রস্তাব নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।

ফরওয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী তথা কৃষক নেতা হাফিজ আলি সৈরানি এ দিনও হুগলি জেলার বৈঁচিতে এক সভায় বলেছেন, "কৃষকদের উৎখাত করতে চেয়ে বামফ্রন্ট দিকভ্রষ্ট হয়েছে। মন্ত্রিসভায় থাকার দরকার আছে কিনা তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।" তাঁদের দলের আর এক মন্ত্রী নরেন দে বলেন, "কৃষককে মেরে শিল্প গড়া যাবে না। এই চেষ্টা হলে আমরা রুখব।"

ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষ এবং আর এস পি-র রাজ্য সম্পাদক দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দু-জনেই এ দিনও কৃষিজমি নিয়ে তাঁদের আপত্তির কথা জানিয়েছেন। এমনকী ইয়েচুরি যে বন্ধ কারখানার জমি সালিমদের দেওয়ার কথা বলেছেন, তাতেও তাঁদের আপত্তি। শরিকদের দাবি, পুরো বিষয়টা বামফ্রন্টে আলোচনা করতে হবে।

পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে সি পি এমকে এখন বোঝাতে হচ্ছে, তাঁরা কৃষকদের চাষের উর্বর জমিতে হাত দিতে চান না। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা কমিটি, সর্ব স্তর থেকেই এই বার্তা দেওয়া হচ্ছে।

শনিবার ভূমিমন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লার উপস্থিতিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটিতেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। ঠিক হয়েছে, কৃষকদের বিভ্রান্তি কাটাতে প্রচার চলবে।

শুক্রবার ভাঙড়ে মমতার সভার সাফল্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ভাঙড়েই পাল্টা সভা করা হবে এ মাসের ২৫ তারিখে। আজ, রবিবার কর্মী-সভা ডেকেছে সি পি এম।

মমতার আন্দোলন, শরিকদের হুমকি মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর দরাজ প্রশংসা, সব মিলিয়ে সি পি এমের মধ্যেও কিছুটা বিভ্রান্তি ছিল। কেন্দ্রীয় কমিটিতে কেউ কেউ সেই বিষয়ে প্রশ্নও তোলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির এক সদস্য বলেন, "বিষয়টা নিয়ে দলের মধ্যে এখন আর বিভ্রান্তি নেই।"

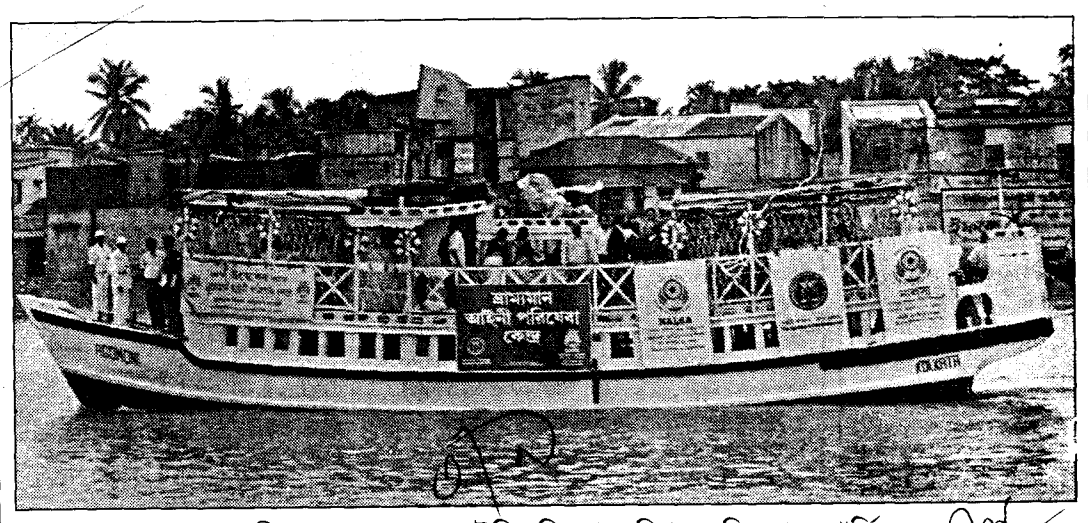

বাসন্তীতে লঞ্চে ভ্রাম্যমাণ আইনি পরিষেবা। শনিবার। ছবি: তপন মুখার্জি

সুন্দরবনে নিখরচায় আইনি পরিষেবা

মধুপর্ণা ধরচৌধুরি, সোনাখালি

৩ সেপ্টেম্বর— সুন্দরবনের মানুষকে বিনামূল্যে আইনি সহযোগিতা দেওয়ার জন্য চালু হল ভ্রাম্যমাণ আইনি পরিষেবা কেন্দ্র। পূর্বভারতে প্রথম, সম্ভবত ভারতেও। শনিবার সোনাখালিতে এই ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির (নালসা) এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান বিচারপতি ওয়াই কে সাভারওয়াল। এর পর পাঠানখালি-২, মসজিদবাড়ি হয়ে গোসাবা হাটে গিয়ে এলাকার মানুষের সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। সেখানে তিনি বলেন, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের অনেক মানুষই নিজেদের আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন নন। তাঁদের আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এই উদ্যোগ। আগামী ৬ মাস প্রতিদিন সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে যাবে এই স্টিমারটি। আইনজীবী, সমাজসেবী ছাড়া স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও থাকবেন। গোসাবায় নালসা-র এই প্রকল্পটির দায়িত্বে আছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'অর্গানাইজেশন অফ ফ্রেন্ডস, এনার্জিস অ্যান্ড রিসোর্সেস' বা 'অফার'। গ্রামের গরিব মানুষ তাঁদের সমস্যার কথা জানাবেন এই পরিষেবা কেন্দ্রে। সেখানে প্রয়োজনীয় আইনি পরামর্শ দেওয়া হবে তাঁদের। নালসা-র এই প্রকল্প রাজ্যস্তরে পরিচালনা করবে স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি। এদিন সাভারওয়ালের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিকাশ শ্রীধর সিরপুরকার। আগাগোড়াই ঝরঝরে বাংলায় কথা বললেন তিনি। তিনি জানান, সুন্দরবনের এইসব অঞ্চলে জঙ্গলে দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের স্ত্রীদের সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। এ সব বিষয়ে হাইকোর্ট যথাসম্ভব সাহায্য করবে বলেও আশ্বাস দেন সিরপুরকার। তিনি আইনজীবীদেরকে এই প্রকল্পে সহায়তা করার জন্য আহ্বান জানান। উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি অলোক চক্রবর্তী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের একটি প্রতিনিধিদল, অশোক গাঙ্গুলি, 'অফার'-এর সম্পাদক কল্লোল ঘোষ-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

Yechury Says Farmers To Be Compensated For Acquired Land

CPM backs Bengal reforms

Our Political Bureau
NEW DELHI 2 SEPTEMBER

THE CPM politburo and central committee meetings got underway on Friday to an overriding support for West Bengal chief minister Buddhadeb Bhattacharjee's reform pitch. His plan to provide 5,100 acres of land in 24 South Parganas, including farm land if necessary, to the Indonesian group Salim for a township development project, was also appreciated. "No prime agricultural land will be provided for setting up industries. As the demand (of Salim Group) is 5,000 acres, some small plots of agricultural land could be included. The farmers, whose land will be acquired, will be properly compensated," politburo member Sitaram Yechury said.

Mr Bhattacharjee said his government was yet to identify the land to be given over.

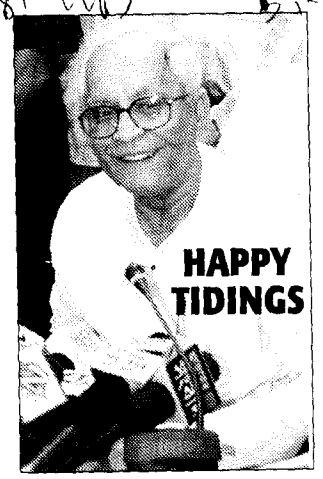

When asked about newspaper reports suggesting that farm lands in the district had already been sold to builders, hence not requiring the government intervention on the matter, Mr Bhattacharjee rubbished the reports as "imagination". Mr Yechury said the demand of land from the Salim Group could be met by land of those companies that had shut down. "Around 14,000 acres of such land is available," he said.

Salim Group plans to set up an industrial city, health city and two-wheelers manufacturing plant in the state. Talking of Mr Bhattacharjee's statements during his visit to Indonesia and Singapore, Mr Yechury said the matter was discussed in the politburo and that the party was of the view that they were in consonance with the stand taken in the party congress in April.

"The West Bengal chief minister presented a written report on his recent visit to Singapore and Indonesia. There is no dispute in the party on his statements during his visit and the stand of the West Bengal government on FDI," he said.

Talking of the controversy generated by Mr Bhattacharjee's statements favouring 100% FDI in a greenfield airport in Kolkata, Mr Yechury said it was an "off-the-cuff remark". "Nothing has been finalised on the new airport near Kolkata. No survey or study has been done. Whenever the airport comes up, it will be subject to the ceilings on FDI in airports set by the Centre, which stands at 49% now," he said.

Sources said trade unionists, such as MK Pandhe, had objected to Mr Bhattacharjee's plan to get FDI for a new airport in Kolkata, but he did not receive much support. Mr Yechury also said the party would bring out a resolution on the present political situation in the country, including a take on the upcoming Bihar elections.

Buddha green flag for Red China FDI

Press Trust of India

NEW DELHI, Sept. 1. — After wooing Singaporean and Indonesian investors, West Bengal chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee today met Chinese officials here and assured them that their investments in the Left-ruled state would be a profitable venture.

Mr Bhattacharjee also made it clear to the potential investors that they should meet certain conditions like employment generation, capacity augmentation and technology upgradation, CPI-M Politburo member Mr Sitaram Yechury, who had accompanied Mr Bhattacharjee to the meeting at the Chinese Embassy here, said. During his discussions with top Chinese officials, Mr Bhattacharjee briefed them on West Bengal's investment-friendly environment which was attracting a large quantum of FDI and was being eyed by major foreign players. When Mr Bhattacharjee was told at the meeting that several Chinese firms were interested in investing in the Left-ruled state, the chief minister said they were "most welcome".

A source said that at least eight Chinese firms, a few in the iron and steel sector and a large toy unit, were ready to make investments in West Bengal. The CPI-M has been maintaining that there is no difference between the approaches of the West Bengal chief minister and the party on FDI. The party leadership has been saying that the conditions specified today by the chief minister, were consistent with the party line on the matter and acceptance of all FDI in West Bengal was contingent upon following these conditions.

Politburo meeting, page 5

Ground airport revamp: CPM

NEW DELHI, Sep 1. — The CPI-M today wanted the government to halt the bidding process for modernisation of Delhi and Mumbai airports, pending resolution of some "critical" issues like sustainability of other airports that were dependent on these two profit-making ones. "The government has overlooked several key concerns like sustainability of the other airports, which were till now being largely financed by the major profit earned by these two airports," the party Politburo said in a statement. The CPI-M also asked the government to take note of the observations of the Parliamentary Standing Committee on the matter, saying the modernisation programme at Mumbai airport could "only enhance its technical capability by ten to 15 per cent and in any case will become redundant in addressing growth projections beyond 2012". — PTI

THE STATESMAN

কারাত: সালিম নিয়ে দলে বিতর্ক নেই

বিনিয়োগ: চীনে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছেন

দূতের সঙ্গে দেখা ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত

দেবারুণ রায়, দিল্লি

১ সেপ্টেম্বর— বাংলায় বিনিয়োগ করছে চীন। ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুর সফরে আলোড়ন তুলে দেওয়ার পর চীনে রাজ্যের বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সি পি এমের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কমিটির বৈঠক শুরু হচ্ছে আগামীকাল বিকেল থেকে। বৈঠক তিন দিনের। তার আগে কাল সকালেই বসছে পলিটব্যুরো। কিন্তু দলের রাজনৈতিক ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশিই অনেকখানি সময় কেড়ে নিয়েছে বাংলার শিল্পায়ন। যার কেন্দ্রবিন্দু সি পি এম পলিটব্যুরোর সদস্য ও মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মূল কর্মসূচি। এজন্যই অনেকদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করার ওপর জোর দিয়েছেন। আজ সকাল সাড়ে দশটায় বুদ্ধদেববাবু বাংলার সাংসদ ও পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরিকে সঙ্গে নিয়ে যান চীনের দিল্লি দূতাবাসে। রাষ্ট্রদূত সান য়ুসি-র সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যে বিনিয়োগ নিয়ে। আলোচনার পর বঙ্গভবনে ফিরে এসে বলেন, চীন থেকে প্রতিনিধিদল আসবে রাজ্যে। তারপর আমাদেরও যাওয়ার কথা। অনেকদিন ধরেই কথা চলছে। আজ সেটাই চূড়ান্ত করতে গিয়েছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হতে পারে সেগুলি আমরা চিহ্নিত করেছি। ৭/৮টা ক্ষেত্র আছে। যেমন লোহা ও ইস্পাত শিল্প, পেট্রোকেমিক্যাল, চামড়া, খেলনা— এই সব। ওদের কাছ থেকে চিঠিতেই জানানোর কথা। পরে বিকেলে এ কে জি ভবনে পলিটব্যুরোর উপস্থিত সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে যান। তার আগে কয়েকটি কথা বলেন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে। বুদ্ধদেববাবু বলেন, চীনের সঙ্গে আমাদের বহুদিন ধরে কথাবার্তা চলছে বিনিয়োগ নিয়ে। আজকের বৈঠকে আমরা বলেছি, দ্রুত করুন। তার ভিত্তিতেই ওঁরা আগে প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছেন। তারপর রাজ্য থেকে যে প্রতিনিধিদল যাবে, তাতে তিনি নিজে থাকবেন না বলে জানান। এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, সালিমরা চীনে বিনিয়োগ করেছে। সালিমদের ব্যাপারে চীনের অভিজ্ঞতা কী, তা কি জানতে চেয়েছেন? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে ওঁদের কাছে জানার দরকার নেই। আমরা এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল।

সদর দপ্তরে প্রকাশ-সীতারামের সঙ্গে

বিকেল ৫টার পর থেকে প্রায় দেড় ঘণ্টা মুখ্যমন্ত্রী আজ ছিলেন দলের সদর দপ্তর এ কে জি ভবনে। সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত, পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি এবং এস রামচন্দ্রন পিল্লাইয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, 'আমি তো দলের একজন সদস্য। তাই সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে সব কথাই আলোচনা হয়েছে। সাম্প্রতিক সফরের প্রসঙ্গও।' দলীয় সূত্রের মতে,

এরপর ৫ পাতায়

চীনে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছেন

১ পাতার পর

বুদ্ধদেববাবু তাঁর ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুর সফরের আলোচ্য বিষয়গুলির সংক্ষিপ্তসার আগেই প্রকাশকে জানিয়েছিলেন। তারপর জাকার্তায় থাকাকালীন সীতারাম ইয়েচুরি তাঁকে ফোন করে কথা বলেন। 'সংস্কার করো নয় মরো', এই উদ্ধৃতি দিয়ে বুদ্ধদেবের খবর বেরিয়েছিল মিডিয়ায়। বুদ্ধদেব ইয়েচুরিকে জানান, তাঁর বক্তব্য খানিকটা বিকৃত করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, 'পারফর্ম অর পেরিশ'। বিদেশ থেকে ফেরার পর টেলিফোনে এবং গতকাল জাতীয় সংহতি পরিষদের বৈঠকের সাইডলাইনে প্রকাশের সঙ্গে সিঙ্গাপুর ও জাকার্তা সফর নিয়ে অনেকটাই কথা হয় বুদ্ধবাবুর। প্রকাশ তাঁর সঙ্গে একমত হন। শুধু বলেন, সামনেই পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক। সুতরাং এ নিয়ে দলের সর্বোচ্চ স্তরে আলোচনা করে নেওয়াই ভাল। আজ রাতে প্রকাশ কারাত 'আজকাল'-কে স্পষ্টই বলেন, 'সালিম গোষ্ঠীর বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দলে কোনও বিতর্কই নেই। তাই এই ইস্যু নিয়ে মিডিয়ায় যত তপ্ত বিতর্কই হোক, সেজন্য আমরা উদ্বিগ্ন নই। বুদ্ধর সঙ্গে শুধু আজ কেন, আগেও ওঁর ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুর সফর নিয়ে আমার কথা হয়েছে। এখানে আমার ব্যক্তিগত মতামত দেওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কাল পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক। আমরা দলীয় ফোরামে বসেই রিপোর্ট শুনব। তবে এ নিয়ে কোনও দুনিয়া কাঁপানো বিতর্ক নেই, এটা আমি জানি।' প্রকাশ এই ইস্যুতে নিজে কী মনে করেন, তা বলতে চাননি। বলেন, পার্টি যা মনে করে আমিও স্বভাবতই তাই করি। তবে পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজমি নিয়ে বিতর্কের যে হাল হয়েছে, এই ইস্যুতেও তা-ই হবে। শেষ পর্যন্ত সবই স্তিমিত হয়ে যাবে। এদিকে আজই পলিটব্যুরোর অন্য এক সদস্য এম কে পান্ধে বুদ্ধদেববাবুর 'পরিবর্তনের' ডাক মেনে নেওয়ার আগে কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। এ নিয়ে প্রকাশ বলেন, দলের বৈঠকেই কথা হবে। আজ পান্ধে দলের সদর দপ্তরেই ছিলেন বুদ্ধদেববাবু ও প্রকাশ-সীতারামের বৈঠকের সময়। কিন্তু তিনি ছিলেন তাঁর শ্রমিক সংগঠনের অন্য বৈঠকে ব্যস্ত। সদর দপ্তর ছেড়ে বেরতেই সাংবাদিকরা তাঁকে ছেঁকে ধরেন। পান্ধে বলেন, 'বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদে এই ধরনের নতুন বিমানবন্দরে বিদেশি পুঁজি লগ্নির প্রস্তাবই আমরা রুখে দিয়েছি। এই বিষয়ে এটাই আমাদের অবস্থান। তবে বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে আমার আজ দেখা হয়নি। ওঁর কথা দলের বৈঠকেই শুনব।' প্রশ্ন ওঠে: বুদ্ধদেব বলেছেন, দুনিয়া বদলাচ্ছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। আদর্শ ও নীতিকে নতুন বাস্তবতার সঙ্গে মেলাতে হবে। নিজেদের বদলাব না কেন? আমরা কি নির্বোধ? পান্ধে বলেন, 'দুনিয়া বদলাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু আমরা কি দেখব না, বদলাচ্ছে কোন দিকে? খারাপ না ভালর দিকে? দিল্লি যে বদলে যাচ্ছে প্রত্যেক দিন, সে তো জঘন্যতম পরিস্থিতির দিকে মোড় নিচ্ছে। খুন, জখম, রাহাজানি, ধর্ষণ বাড়ছে।' প্রশ্ন: তার মানে আপনি বদলাতে চান না? পান্ধে: বুদ্ধদেব কী বলছেন, সরাসরি আগে ওঁর মুখ থেকে শুনি, তারপর বলব। সালিম গোষ্ঠী নিয়ে গত ক'দিনের পরিচিত প্রশ্নটি পান্ধে অবশ্য এড়িয়ে যান।

শিল্পনগরী: বুদ্ধর পাশে তথাগত

মমতা: রক্ত দেব, জমি নয়

অমিতাভ সিরাজ

কৃষিজমিতে শিল্প গড়ার তীব্র আপত্তি যখন মমতা ব্যানার্জির, ঠিক সে সময়ই তৃণমূলের জোটসঙ্গী বি জে পি কৃষিজমিতে শিল্প গড়ার প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে অভিনন্দন জানাল। ডায়মন্ডহারবারে বৃহস্পতিবার মমতা বলেছেন, 'রক্ত দেব, কৃষিজমি এক ইঞ্চিও দেব না।' কলকাতায় বি জে পি সদর দপ্তরে বসে দলের রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়ের স্পষ্ট কথা, 'কৃষিজমিতে শিল্পনগরী তৈরি করতে আমাদের আপত্তি নেই। বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বুদ্ধবাবু যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা অভিনন্দনযোগ্য। বুদ্ধবাবু যে মার্কসবাদের তকমা আঁকড়ে বসে না থেকে সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা স্বাগত। উন্নয়নের অন্ধ বিরোধিতা অর্থহীন। তৃণমূল কেন, কোনও রাজনৈতিক দলেরই রাজ্যের উন্নয়নের প্রশ্নে অন্ধ বিরোধিতা করা উচিত নয়।' বি জে পি রাজ্য সভাপতির বক্তব্য, কলকাতা ও তার আশপাশে তো বাস্তুজমি, কৃষিজমি, আর যা আছে তা জঙ্গল। বাস্তুজমি ও জঙ্গলে তো শিল্প হয় না। কর্মসংস্থানের জন্য কৃষিজমিতে এই শিল্প করতে হবে। তবে, তথাগতবাবুরা সালিম গোষ্ঠীকে আনার প্রশ্নে বলেছেন, 'এই গোষ্ঠী কীভাবে কাজ করবে, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে।' এই গোষ্ঠীর সঙ্গে কীভাবে রাজ্য কাজ করবে, কী চুক্তি হচ্ছে, তা জানানোর জন্য রাজ্যবাসীর কাছে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হোক। তথাগতবাবু বলেন, 'ভাঙড় থেকে সরে আসা ঠিক না। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি তো ওখানেও আছে।' ডায়মন্ডহারবারের সভায় মমতা বলেন, 'আমাকে খুন করলেও জমি নিতে দেব না।

এরপর ৫ পাতায়

রক্ত দেব, জমি নয়

১ পাতার পর

আমরা রুখব, আপনাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে। র
এক কোটি বেকার। এরা ভাঁওতা দিচ্ছে। ধাপ্পা দি
শিল্পের নামে জমি যা নিয়েছে, তা শুকিয়ে মরুভূ
হলদিয়া, ব্যারাকপুর, কল্যাণী, হাওড়ায় কী অব
বিধায়ক সৌগত রায়ের কথায় হাসপাতাল, শপিং
দিয়ে শিল্পায়ন হবে না। মমতা চিরাচরিত ভঙ্গি
বলেছেন, 'রাজ্যে কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
ভাবছে মাটি থেকে আকাশ ছুঁয়ে ফেলবে। কংক্রি
জঙ্গল তৈরি করতে চাইছে। কৃষিকে বাদ দিয়ে শিল্প
না। কুলপি বন্দরের নামে ২ হাজার হেক্টর জমি নিয়ে
ফলতায় শিল্পাঞ্চল করবে বলে দশ হাজার মৎস্যজীবী
উচ্ছেদ করেছে। জম্বু দ্বীপের লোকজনকেও উ
করেছে। তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'দক্ষিণ ২৪ পরগ
অনেক জায়গায় নোটিস দিয়ে ফেলেছে।
একফসলি, দুফসলি, তিনফসলি যাই হোক, ছাড়া
না। এখানে ফাস্ট ফুডের শিল্প হবে। বিদেশ থে
শিল্পপতি ধরে আনতে হচ্ছে। এখানে যা বেকার, ব
৫০ হাজার টাকা করে ঋণ দিলে কারখানা তৈরি হ
এই সালেমরা ওখানে চাষীদের হত্যা করেছে। যে
হাজার একর জমি নেবে বলেছে তাতে ৪৫ হাজার চ
কর্মচ্যুত হবেন। আড়াই লাখ মানুষ কর্মচ্যুত হবে
অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতো সি পি এম-কে বাংলা থে
হঠাতে হবে। আমি জেলায় জেলায় ঘুরব। কে বলে
আমরা শিল্প চাই না? নিশ্চয়ই শিল্প হবে, বিধান রা
ভাবনায় করতে হবে।' সীমানা পুনর্বিন্যাস নি
জনশুনানি প্রসঙ্গে মমতা বলেন, 'আমি উপস্থিত থাক
এত কম সময়ে কী করে সমস্যা মেটে আমি দেখব'
আজ, শুক্রবার ভাঙড়ে মমতা সভা করবেন। এর
মহাকরণে কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'কৃষকে
জমি নিলে উর্বর জমি দিতে হবে। ১০ তারিখ জেলায়
জেলায় আমরা এই প্রচার করব।' এদিকে পশ্চিম
হাওড়ায় উপনগরী তৈরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে,
এই প্রকল্পের প্রজেক্ট অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর চালাল
একদল তৃণমূলি। সেখানে গরু এনে চাষ করলেন তৃণমূল
সমর্থকরা। পশ্চিম হাওড়া উপনগরী তৈরির আগে
একটি প্রজেক্ট অফিস তৈরি হয়েছিল হাওড়ার সলপে।
বৃহস্পতিবার সেখানেই তাণ্ডব চালান ওই তৃণমূল
সমর্থকরা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে
বিশাল মিছিল বের করেন কংগ্রেস কর্মীরা। পুরমন্ত্রী ও
স্থানীয় বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্যের মদতেই এস জে ডি
এ ইকোনমিক জোন ও উপনগরীর নাম করে জমি
লুটছে বলে কংগ্রেসিদের অভিযোগ। প্রয়োজনে
অবরোধ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, এমনকি বনধের হুমকিও
দিয়েছে কংগ্রেস। এস জে ডি এ-র জমি অধিগ্রহণ নিয়ে
বিরূপ মন্তব্য করেছে আর এস পি-ও। সি পি এমের
জীবন সরকার বলেন, বিরোধী তৃণমূল, কংগ্রেস
উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা করছে।
জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে স্বচ্ছভাবে, আর নিয়ম মেনেই।
ফ্রন্টেরও কয়েকজন বিরোধিতা করছেন না জেনে,
তাতে উৎসাহ পাচ্ছে বিরোধীরাই।

শুরু 'অপারেশন ডেঙ্গু', রাজ্যে আক্রান্ত ৪৬৪

আজকালের প্রতিবেদন: ডেঙ্গু মোকাবিলায় কলকাতায় চালু হল 'অপারেশন ডেঙ্গু'। গোটা রাজ্যে ৪৬৪ জনের আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলেছে। মানুষকে সচেতন করতে প্রচারপত্র বিলি করছে কলকাতা পুরসভা। ডেঙ্গু মোকাবিলায় ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আরও ৩০টি হাতকামান কিনছে পুরসভা। পুরকমিশনার আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার জরুরি বৈঠকে ৪ জনের উচ্চপদস্থ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। এঁরা প্রতিদিন রিপোর্ট দেবেন। অস্থায়ী কর্মীদের কাজের মেয়াদও বাড়ানো হচ্ছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র কেনারও কথা হয়। আসবে নাগপুর থেকে। পুরসভা পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। বৃহস্পতিবারও শহরে ১৫ জনের আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলেছে। কলকাতা ও লেকটাউনে এদিন২ জনের মৃত্যু হয়েছে অজানা জ্বরে। লেকটাউনের প্রাক্তন আই সি সীতারাম সিংহের ছেলে মারা যান। গড়িয়ার পারমিতা সেন(২৪) হঠাৎ জ্বর ও দুর্বলতায় মারা যান বলে জানান কাউন্সিলর রতন দে। তাঁর অভিযোগ, ট্রপিক্যালে রিপোর্ট পেতে দেরি হচ্ছে। এ দিনই সল্টলেকের উন্নয়নভবনে স্বাস্থ্য সচিব কল্যাণ বাগচি, পুরসচিব দেবাশিস সোম ও বিধাননগর পুরসভার কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক করেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। তিনি জানান, ডেঙ্গু আক্রান্তের বিচারে কলকাতা পুরসভার পর রাজ্যে দ্বিতীয় সল্টলেক। ১৭ জন। তবে আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই। তিনি প্রত্যেককে বাড়ি বাড়ি ঘুরে খবর নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, রাজ্য সরকার আর্থিক যে কোনওরকম সাহায্য করবে। ওয়ার্ড কমিটি, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সাহায্য নিতে হবে। কলকাতা পুরসভার নতুন কমিশনার আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ডেঙ্গু মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সবরকম ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পুরকমিশনারের ঠিক করে দেওয়া কমিটিতে নেতৃত্ব দেবেন ডি এম সি সইদুল ইসলাম। থাকছেন ডাঃ দীপঙ্কর দাস, ডাঃ তপন মুখার্জি ও দেবাশিস বিশ্বাস। পুরসভা লিফলেটে প্রচার করছে, ডেঙ্গু ছোঁয়াচে রোগ নয়। গুজবে কান না দেওয়ার পরামর্শও রয়েছে। এডিস মশার বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে, সকাল ৮টা থেকে ৯টা ও বিকাল ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত উপদ্রব বেশি। সল্টলেকে ডেঙ্গুতে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে সোমবার। মৃত অভিষেক মণ্ডল (১৬) অ্যাপলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। দক্ষিণ কলকাতায় মাসির বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে জ্বর নিয়ে ফিরে আসে অভিষেক। মাত্র ১ মাস আগে অভিষেকের পরিবার দক্ষিণ কলকাতা থেকে সল্টলেকে ভাড়া আসে। শুক্রবার থেকেই মশা তাড়াতে হাতকামান ব্যবহার শুরু করছে সল্টলেক পুরসভা। এদিকে সি ই ব্লকে ২ জন, ই ই ব্লকে প্রাক্তন সাংসদ সুনীল মৈত্রের নাতনি, আই এ ব্লকে তেভাগা আন্দোলনের নেতা হেমন্ত ঘোষালের নাতি, জি ডি ব্লকে ৩ জন, এইচ এ ব্লকে ১ জন, এ এ ব্লকে ১ জন, এফ ডি ব্লকে স্থানীয় কমিশনার গীতা বিশ্বাসের মেয়ে এবং করুণাময়ীর বাসিন্দা দই শিশুও

কলকাতায় মৃত ২

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত। বিধাননগর পুরসভার চেয়ারম্যান পারিষদ (স্বাস্থ্য) নন্দগোপাল ভট্টাচার্য বলেন, এঁদের বেশির ভাগেরই নিউরোলজিকাল টেস্ট হয়নি, ক্লিনিকাল টেস্টের পর ধারণা এঁদের ডেঙ্গু হয়েছে। তবে এখন অনেকেই সুস্থ। পুরপ্রধান বিশ্বজীবন মজুমদার জানান, মশা মারা কর্মীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়েছে। ৩০টি নতুন স্প্রে মেশিন কেনা হয়েছে।

বীরভূমের ইলামবাজারে অজানা জ্বরে আরও ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বেলোয়া ও সায়েরপাড়ায় নেপাল সোরেন (৫৫) এবং লক্ষ্মী টুডু (৫) তিন-চারদিন ধরে অজানা জ্বরে ভুগছিল। সঙ্গে প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও বমির উপসর্গ। বুধবার বাড়িতেই তাঁদের মৃত্যু হয়। স্থানীয় হাতুড়ে ও ওঝার কাছে নেপালের চিকিৎসা চলছিল। এইসব আদিবাসী গ্রামের মানুষের শিক্ষা ও সচেতনতার খুবই অভাব। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে না গিয়ে গ্রামবাসীরা হাতুড়ে বা ওঝার খপ্পরে পড়েন। অজানা জ্বরের উপসর্গ নিয়ে ইলামবাজার ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এদিন আরও ২০ জন ভর্তি হয়েছে। এদিন সিউড়ি সদর হাসপাতালেও জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫। ৪ জনের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গেছে। করিমপুর ও ডোমকল থানার বক্সিপুরে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। করিমপুরের অজয় প্রামাণিকের (২১) মৃত্যু হয় ডেঙ্গুতে। কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। বক্সিপুরের আহমেদ রেজা ওরফে জনির (১৮). মৃত্যু হয় কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালে। দু'জনই করিমপুর জগন্নাথ হাইস্কুলের উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র। বক্সিপুরে জনির মৃতদেহ দেখে তার দাদু ৭২ বছরের লুজবল বিশ্বাস. হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জনির কবরের পাশেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। নদীয়া জেলার স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে করিমপুর-১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামগুলি থেকে আক্রান্ত রোগীদের রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করা হয়। ডেঙ্গু জ্বর সন্দেহে পাড়ার এজহার শেখ (১৮) নামে এক যুবককে কৃষ্ণনগরে পাঠানো হয়েছে। অজানা জ্বরে ভর্তি আছে ৩০ জন রোগী করিমপুর হাসপাতালে।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা পর্যন্ত মালদা সদর হাসপাতালে জ্বর নিয়ে ভর্তি হয়েছে ৩৭ জন। মারা যাওয়ার খবর নেই। অজানা জ্বরে নার্সিংহোমগুলিতে রোগীর চাপ বাড়ছে। ওল্ড মালদা পুরসভা এলাকায় অজানা জ্বরে মারা গেছে ৩ জন।

অজানা জ্বরে একজনের মৃত্যু হয়েছে কোচবিহারেও। আক্রান্ত শতাধিক মানুষ। কোচবিহারের বড় রাং রস গ্রাম পঞ্চায়েতের আটিয়ালগুড়ির বাসিন্দা আনন্দ ঘোষ (৪০)-এর অজানা জ্বরে মৃত্যু হয়। আনন্দ ঘোষ জ্বর নিয়ে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন। বুধবার তাঁর মৃত্যু হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর গুরুত্ব বুঝে জেলায় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। কোনওরকম অজানা জ্বরের খবর পেলেই, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে দ্রুত জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আটিয়ালগুড়ি ও সংলগ্ন গ্রামে ১০০ জন অজানা জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। উপ স্বাস্থ্য আধিকারিক স্বীকার করেন, জেলায় ডেঙ্গু জ্বর পরীক্ষার কোনও পরিকাঠামো নেই।

রায়গঞ্জ থেকে সুনীল চন্দ: গত ৪ দিনে অজানা জ্বরে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে রায়গঞ্জে। দেবু পাসোয়ান (৩০), দীপা পাসোয়ান (২০) ও সাদরি পাসোয়ান (৪২)। রায়গঞ্জ সদর হাসপাতালে। আরও ৮ জন জ্বরে আক্রান্ত রোগী ভর্তি হাসপাতালে। উত্তর দিনাজপুরের এ সি এম ও এইচ মুক্তিসাধন মাইতি জানিয়েছেন ডেঙ্গু নয়, ৩ জনেরই মৃত্যু হয়েছে ভাইরাসঘটিত জ্বরে।

সারপ্রাইজ ভিজিট: কলকাতা পুরসভার নতুন কমিশনার আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে প্রায় গোটা পুরভবন ঘুরে কর্মীদের কাজ দেখলেন মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা নাগাদ আচমকাই দোতলার করিডোর ধরে হাঁটতে শুরু করেন দু'জনে। মেয়রের হাতে ক্র্যাচও ছিল না। বিকাশ ও আলাপন ঘুরে দেখেন অ্যাসেসমেন্ট, সম্পত্তিকর বিভাগ। কর্মী উপস্থিতিও খতিয়ে দেখেন। দু'জনকে একসঙ্গে ঘুরতে দেখে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় কর্মীমহলে, যাঁরা ঠিক সময়ে কর্পোরেশনে এসে গিয়েছিলেন, তাঁদের চোখেমুখে ছিল স্বস্তির ভাব। আর যাঁরা সবে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিল আসনে বসে পড়ার তৎপরতা। দুপুর ১২টার কিছু পরে মেয়র ও পুরকমিশনারের 'সারপ্রাইজ ভিজিট' শেষ হয়।

Dinner and dash of cash for Buddha

OUR BUREAU

New Delhi, Aug. 31: Buddhadeb Bhattacharjee met the Prime Minister over dinner tonight at the end of a successful day during which he received assurances of support for his industrialisation drive from central leaders.

No one else was present at the meeting, but there were indications that Prime Minister Manmohan Singh was using the occasion to gain an insight into the CPM's mind on economic reforms.

"He wanted to know who all I had met in Singapore and Jakarta. I also told him about minor state problems," the Bengal chief minister said.

Sources said the Prime Minister offered Bhattacharjee help in his efforts to draw investments. On behalf of his party, the chief minister sought to allay Singh's fears about opposition to reforms.

Bhattacharjee's comments and business deals in Singapore and Indonesia caused some flutter back home, giving the impression that he and his party differed on economic issues.

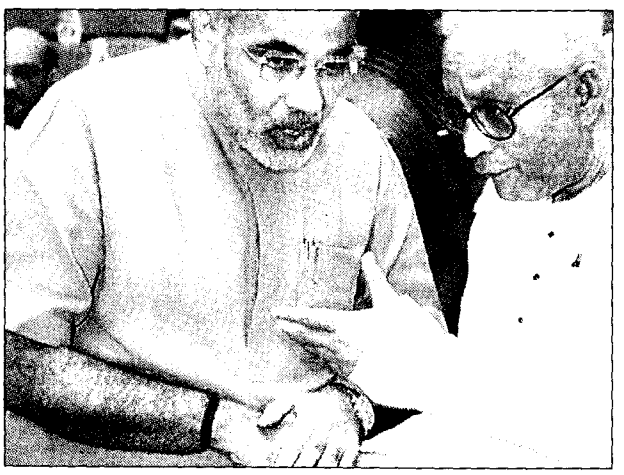

Narendra Modi and Bhattacharjee at a meeting in Delhi on Wednesday. Picture by Rajesh Kumar

"What I said in Singapore will not change now that I am back in India," the chief minister said. "The world is changing and we have to change, too. Dogmas do not help."

True or not — and the CPM leadership as well as the chief minister later explained there are no differences — Singh had used those comments to praise Bhattacharjee as a "role model".

In the backdrop of the Left's differences with his government over reforms — whereas Bhattacharjee was sounding more like him — the Prime Minister's praise appeared intended to point at a rift within the CPM.

Whatever the differences in Delhi between the Congress and the CPM, Bhattacharjee would not suffer.

At a meeting earlier in the day with commerce minister Kamal Nath, Bhattacharjee received assurances on various counts. One of these was money for a special economic zone extending from Majherhat to Budge Budge. Also on the agenda was infrastructure development at Haldia.

Nath said the Centre would make money available to Bengal for public-private infrastructure projects.

"The government of India is committed to supporting the industrialisation plans of the Bengal government."

Nath said Bengal would be the "focus state" at the India International Trade Fair here.

Bhattacharjee was careful. Even on contentious labour reforms, he said: "Let a proposal be made, we will look at it."

About the dinner meeting, the sources said the Prime Minister expected to get a clear indication of the CPM's "mind" on matters on which the two allies did not agree.

Depending on that, a meeting of the coordination committee, which the Left has temporarily boycotted to protest against divestment from Bhel, might be called.

■ **See Pages 6, 13**

Buddha seeks nirvana for West Bengal

Our Political Bureau
NEW DELHI 31 AUGUST

WEST Bengal Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee, now christened Deng, for his determined reform drive and crusade against old communist 'dogmas' on Wednesday made a triumphant entry to the national Capital, his first after his successful visit of Indonesia and Singapore.

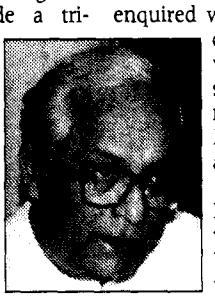

Adding to the glitter of his visit here was the fact that it coincided with, the CPM headquarters and general secretary Prakash Karat, as expected, falling in line with his push against the hardline mindsets.

As a special gesture , Prime Minister Manmohan Singh, who had only days ago praised Mr Bhattacharjee's forward-looking attitude to reforms, hosted a special dinner in his honour at his 7, Race Course residence. The Centre also extended full support to the CM's many developmental projects.

Earlier in the evening, Mr Bhattacharjee also met the minister for commerce and industry, Kamal Nath, where true to his present form, he reiterated the view that communists needed to change with the times, in keeping with the needs of globalisation.

The meeting between Mr Bhattacharjee and the PM which lasted just over an hour, saw the two leaders discussing Mr Bhattacharjee's trip to Singapore and Indonesia. "The Prime Minister enquired whom all I had met during my trip and we also talked about some minor problems facing West Bengal," Mr Bhattacharjee said after the meeting.

In his meeting with Kamal Nath earlier in the evening on Wednesday, Mr Bhattacharjee discussed plans to make the state a commercial hub. After the meeting, Kamal Nath said in the forthcoming India International Trade Fair, West Bengal would be the state focused on. He said one full day of the trade fair would be reserved for West Bengal and a special investment summit would be held on that occasion.

He also said the Centre would help the state with the development of its Special Economic Zones (SEZs). He said his government was seeking the help of the Central government for projects such as the Foundry Park, and for infrastructure facilities for Haldia Petrochemicals.

Heed the signs of the changing times

Most of the arguments against the Salim group's investment plans are banal, and prevent the real issues of agricultural and industrial stagnation from coming to the fore, writes Ashis Chakrabarti

Never mind the critics

I doubt if many people today remember the controversy that broke when the Tatas proposed to build the Taj Bengal hotel in Calcutta. It was the first major investment in a big hotel in the city in many years. It would be an environmental disaster, the campaigners cried, because the hotel would block the passage of the Siberian cranes that flock to the Alipore zoo in winter. You might laugh it away today, but in those days it was sought to be projected as a serious matter, thanks to the business strategies of the hotel lobby in the old economy that feared competition.

The memories of similar controversies over the Haldia petrochemical project would, however, be fresh in many people's minds. It would never happen, said the cynics, who doubted the credentials of Purnendu Chatterjee's businesses and the Bengal government's ability to pull it through. Unlike in the case of Taj Bengal, the scepticism over Haldia was shared by people who genuinely wanted new industries to be set up in Bengal.

'The most banal of the objections against investments by the Salim group is that it had close links with the Indonesian dictator, Suharto'

The two examples come to mind as one looks at the controversies sparked by the investment proposals by Indonesia's Salim Group of Industries. The objections range from the purely populist to the absurd. The overwhelming argument, of course, is the one shared by the principal opposition party, the Trinamool Congress, and the Communist Party of India (Marxist)'s allies in the Left Front government — it relates to the question of using agricultural land for setting up industries.

Before coming to the land question, let me quickly go over the arguments that are too banal to need elaborate comments.

The most banal of the arguments is the one which opposes investments by the Salim group because it had close links with the former Indonesian dictator, Suharto, whose government killed hundreds of thousands of Indonesian communists. By this logic, Bengal must not do any business with the Americans who not only propped up Suharto but were also responsible for anti-communist wars and coups in many other countries. If you extend the logic to include American allies, there would be few countries with which Bengal can hope to do business.

This incredible argument has been offered by some of the CPI(M)'s allies. Even some leaders of the Trinamool Congress have used it with the hope of winning these leftists over in their battle against the Marxists. The argument shows how ideological claptrap can be pushed to absurd levels.

By contrast, the questions about the financial stability of the Salim group are valid ones. But, these questions are clearly uninformed. Big companies do go bankrupt, as the case of Enron proved once again. The Salim group too had its ups and downs, like many other Indonesian companies. Questions about legality and fairness have been raised over many of its business deals.

"The Salim group will not go bankrupt," said Christiano Wibisono, head of the Indonesian Business Data Centre, in 2000, "but will shrink if the government insists on investigating all its business deals." Would not that be true of many business groups anywhere, including some in India? But then, in the same year, the International Monetary Fund said, "The Salim Group is too important to dismember." And, two years after the southeast Asian currency crisis in 1997, the *Forbes* magazine wrote, "The Salim Group is among the richest in the world."

It would be simply naïve to think that the governments and companies in China, Vietnam, Philippines or some in west Asia, with which the Salim group has diverse businesses, would have joined hands with it unless they were confident of its business credentials. And, Salim's recent investments and acquisitions in China include the 45 per cent stake of COSCO Property group, one of the biggest business conglomerates in Shanghai, where the Indonesian firm is engaged in real estate, hotel, dairy and other businesses.

The leftist doubters of Bengal should be happy to know that all Chinese directors on the COSCO board are leaders or members of the Chinese Communist Party. If they are still unconvinced about Salim's business worth, they probably have other problems.

Now to the land question. From the Durgapur Steel Plant in the Fifties to the Haldia petrochemical and the Mitsubishi projects and the power plant at Bakreswar, industrial units have come up on agricultural land. Even the new townships at Rajarhat and west Howrah are coming up on such land. The same is true of the sponge iron and mini-steel plants which were recently set up near Durgapur or Bankura. Anywhere in the world, economic development has meant transformation of rural economies into industrial and urban ones. So, what is this noise about the Salim group's investment proposals?

True, agriculture remains the principal livelihood for the majority of Bengal's — and India's — people. It is crucial to ensure the food security that Bengal has achieved, thanks to land reforms and other changes in the agrarian economy. It would be suicidal to throw that advantage away. But who can deny the importance of industrialization, especially because even an improved agricultural production can no longer sustain the economic needs of a growing rural population? How can anyone deny farmers an opportunity to graduate to an industrialized, urban living?

Let the Salim group go to places like Bankura and Purulia, where the land is not so fertile, say the sceptics. And, they add, let Buddhadeb Bhattacharjee try for investments in labour-intensive industries. Anywhere in the world, special economic zones are preferred in areas close to sea or river ports. No doubt Purulia or Bankura needs as much industrialization as any other district in Bengal. And, no one denies the need for labour-intensive projects, particularly in a state where unemployment is a serious economic and social problem. But all that cannot be any justification for not having the kind of projects that the Salim group has proposed to set up.

'It is crucial to ensure food security, but how can anyone deny farmers an opportunity to graduate to an industrialized, urban living?'

Instead of trying to rake up bogus controversies, the critics would do well to raise genuine issues relating to both agriculture and industry in Bengal. The biggest problem that farmers in the state face today is the complete absence of a marketing infrastructure, which forces them to sell their produce at abysmally low prices. This factor alone has made farming an unviable occupation for an increasing number of farmers, particularly the small and marginal ones.

They have neither the support of a government-backed marketing infrastructure — (rural cooperatives have been a complete failure in Bengal) — nor an access to the free market. More affluent farmers can still manage to make money, but small peasants are forced to survive, as in the olden days, at the mercy of middlemen and other exploiters. The result is a new pauperization of the peasantry, which makes it survive on doles from the *panchayats*.

The industrial scene too presents a rather dismal picture of the workers' helplessness in the face of reckless exploitations. In the new industries that are coming up, wages are low and sometimes paid irregularly. Even in old industries, workers are being forced to accept wage agreements that would have raised a din a decade ago. The most recent example was the agreement that ended the strike in the tea industry in Bengal. In some industries recently set up in Bankura, all laws relating to the protection of the environment are being flouted, resulting in the pollution of drinking water and other serious health hazards.

The government and the CPI(M) work overtime to stifle public protests over these issues in their anxiety to attract investments and to send out the message of political and social stability to potential investors.

These are issues that merit closer public scrutiny and political debates. What we have instead is mindless opposition to reforms. The Salim group's investment proposals signal a new faith in Bengal. Those who oppose them are clearly out of sync with the changing times.